প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক।

বিদ্রোহী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক; শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত হইতেছে। মূল্য ২৲ টাকা।

নবাব সিরাজদ্দৌলা শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সেই ভাণ্ডারী অপেরাব মুকুটমণি। ৫ খানি চিত্র সহ। মূল্য ২৲ টাকা।

রক্ত-মুকুট শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বব অপেবা পার্টিতে অভিনীত হইতেছে। অযোধ্যার সম্রাট বৃকপুত্র তালজঙ্ঘ ও বাহুর ভীষণ সংঘর্ষ। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত

মায়ের দেশ দেশেব গৌরব—দশেব প্রিয়—বাংলার আদর্শ আর্য্য-অপেরাব অপূর্ব্ব গৌরবোজ্জ্বল সুবিবাট সত্যমূর্ত্তি নাটক। সংসারের অতুলনীয় যুদ্ধ-কাহিনী। মূল্য ২৲ টাকা।

যুগান্তর শ্রীবেণীমাধব কাব্যবিনোদ প্রণীত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক—নিউ গণেশ অপেবায় অভিনীত—মূল্য ২৲ টাকা।

প্রেমের পূজা শ্রীবেণীমাধব কাব্যবিনোদ প্রণীত পঞ্চাঙ্ক পৌবাণিক নাটক—গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৲ টাকা।

রাজা সীতারাম শ্রীশশাঙ্কশেখব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক—সত্যম্বর অপেরায় সুযশের সহিত অভিনীত হইতেছে। মূল্য ২৲ টাকা।

অসবর্ণা—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনব অবদান। সত্যম্বব অপেরায় অভিনীত। দ্বাপরে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ যুগনায়ক শ্রীকৃষ্ণ অসবর্ণা জাম্ববতীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অমূল্য স্যমন্তক মণি লাভ করেন। মধুর পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বচিত এই—"**অসবর্ণা**"। মূল্য ২৲ টাকা।

Printer—Santosh. K. Das. Saraswati Printing Works.
168/1C, Ramesh Dutta Street, Calcutta.

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ "সত্যম্বর অপেরায়"

সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

প্রকাশক—শ্রীগোবর্দ্ধন শীল

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী,

৯৭।:এ অপার চিৎপুর রোড—কলিকাতা।

১৩৩৭ সাল

ভূমিকা

ভূমিকায় তেমন কিছু বলিবার না থাকিলেও দুই একটী কথা না বলিয়া পারিলাম না। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন শীলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই ইতিহাস হাতড়াইয়া আজ নাটক লিখিতে বসিলাম। ইতিহাস—ইতিহাস আর নাটক—নাটক। ইতিহাসকে পুরোপুরি বজায় রাখিতে গেলে নাটকের নাটকত্ব বজায় রাখা সুকঠিন। আমি ইতিহাস-বর্ণিত বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব মীরকাসিমের জীবন-কাহিনী এবং তৎকালীন দেশের আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া "মীরকাসিম" নাটক রচনা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নাটক-নাটক—তাই নাটকত্ব বজায় রাখিতে অনেকস্থলে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। এক্ষণে নাট্যামোদী সুধীগণ পরিতৃপ্ত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। অলমেতি বিস্তরেণ।

গ্রন্থকার

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক

যুগনেতা শ্রীনন্দলাল রায় চৌধুরী প্রণীত (চণ্ডী অপেরায় অভিনীত) গোলকের দ্বারী জয় বিজয়ের দুর্ব্বাসার অভিশাপে—শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে জন্মগ্রহণ। বিষ্ণুদ্বেষী অত্যাচারী অভিশপ্ত ভক্তদের উদ্ধার হেতু শ্রীভগবানের মর্ত্তলোকে আগমন। শিশুপালসহ ভীষণ সংঘর্ষ। গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার আকুল আহ্বান। দৃশ্যে দৃশ্যে অঙ্কে অঙ্কে রোমাঞ্চকর ঘটনা। বর্ত্তমান যুগোপযোগী নাটক। অভিনয়ে দিগন্তব্যাপী যশ। বীর-করুণ রসের সমন্বয়। এমেচার পার্টীর স্থবর্ণ স্থযোগ। মূল্য ২৲ টাকা।

রামপ্রসাদ শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মাতৃমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদের কাহিনী পুরাতন হইলেও বাংলার ভক্ত স্থধী-মণ্ডলীর কাছে চির নূতন—গৌরবময়। সেই মহাপুরুষের জীবন-নাট্যের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা লইয়াই এই নাটকের স্বষ্টি। ইহা শুধু ধর্ম্মমূলক নয়, ইহাতে ধনিকের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর তুমুল সংগ্রাম, ধনীর অত্যাচারের প্রতিকারের এবং কালাবাজার রোধের চেষ্টা—তা ছাড়াও দেশাত্মবোধের বহু নিদর্শন আছে। গ্রাম্য জমিদার স্থপ্রকাশ রায়ের অত্যাচারে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর শোচনীয় আলেখ্য—ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কেমন করুণ—সজীব ও নূতনত্বময়। রামপ্রসাদকে ভাবুক ভক্ত কবি করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে এবং তাঁর রচিত গানগুলি তাঁর প্রিয় শিষ্য গাহিতেন; তিনি তাহা শুনিয়া ভাবাবেশে তন্ময় হইতেন। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

নটীর অভিশাপ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত—স্থপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত মর্ম্মস্পর্শী পৌরাণিক চিত্র। অর্জ্জুনের স্বর্গগমনে দেবতাদের পরীক্ষা—কলম্বাস্থরের স্বর্গ অধিকার—দেবতাদের নির্য্যাতন—দানবদলনের উপায় উদ্ভাবনে লোক হ'তে লোকান্তরে গমন—অর্জ্জুনের হস্তে দেবেন্দ্র-বিজয়ী কলম্বা-স্থরের পরাজয়। বিজয়ী অর্জ্জুনের দেবলোকে অভিনন্দন—অপ্সরাকুলরাণী উর্ব্বশীর অর্জ্জুনের নিকট প্রেম-নিবেদন—অর্জ্জুনের প্রত্যাখান—উর্ব্বশীর অভিশাপ প্রভৃতি। মূল্য ২৲ দুই টাকা। ভিখারীর মেয়ে—৸০ আনা।

চরিত্র

পুরুষ

মীরকাসিম	...	বাংলার নবাব
মীরজাফর	...	ঐ ভূতপূর্ব্ব নবাব
নন্দকুমার	...	দেওয়ান
জগৎ শেঠ রায়দুর্ল্লভ	...	ধনকুবের
রাজবল্লভ	...	রাজা উপাধিধারী বিভাগীয় নায়ক
নজাফ খাঁ	...	মীরকাসিমের প্রধান অনুচর
সমরু	...	মীরকাসিমের জার্ম্মান সেনানায়ক
গুরগীন খাঁ	...	আর্ম্মেনিয়ান সেনানায়ক
নাজামউদ্দৌলা	...	মণিবেগমের গর্ভজাত মীরজাফরের পুত্র
সুজাউদ্দৌলা	...	অযোধ্যার নবাব
খোজা পিদ্রুস্	...	মীরকাসিমের অনুচর।
বক্রেশ্বর	...	কবি (দার্শনিক)
বকাউল্লা	..	পাগল
চন্দন	...	নন্দকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র
দয়াল	...	রায়দুর্ল্লভের ভৃত্য
হেষ্টিংস	...	কাউন্সেলের সদস্য, পরে গভর্ণর
আমিয়ট	...	উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (সেনাবিভাগের)

চর, রক্ষী ইত্যাদি

স্ত্রী

ফতেমা	...	মীরকাসিমের পত্নী
লুৎফা	...	সিরাজের বিধবা পত্নী
মণিবেগম	...	বাঈজী, পরে মীরজাফরের বেগম
জোনাকী	...	বক্রেশ্বরের পত্নী

রঙ্গিনী, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি

———

বেইমানের দেশ

প্রস্তাবনা

গাহিতে গাহিতে রঙ্গিনীগণের প্রবেশ

রঙ্গিনীগণ। গীত

এমন শান্তিদায়িনী বঙ্গজননী,
সে মায়ের নেই শান্তি লেশ।
হ'য়ে অবজ্ঞাতা অভাগিনী মাতা
ধরেছে যে নাম বেইমানের দেশ॥
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা,
স্নিগ্ধ স্রোতস্বতী কটিতে মেখলা.
হ'য়ে রাজরাণী দুঃখিনী সমান
পরে ভিখারিণী বেশ॥
বক্ষনীড়ে পুষ্ট স্নেহের সন্তান,
মাতৃদ্রোহী হ'য়ে হয়েছে বেইমান,
ভাই চেনে নাকো হানে খরশান
ভাইয়ের বুকে শেল অবশেষ॥

নিভেছে দেউটী ডুবেছে চাঁদিমা,
আকুল সন্তান শুধু কাঁদে মা—মা,
নিষাদের ভয়ে ভীতা কুরঙ্গিনী
মাতা চেয়ে আছে অনিমেষ—
শক্তি থাকিতে শক্তিহীনা,
এ যে বেইমানের দেশ ॥

[প্রস্থান ।

———

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হীরাঝিলের প্রাসাদ-কক্ষ

চিন্তামগ্ন মীরজাফর আসীন; নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল। মীরজাফর তাহাদের নৃত্যগীতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না।

নর্ত্তকীগণ। গীত

চল চ'লে যাই ফুল-বাগিচায়—
আজকে মধুর চাঁদিনী রাতে।
বকুল তলে মন-দোলাতে
ঝুল্‌বো সুখে পীতম সাথে॥
আসমানে সাত সাগর দেশে
পারি যদি যাবো ভেসে,
অকূলে কূল হারাবো না
রূপ-নদীতে বান ডাকাতে॥

মীরজাফর। [বিরক্তভাবে] যাও—

[নর্ত্তকীগণ কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল।

মীরজাফর। [অন্যমনস্কভাবে চঞ্চলপদে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন; সহসা সিরাজের একখানা তৈলচিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

আর্ত্তস্বরে কহিলেন] ব'লে দাও—ব'লে দাও মহান্ নবাব, এ মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ? আমি যে আর পারি না ! দিবারাত্রি সমস্ত হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা আমি যে সইতে পারি না নবাব ! বেইমানীর ফল হাতে হাতে পেয়েছি, অনুশোচনার আগুনে অহোরাত্র জ্ব'লে পুড়ে মরছি ! শান্তিহারা, তন্দ্রাহারা, সর্ব্বহারা অভাগা আমি— চেয়ে আছি শুধু আকুল আগ্রহে মৃত্যুর আশাপথ পানে। তবুও মরণ আস্‌ছে না, মৃত্যুও বাদ সাধছে আমার সঙ্গে। আমায় ব'লে দাও নবাব, কিসে আমি রেহাই পাবো ?

ইতিমধ্যে কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিতা লুৎফা কখন আসিয়া মীরজাফরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, মীরজাফর তাহা লক্ষ্য করে নাই।

লুৎফা। রেহাই তুমি পাবে না।

মীরজাফর। কে ? কে তুমি ? তুমি কি সিরাজের প্রেতাত্মা ?

লুৎফা। পরিচয়টা নাই বা শুন্‌লে ? শুধু জেনে রাখ, আমি একটা উন্মাদিনী, মূর্ত্তিমতী অভিশাপ, তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি ছায়ার মত। তুমি যেমন আমায় শান্তিহারা করেছ—উন্মাদ করেছ—তন্দ্রাহারা করেছ, আমি তোমায় ঠিক তেমনি করবো। উঠ্‌তে, বস্‌তে, খেতে, শুতে তোমার চোখের সামনে তুলে ধরবো বিভীষিকার ছবি—যা দেখে তোমার অন্তরাত্মা আঁৎকে উঠে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌বে। বেইমান বিশ্বাসঘাতক নফর, সয়তান হ'য়ে দেবতার সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়াতে তোমার সাহস হয় ? যে মহিমান্বিত প্রভুকে তোমরা ক'টা সয়তান মিলে পথের কুকুরের মত নৃশংসভাবে হত্যা করেছ, আজ

কোন্ মুখ নিয়ে তার কাছে এসেছ ক্ষমাপ্রার্থনা করতে ? জেনে রেখো সয়তান, তোমার কৃতকর্ম্মের ক্ষমা নেই।

মীরজাফর। কে তুমি ? এই নীরব নিশীথে চোরের মত নবাবের শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভুতপূর্ব্ব নবাব জাফর আলি খাঁকে তিক্ত তিরস্কার করতে সাহসী হয়েছ ? তুমি কোন্ দোজাকের অশরীরী আত্মা ?

লুৎফা। দোজাকের অশরীরী আত্মাই হই, আর মর্ত্তের দেহধারী মানবাত্মাই হই, আমি তোমায় জানিয়ে দিতে এসেছি জাফর আলি খাঁ, তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের এই শুধু আরম্ভ।

মীরজাফর। পরিচয় তুমি দেবে না ?

লুৎফা। পরিচয় জেনে তো সুখী হবে না জাফর আলি খাঁ ! তাতে তোমার যাতনা বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। বাংলার বেইমানের দল, যে প্রভুকে একদিন ষড়যন্ত্র ক'রে সিংহাসনচ্যুত করলে, তারপর যাঁকে সাধারণ অপরাধীর মত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এলে মুরশিদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে, মনসুরগঞ্জে যাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ক'রে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলে, আমি তোমাদের সেই প্রভুপত্নী লুৎফা।

মীরজাফর। [শিহরিয়া উঠিলেন।]

লুৎফা। ওকি ! শিউরে উঠ্‌লে কেন জাফর আলি খাঁ ?

মীরজাফর। আমি ? কৈ—না। তুমি আমার কন্যাস্থানীয়া পরম স্নেহাস্পদ, তোমার মুখ দেখে অন্তরের স্নেহরাশি আনন্দনির্ঝরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে রমজানের রোশনীর মত একটা বিপুল প্লাবনে তোমায় ডুবিয়ে দিতে চায়, সেই তুমি—আমার কৃত-অপরাধের জন্য আমায় তিরস্কার করছো, তাতে শিউরে উঠ্‌বো কেন মা ? তিরস্কার

কর—আরও তিরস্কার কর, তীব্র তিক্ত তিরস্কার—যা শুন্‌লে আমার অন্তরাত্মা মৃত্যুব অধিক যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠবে। এমনিভাবে যদি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী অতিবাহিত হয়, তবেই বুঝ্‌বো হয়তো আমার মহাপাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। খোদাতাল্লার কাছে এইটীই আমার শেষ প্রার্থনা।

লুৎফা। ও পাপমুখে খোদাতাল্লার নাম উচ্চারণ ক'রো না সয়তান! এখনি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে, অগ্নিবৃষ্টিতে তোমার আরাম-সৌধ এই হীরাঝিল-প্রাসাদ জ্ব'লে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে, একটা বিরাট প্রলয়-ঝঞ্ঝায় তোমাদের নিষ্ঠুরতার স্মৃতি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত এই মুরশিদাবাদ ভেঙ্গে চুরে—রেণু রেণু হ'য়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়্‌বে। সে বিভীষিকা দেখে দুনিয়ার জীবন্ত মানুষ তো দূরের কথা, কবর থেকে অট্টহাসি হাস্‌বে যত মৃতের কঙ্কাল! বেইমান—বিশাসঘাতক, সাবধান!

[দ্রুত প্রস্থান।

মীরজাফর। লুৎফা! লুৎফা! [কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন।]

সহসা মণিবেগমের প্রবেশ

মণি। [দৃপ্তস্বরে] নিশাচরী প্রেতিনীর পশ্চাতে কি উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছ নবাব?

মীরজাফর। কে? মণি? কাকে বল্‌ছো? কে নবাব?

মণি। বার্দ্ধক্যে তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি হয়েছে দেখ্‌ছি! এখানে আর তৃতীয় ব্যক্তি কে আছে, যাকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌বো খান্‌খানান্? নবাব তুমি।

মীরজাফর। আমি? আমি তো নবাবী গদী হ'তে বিতাড়িত, নবাব এখন আমার স্নেহাস্পদ জামাতা মীরকাসিম।

মণি। না—তুমি। ইংরাজ-কোম্পানী শীঘ্রই ঘোষণা করবেন তোমাকেই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ব'লে। শীঘ্রই বস্‌বে তুমি মুরশিদাবাদের গদীতে ; আমি সব বন্দোবস্ত করেছি।

মীরজাফর। তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না মণিবেগম! কি বন্দোবস্ত করেছ তুমি ?

মণি। টাকাতেই সব বন্দোবস্ত হয় নবাব! বেনিয়া-কোম্পানী টাকা চায়, টাকা পেলে তারা সব করবে। তোমার জন্যে নবাবী তক্ত আমি টাকা দিয়েই কিন্‌বো।

মীরজাফর। টাকা দিয়ে নবাবী কিন্‌বে ?

মণি। মীরকাসিম টাকা দিয়ে নবাবী কিনেছে, আমিও টাকা দেবো।

মীরজাফর। কত টাকা দেবে ? কোথায় পাবে টাকা ? নবাবীর দাম তো অল্প টাকা নয় মণিবেগম ?

মণি। আমি কাউন্সিলের কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে সব বন্দোবস্ত করেছি। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট, ওয়ারেণ হেষ্টিংস আমায় কথা দিয়েছে যে, যুদ্ধের খরচ আর কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের জন্য মোট ত্রিশ লাখ টাকা দিলে কোম্পানী তোমায় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ব'লে ঘোষণা করবে। আর সে টাকা আমি দোবো আমার গহনা বিক্রী ক'রে।

মীরজাফর। এতখানি দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে কেন এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছ মণিবেগম ? আমার আদরের কন্যা—অভাগিনী মাতৃহারা বালিকার সর্ব্বনাশ ক'রে আমি আর নবাব হ'তে চাই না মণি—যে নবাবীর অর্থ নবাবী নয়, বেনিয়া-কোম্পানীর গোলামী। নবাবী করেছিল আমার প্রভু—সিরাজ, আর আমি করেছি বেনিয়া-কোম্পানীর গোলামী। যে নবাবীর পুরস্কারস্বরূপ দেশবাসীর কাছে

আখ্যা পেয়েছিলাম "ক্লাইভের গর্দ্দভ" ব'লে, এমন নবাবীতে আর আমার প্রবৃত্তি নেই মণিবেগম !

মণি। তা হবে না নবাব! নবাবী তোমায় নিতেই হবে। আমি সব ঠিক করেছি—সন্ধিপত্র প্রস্তুত। আমার পক্ষে সবাই আছেন ; রাজা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি আর কোম্পানীর কাউন্সিলের কর্ত্তারা। সন্ধিপত্র নিয়ে তাঁরা এখনই আস্‌বেন।

মীরজাফর। এই রাত্রে—হীরাঝিলে নবাবের শয়নকক্ষে! মণি-বেগম, তুমি কি উন্মাদিনী হয়েছ ?

মণি। আমি তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ; আর সে প্রতিশ্রুতি পালন কর্‌তে তোমায় স্বাক্ষর কর্‌তে হবে সেই সন্ধিপত্রে।

মীরজাফর। নাচওয়ালীর স্পর্দ্ধা বটে !

মণি। রসনা সংযত ক'রে কথা কও জাফর আলি খাঁ! নাচ-ওয়ালী যতদিন ছিল, ততদিন তাকে তার বেশী মর্য্যাদা দাও নি ; সে তার প্রত্যাশাও করে নি। কিন্তু যে দিন—যে মুহূর্ত্ত থেকে এই নাচওয়ালী পেয়েছে গৌরবান্বিতা বেগমের মর্য্যাদা, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত থেকে সে মহিমময়ী বেগম, আর তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ কর্‌বার অধিকার তোমারও নেই ; তার স্থান মুরশিদাবাদের তক্তায় তোমারই পার্শ্বে।

মীরজাফর। রাগ কর্‌লে মণি ?

মণি। ফণিনীকে পায়ে দলিয়ে গেলেই সে ফণা তুলে দাঁড়ায়,—দংশন কর্‌তেও ভোলে না।

মীরজাফর। তা জানি ; কিন্তু কি জান মণি, নবাবীর অভিনয়ে গোলামী কর্‌বার প্রবৃত্তি আর আমার নেই ; আমার মীরণের মৃত্যুতে আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।

মণি। মীরণই ছিল তোমার পুত্র আর নর্ত্তকীর গর্ভজাত ব'লে বুঝি নাজামউদ্দৌলা তোমার কেউ নয় ?

মীরজাফর। আমি তো সেকথা বলি নি মণি, মীরণও যেমন আমার পুত্র, নাজামও তাই।

মণি। যদি তাই মনে কর, তাহ'লে তোমায় নবাবী নিতেই হবে, যাতে হতভাগ্য নর্ত্তকী-পুত্র নাজাম তার ঘৃণ্য পরিচয়কলঙ্ক ঘোচাতে পারে তোমার ঐ নবাবী তক্তের ওয়ারিশান হ'য়ে। তুমি প্রস্তুত হও নবাব, তাঁদের আস্‌বার সময় হ'লো।

মীরজাফর। বুঝ্‌তে পার্‌ছি না আমার ব্যথা কোথায়! ফতেমা কন্যা, আর নাজামউদ্দৌলা পুত্র,—আঘাতটা কোন্‌দিকে বেশী লাগ্‌বে ? স্নেহের আকর্ষণ কোন্ দিকে ? আমি যে ভাব্‌তে পাচ্ছি নে—ভাব্‌তে পাচ্ছি নে—ভাব্‌তে পাচ্ছি নে—

[প্রস্থান।

মণি। আমি জানি নবাব, কোথায় তোমার দুর্ব্বলতা,—তাই এতবড় একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছি—নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

রায়দুর্ল্লভ, জগৎশেঠ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রবেশ

হেষ্টিংস। বণ্ডেগী Your Excellency! (ইওর এক্সেলেন্সি!)

মণি। বন্দেগী সাহেব!

হেষ্টিংস। হামি লোক তো আস্‌লো, লেকিন Ex-Nawab (এক্স-নবাব) কোঠা গেলো ? সন্ডিপট্র ready (রেডি) হইয়াছে, সাক্ষী-সাবুদ সব্ ready (রেডি), এখোন নবাব sign (সাইন) কর্‌লেই সব্ কাম finish (ফিনিস্) হ'য়ে যাবে। জাফর আলি খাঁ নবাবী পাইবেন, হামাডের বণ্টু হইবেন। আপনি জানেন না,

মীরকাসিমের সাঠে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব যে সণ্ডি করিয়াছিল, হামিলোক সে সণ্ডিপট্র নাকচ্ করিয়া ডিয়াছে। In other sense, that has been thrown into the waste paper basket. (ইন্ আদার সেন্স, খ্যাট হ্যাজ বিন্ থোন ইন্টু দি ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট।)

মণি। আমি তা জানি সাহেব, শেঠজীর কাছেই শুনেছি। আপনিই তো ঐ কথা বলেছেন শেঠজি?

জগৎশেঠ। স্বাক্ষরের কথা শুনে আমিই সে কথা বলেছি বেগম সাহেবা!

মণি। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। যাক্, আর অযথা সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। আসুন আপনারা, নবাব আপনাদের জন্য তোষাখানায় অপেক্ষা করছেন।

রায়দুর্লভ। চলুন—চলুন, আমরা সেইখানেই যাই,—আমাদের প্রয়োজন তো নবাবের সঙ্গে—

হেষ্টিংস। Certainly (সারটেনলি) সণ্ডিপট্র sign (সাইন) করিটে হইবে।

মণি। আসুন—

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বক্রেশ্বরের গৃহ

দ্রুতপদে বক্রেশ্বরের প্রবেশ

বক্রেশ্বর। নেই—নেই—কোথাও এর প্রমাণ নেই। কে বল্‌তে পারে ভ্রমর আর ফুল এ দুয়ের মধ্যে কে সুখী। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি, কাব্য, উপন্যাস, ছড়া, গল্প, নাটক—কোথাও কেউ এর মীমাংসা ক'রে দেয় নি। তুমি বল্‌বে ফুল সুখী, কারণ অভাগা ভোম্‌রা দিনরাত তার কানের কাছে গুন্‌গুনিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার একটুখানি করুণা পাবার জন্য। ফুল তাই দেখে আর হাসে। কিন্তু আমি তা বল্‌বো না। আমি বল্‌বো ভোমরাই সুখী, কারণ সে আজ এ-ফুল, কাল ও-ফুল, এমনি পাঁচ ফুলের মধু খেয়ে বেড়ায়, ফুলেরা তার আচরণে বুকে দারুণ ব্যথা নিয়ে ঈর্ষায় জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে শুকিয়ে ঝ'রে গিয়ে ফুলজন্ম থেকে চিরদিনের মত অবসর নেয়। এই তো ফুলের জীবন। তবে কেমন ক'রে সে সুখী হ'তে পারে ভ্রমরের চেয়ে? এরূপ ক্ষেত্রে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না—কর্‌বো না।

জোনাকীর প্রবেশ

জোনাকী। কি বল্‌লে, আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর না—করবে না? তুমি কি বল্‌তে চাও, আমি যা বলি সব মিথ্যে?

বক্রেশ্বর। [জোনাকীর দিকে না চাহিয়া] যা মিথ্যা, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

জোনাকী। ওরে হতচ্ছাড়া, ওরে হাড়হাবাতে, আমি মিথ্যেবাদী ?

বক্রেশ্বর। জোনাকি ! তোমার নয়ন-ধাঁধানো ক্ষীণ আলোক অকস্মাৎ দাবানলে পরিণত হ'লো কেমন ক'রে ? কার উপর রুষ্টা হ'য়ে এমন উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করলে তুমি ?

জোনাকী। কি বল্লি মুখপোড়া, আমি ভ্রষ্টা—আমি উগ্রচণ্ডা ? শুধু মিথ্যেবাদী নই, তার উপর এই সব ? আন্‌বো নাকি খ্যাংরা-গাছটা ? যত বড় মুখ তত বড় কথা !

বক্রেশ্বর। অয়ি খদ্যোতিকা, স্থিরোভব !

জোনাকী। কি, আমি ক্ষুদি পোকা ? মনে করেছিস্ সাধুভাষায় গালাগাল দিলে আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি নে ? আজ যদি না তোর মুণ্ডুপাত করি, তবে আমার নাম জোনাকী নয় —

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

বক্রেশ্বর। মূর্খিণী নারী শব্দার্থ বোঝে না—শুধু জানে রোষপরবশ হ'য়ে অনর্থ সৃজন করতে ! এর চেয়ে দেশের দুর্দিন আর কিসে হ'তে পারে ? মা দুর্গতিহারিণী দুর্গে, দেশের দুর্গতি হরণ কর মা !

দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। পেরণাম বক্রেশ্বর ঠাকুর—

বক্রেশ্বর। কে, দয়ালচন্দ্র ? আগচ্ছ—আগচ্ছ—

দয়াল। আমরা মুরুক্ষু সুরুক্ষু নোক, তোমার ঐ সংসৃকেত্তন বুঝি না ঠাকুর। এখন বল আপনি কেমন আছ ?

বক্রেশ্বর। 'কেমন আছ' কথাটা ব্যাকরণশুদ্ধ নয় দয়াল ! অশুদ্ধ ভাষা উচ্চারণ ক'রে ভাষা-জননীকে কশাঘাত ক'রো না।

দয়াল। তোমার জননীর আবার কশা নেঙড়ালুম কখন ঠাকুর ?

মা-ঠাকরুণদের পায়ে গড় করি, এই ছকুড়ি দশ বার। ওসব কথা ব'লে খাম্‌কা খাম্‌কা পাপের বোঝা চাপাও কেন বলতো? যাক্, তোমার সঙ্গে আর প্যাচাল পাড়্‌তে চাই নে, যে কাজের লেগে এলুম, তাই বলি। হুজুর বলেছে, এক্ষুনি তোমাকে একবার তেনার কাছে যেতে হবেক—ভারি দরকার।

বক্রেশ্বর। ভাষাপীড়ক নিষ্ঠুর, তোমায় শত সহস্র ধিক!

দয়াল। ও আবার কি বল্‌ছো ঠাকুর? তোমায় যে যেতে হবেক।

বক্রেশ্বর। বল্‌ছি, শিক্ষা কর—শিক্ষায় সংস্কারের পরিবর্ত্তন কর—মনুষ্যপদবাচ্য হবে—সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ কর্‌বে।

দয়াল। সেটা মিথ্যে বল নি কিন্তু—আমাদের ন'গিন্নি পিতিষ্ঠে করেছিল এই এতটুকু একটা অশথ গাছ, এখন তার ইয়া মোটা গুঁড়ি। আমার আওহাল তো তেমন নয় ঠাকুর মশায়, যে, গাছ-পিতিষ্ঠে কর্‌বো!

বক্রেশ্বর। ওঃ! কর্ণ, তুমি বধির হও—ভাষাজননীর আর্ত্তনাদ আর যে শ্রবণ কর্‌তে পারি না!

দয়াল। কানে আঙ্গুল দিচ্ছো কেন গো? লড়াইয়ের খবর-টবর আছে নাকি? আবার কি পলাশীর মাঠ রাঙ্গা হবার জোগাড় হ'চ্ছে ঠাকুর?

ঝাড়ু হস্তে ক্ষিপ্রপদে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা
জোনাকীর প্রবেশ

জোনাকী। মাঠ রাঙ্গা কর্‌বি কি রে মুখপোড়া? আমি তোর পিঠ রাঙ্গা ক'রে ছাড়্‌বো—[বক্রেশ্বর-ভ্রমে দয়ালকে ঝাড়ু প্রহার]. বল, আর বল্‌বি আমায় মিথ্যেবাদী, ভ্রষ্টা, উগ্রচণ্ডা? দিবি আর

সাধুভাষায় গালাগাল ? আজ তোর একদিন কি আমার একদিন ! [পুনঃ পুনঃ প্রহার]

দয়াল। ওরে—বাবা রে, এ আবার কি ফ্যাসাদ রে !

বক্রেশ্বর। স্থিরোভব—স্থিরোভব। অয়ি মূঞ্চময়ী মানময়ী কবি-প্রিয়া খদ্যোতিকা ! ক্ষান্ত হও ; অতিথিনির্য্যাতন যে ধর্ম্ম-বিগর্হিত কর্ম্ম !

জোনাকী। ওমা, কাকে মারস্থ গো ! আমাদের মুখপোড়া নয়তো, এ আবার কোন্ মুখপোড়া ! ছিঃ—ছিঃ ! কি ঘেন্না ! কি লজ্জা !

[মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিতে টানিতে প্রস্থান।

বক্রেশ্বর। আমি অতীব অনুতপ্ত দয়াল ! তুমি দয়াল, যেন নির্দ্দয় হ'য়ে প্রতিশোধের চেষ্টা ক'রো না।

দয়াল। আরে থাম ঠাকুর, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই ! একেবারে গরু-ঠ্যাঙ্গানো ক'রে ছেড়েছে গা ! হুজুর ডেকেছে—তাই বল্‌তে এসেছিলুম ; যেতে ইচ্ছে হয়—যেও, আমি এখন চল্‌লুম। [প্রস্থানোদ্যত]

বক্রেশ্বর। অপেক্ষা কর দয়াল, আমি তোমার পৃষ্ঠদেশে স্বহস্তে তৈলমর্দ্দন ক'রে দিচ্ছি, অচিরেই জ্বালার অবসান হবে।

দয়াল। আর অবসানে কাজ নেই ঠাকুর, কি বল্‌বো—মেয়েলোক, নইলে আমিও বসান দিতুম এই বিরাশী সিক্কের ওজনের একটা চড়। তোমার বাবার ভাগ্যি যে, দয়াল মোড়ল আজ মার খেয়ে মার হজম কর্‌লো—হুঁ !

[দ্রুত প্রস্থান।

বক্রেশ্বর। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ !

জোনাকীর পুনঃ প্রবেশ

জোনাকী। লোকটা চ'লে গেছে? ছিঃ-ছিঃ! কি লজ্জা— কি ঘেন্না! তোর জন্যেই তো এতদূর গড়ালো রে মুখপোড়া। তুই যদি না আমায় অমন অকথা কুকথা বলতিস্, তাহ'লে কি আমার রাগ হ'তো, না সে মুখপোড়া ঝাড়ু খেয়ে মরতো!

বক্রেশ্বর। অয়ি প্রচণ্ডে, ক্রোধ সম্বরণ কর! ক্রোধরিপুকে দমন করতে না পারলে এইরূপ অনর্থই ঘটে। আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, আমাকে কিছু আহার্য্য দেবে চল, এখনই আমায় দরবারে গমন করতে হবে।

জোনাকী। ঘরে একটা দানাও নেই—মা-লক্ষ্মী বাড়ন্ত। সেই কথাই তো বলতে এসেছিলাম,—মাঝে থেকে এই বিপত্তি!

বক্রেশ্বর। বাড়ন্ত গ্রাম্যভাষা, অর্থ—বর্দ্ধিত। তবে আর চিন্তা কি প্রেয়সী, তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যখন বর্দ্ধিত, তখন আর চিন্তা কেন? আমি দরবারে আমন্ত্রিত, অবিলম্বে আমার ক্ষুন্নিবারণের ব্যবস্থা ক'রে দাও।

জোনাকী। উনুনের ছাই দেবো?

বক্রেশ্বর। অখাদ্য—প্রিয়তমে, অখাদ্য—

জোনাকী। তবে ঝাড়ু?

বক্রেশ্বর। ততোধিক!

জোনাকী। মিন্সের জ্বালায় আমি যাবো কোথা গা! আমায় যে হাড়ে-নাড়ে জ্বালাচ্ছে!

বক্রেশ্বর। তোমায় কোথাও যেতে হবে না প্রিয়ে, আমিই যাচ্ছি— বিলম্বেন অলম!

[প্রস্থান।

জোনাকী। আ-মর্, চ'লে গেল দেখ! হতচ্ছাড়ার পাল্লায় প'ড়ে উপোস ক'রে মর্তে হবে গা! হাঁড়িতে দুটো পান্তা আছে, খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুইগে। থাকুন উনি দাঁত ছিরকুটে। পুরুষমানুষ সংসারের কিছু দেখ্‌বে না গা! জ্বালাতন!

[দ্রুত প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গ—মন্ত্রণাগার।

[উপর্য্যুপরি কয়েকটী গুলির শব্দ]

দ্রুতপদে মীরকাসিমের প্রবেশ

মীরকাসিম। কে গুলি কর্‌লে? কাকে গুলি কর্‌লে? নজাফ খাঁ—

নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ। জনাবালি—

মীরকাসিম। বল্‌তে পার নজাফ খাঁ, কে গুলি কর্‌লে? কাকে গুলি কর্‌লে?

নজাফ। শব্দ আমিও শুনেছি হজরৎ, কিন্তু—

মীরকাসিম। অর্থাৎ জান না? সেনানায়ক সমরু—

[নজাফ খাঁর প্রস্থান।

উদ্যত রিভলভারহস্তে গুরগীন খাঁর প্রবেশ। তাহার বামহস্তে ছিল একজোড়া হাতকড়া

গুরগীন। Hands up or you are a dead man. (হ্যাণ্ডস আপ্ অর্ ইউ আর এ ডেড্ ম্যান)

আমিয়ট। [হাত তুলিল।]

গুরগীন। Come hither please. (কাম হিদার প্লিজ)

[আমিয়ট অগ্রসর হইল, গুরগীন তাহার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া দিল।]

আমিয়ট। Oh my God. (ও মাই গড্) হ্যাণ্ডকাপ খোল ডেও, হামি কুর্ণিশ করিটেছে।

মীরকাসিম। খুলে দাও গুরগীন—

[গুরগীন হ্যাণ্ডকাপ খুলিয়া দিলে আমিয়ট কুর্ণিশ করিল।]

মীরকাসিম। নাও সাহেব, এইবার তোমার বক্তব্য কি তাই বল। তারপর আমি চাই তোমাদের কৈফিয়ৎ। তোমরা অর্থাৎ তুমি আর হে সাহেব কোম্পানীর প্রতিনিধি—কৈফিয়ৎ তোমাদের দিতেই হবে।

আমিয়ট। কৈফিয়ট্? Explanation—what for? (এক্স-প্ল্যানেসন—হোয়াট ফর্?)

মীরকাসিম। অন্যায় একটা নয়, বন্ধু। শোন, আমি তোমায় একটা একটা ক'রে বল্‌ছি। তোমাদের প্রথম অত্যাচার আমার নিরীহ প্রজাদের উপর; পরগণায় পরগণায়, গ্রামে গ্রামে, কুঠিতে কুঠিতে তোমাদের গোমস্তারা জোর-জবরদস্তির উপর নুন, চাল, চিনি, তামাক এইরকম কত জিনিষ কেনা-বেচা করছে, পাঁচ টাকার জিনিষটা এক টাকায়

মীরকাসিম। সব নৌকা বাজেয়াপ্ত কর্‌বো আমি। নজাফ খাঁ! তুমি অবিলম্বে ইংরেজ-দূত আমিয়ট আর হে সাহেবকে কয়েদ কর। না—না, দুজনকে নয়—একজনকে, আর একজনকে শৃঙ্খলিত ক'রে আমার কাছে নিয়ে এসো। [নজাফ খাঁর প্রস্থান] আর সমরু, ঐ ত্রিশখানা নৌকায় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, বারুদ যা কিছু আছে, সব উদয়নালার দুর্গে পাঠিয়ে দাও। বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের আমি উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

[সমরুর প্রস্থান।

আমিয়টের প্রবেশ

আমিয়ট। What's that Nawab ? (হোয়াট্‌স দ্যাট্ নবাব ?)

মীরকাসিম। বক্তব্য বল্‌বার আগে আভূমি নত হ'য়ে কুর্ণিশ কর সাহেব!

আমিয়ট। আংরেজ লোক কভি শির নোয়াতে জানে না।

মীরকাসিম। না জানো, জান্‌তে হবে।

আমিয়ট। জবরডস্তি ?

মীরকাসিম। জবরদস্তি কেন সাহেব, এটা নবাবী প্রথা। নবাবের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা কারও নেই—থাকৃতে পারে না, অন্যথায় সে পাবে কারাদণ্ড।

আমিয়ট। Is it ? (ইজ্ ইট্ ?)

মীরকাসিম। তোমার ঔদ্ধত্য ক্রমশঃ ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সাহেব!

আমিয়ট। Well, (ওয়েল) কি করিবে ?

মীরকাসিম। কোই হ্যায় ?

উদ্যত রিভলভারহস্তে গুরগীন খাঁর প্রবেশ। তাহার বামহস্তে ছিল একজোড়া হাতকড়া

গুরগীন। Hands up or you are a dead man. (হ্যাণ্ডস আপ্ অর্ ইউ আর এ ডেড্ ম্যান)

আমিয়ট। [হাত তুলিল।]

গুরগীন। Come hither please. (কাম হিদার প্লিজ)

[আমিয়ট অগ্রসর হইল, গুরগীন তাহার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া দিল।]

আমিয়ট। Oh my God. (ও মাই গড্) হ্যাণ্ডকাপ খোল ডেও, হামি কুর্ণিশ করিটেছে।

মীরকাসিম। খুলে দাও গুরগীন—

[গুরগীন হ্যাণ্ডকাপ খুলিয়া দিলে আমিয়ট কুর্ণিশ করিল।]

মীরকাসিম। নাও সাহেব, এইবার তোমার বক্তব্য কি তাই বল। তারপর আমি চাই তোমাদের কৈফিয়ৎ। তোমরা অর্থাৎ তুমি আর হে সাহেব কোম্পানীর প্রতিনিধি—কৈফিয়ৎ তোমাদের দিতেই হবে।

আমিয়ট। কৈফিয়ট্? Explanation—what for? (এক্স-প্ল্যানেসন—হোয়াট ফর্?)

মীরকাসিম। অন্যায় একটা নয়, বহু। শোন, আমি তোমায় একটা একটা ক'রে বল্‌ছি। তোমাদের প্রথম অত্যাচার আমার নিরীহ প্রজাদের উপর; পরগণায় পরগণায়, গ্রামে গ্রামে, কুঠিতে কুঠিতে তোমাদের গোমস্তারা জোর-জবরদস্তির উপর নুন, চাল, চিনি, তামাক এইরকম কত জিনিষ কেনা-বেচা করছে, পাঁচ টাকার জিনিষটা এক টাকায়

মীরকাসিম। সব নৌকা বাজেয়াপ্ত করবো আমি। নজাফ খাঁ! তুমি অবিলম্বে ইংরেজ-দূত আমিয়ট আর হে সাহেবকে কয়েদ কর। না—না, দুজনকে নয়—একজনকে, আর একজনকে শৃঙ্খলিত ক'রে আমার কাছে নিয়ে এসো [নজাফ খাঁর প্রস্থান] আর সমরু, ঐ ত্রিশখানা নৌকায় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, বারুদ যা কিছু আছে, সব উদয়নালার দুর্গে পাঠিয়ে দাও। বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের আমি উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

[সমরুর প্রস্থান।

আমিয়টের প্রবেশ

আমিয়ট। What's that Nawab ? (হোয়াট্‌স দ্যাট্ নবাব ?)

মীরকাসিম। বক্তব্য বলবার আগে আভূমি নত হ'য়ে কুর্ণিশ কর সাহেব!

আমিয়ট। আংরেজ লোক কভি শির নোয়াতে জানে না।

মীরকাসিম। না জানো, জানতে হবে।

আমিয়ট। জবরডস্তি ?

মীরকাসিম। জবরদস্তি কেন সাহেব, এটা নবাবী প্রথা। নবাবের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা কারও নেই—থাকতে পারে না, অন্যথায় সে পাবে কারাদণ্ড।

আমিয়ট। Is it ? (ইজ্ ইট্ ?)

মীরকাসিম। তোমার ঔদ্ধত্য ক্রমশঃ ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সাহেব!

আমিয়ট। Well, (ও'য়েল) কি করিবে ?

মীরকাসিম। কোই হ্যায় ?

চতুর্থ দৃশ্য

রায়দুর্লভের বাগানবাটীর হলঘর

ব্যস্তভাবে রায়দুর্লভের প্রবেশ

রায়দুর্লভ। আ-ম'লো, ব্যাটারা সব মরেছে নাকি! সবাই কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে? আজ হুজুর আস্‌ছেন নিমন্ত্রণে, সব ঠিক্-ঠাক্ ক'রে রাখ্‌বার কথা—হুজুরের আস্‌বার সময় হ'য়ে এলো, অথচ নচ্ছার ছুঁচো বেটারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছে? দয়াল! বলি, ও বাবা দয়াল চন্দর! একবার এদিকে এসো তো চাঁদ—

নেপথ্যে দয়াল। এজ্ঞে—

রায়দুর্লভ। এজ্ঞে ব'লে ঘুমিয়ে প'ড়ো না বাপধন! একবার এদিকে এসো।

দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। আমায় কি আপনি ডাক্‌চো এজ্ঞে?

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ বাপধন, তা এতক্ষণ কর্‌ছিলে কি?

দয়াল। এজ্ঞে, তেল মালিস কর্‌ছিলাম।

রায়দুর্লভ। কেন চাঁদ, তোমার কি বাত ধরেছে?

দয়াল। এজ্ঞে ঝাড়ু—

রায়দুর্লভ। ঝাড়ু?

দয়াল। এজ্ঞে হ্যাঁ, উগ্রচণ্ডার ঝাড়ু খেয়ে গা-গতরে দরদ হয়েছে, তাই তেল মালিস কর্‌ছিলাম।

রায়দুর্লভ। উগ্রচণ্ডা আবার কোত্থেকে এলো বাপধন?

গুরগীন। There is no why Mr Amiot, it is order. (দেয়ার ইজ নো হোয়াই মিষ্টার অমিয়ট, ইট ইজ অর্ডার)

চরের প্রবেশ

মীরকাসিম। কি সংবাদ ?

চর। এলিস সাহেব পাটনার দুর্গ জয় করেছে—নির্ম্মম হত্যা-উৎসবে সহরের পথ নররক্তে কর্দ্দমাক্ত—ঘরে ঘরে আর্ত্তের আর্ত্তনাদ !

[প্রস্থান ।

মীরকাসিম। বেইমান বিশ্বাসঘাতকের দেশে এইটুকুই আশা করেছিলাম গুরগীন খাঁ ! আগে পাটনা আর মুঙ্গেরের সমস্ত ইংরাজকে কারারুদ্ধ কর, তারপর পলাশীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান কর ইংরাজ-অত্যাচার-অবসানের পুণ্য জেহাদে যোগ দিতে। আমি আজই মুরশিদাবাদ যাবো গুরগীন খাঁ ! আমার প্রথম কর্ত্তব্য বাংলার বেইমান বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীদের বন্দী করা। তারপর বোঝাপড়া করবো ঐ বেনিয়া কোম্পানীর সঙ্গে।

[বেগে প্রস্থান ।

গুরগীন। Come on my friend. (কাম অন মাই ফ্রেণ্ড)

আমিয়ট। Where to ? (হোয়্যার টু ?)

গুরগীন। To prison, where you will get home Comforts. (টু প্রিজন্, হোয়্যার ইউ উইল গেট হোম কম্ফর্টস।)

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

রায়দুর্লভের বাগানবাটীর হলঘর

ব্যস্তভাবে রায়দুর্লভের প্রবেশ

রায়দুর্লভ। আ-ম'লো, ব্যাটারা সব মরেছে নাকি! সবাই কি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে? আজ হুজুর আস্ছেন নিমন্ত্রণে, সব ঠিক্-ঠাক্ ক'রে রাখ্বার কথা—হুজুরের আস্বার সময় হ'য়ে এলো, অথচ নচ্ছার ছুঁচো বেটারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছে? দয়াল! বলি, ও বাবা দয়াল চন্দর! একবার এদিকে এসো তো চাঁদ—

নেপথ্যে দয়াল। এজ্ঞে—

রায়দুর্লভ। এজ্ঞে ব'লে ঘুমিয়ে প'ড়ো না বাপধন! একবার এদিকে এসো।

দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। আমায় কি আপনি ডাক্‌চো এজ্ঞে?

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ বাপধন, তা এতক্ষণ কর্‌ছিলে কি?

দয়াল। এজ্ঞে, তেল মালিস কর্‌ছিলাম।

রায়দুর্লভ। কেন চাঁদ, তোমার কি বাত ধরেছে?

দয়াল। এজ্ঞে ঝাড়ু—

রায়দুর্লভ। ঝাড়ু?

দয়াল। এজ্ঞে হ্যাঁ, উগ্রচণ্ডার ঝাড়ু খেয়ে গা-গতরে দরদ হয়েছে, তাই তেল মালিস কর্‌ছিলাম।

রায়দুর্লভ। উগ্রচণ্ডা আবার কোত্থেকে এলো বাপধন?

গুরগীন। There is no why Mr Amiot, it is order.
(দেয়ার ইজ নো হোয়াই মিষ্টার অমিয়ট, ইট ইজ অর্ডার)

চরের প্রবেশ

মীরকাসিম। কি সংবাদ?

চর। এলিস সাহেব পাটনার দুর্গ জয় করেছে—নির্ম্মম হত্যা-উৎসবে সহরের পথ নররক্তে কর্দ্দমাক্ত—ঘরে ঘরে আর্ত্তের আর্ত্তনাদ!

[প্রস্থান।

মীরকাসিম। বেইমান বিশ্বাসঘাতকের দেশে এইটুকুই আশা করেছিলাম গুরগীন খাঁ! আগে পাটনা আর মুঙ্গেরের সমস্ত ইংরাজকে কারারুদ্ধ কর, তারপর পলাশীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান কর ইংরাজ-অত্যাচার-অবসানের পুণ্য জেহাদে যোগ দিতে। আমি আজই মুরশিদাবাদ যাবো গুরগীন খাঁ! আমার প্রথম কর্ত্তব্য বাংলার বেইমান বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীদের বন্দী করা। তারপর বোঝাপড়া করবো ঐ বেনিয়া কোম্পানীর সঙ্গে।

[বেগে প্রস্থান।

গুরগীন। Come on my friend. (কাম অন মাই ফ্রেণ্ড)

আমিয়ট। Where to? (হোয়্যার টু?)

গুরগীন। To prison, where you will get home Comforts. (টু প্রিজন্, হোয়্যার ইউ উইল গেট হোম কম্ফর্টস।)

[উভয়ের প্রস্থান]

—•—

হেষ্টিংস। নেই—নেই, কুছ নেই। হামার ডিনার টাইম হইয়াছে, I will be going now. (আই উইল বি গোইং নাউ।)

মীরকাসিম। সেকি সাহেব, রায় রায়ান রায়দুর্লভের নিমন্ত্রিত অতিথি তুমি—এখানে খানাপিনা করবে না ?

হেষ্টিংস। Oh no! I have been invited only for innocent amusement. (ও—নো ! আই হ্যাভ বিন্ ইনভাইটেড্ ওন্‌লি ফর ইন্‌নোসেণ্ট্ এ্যামিউজমেণ্ট্)

মীরকাসিম। তা জানি, স্বভাবের মতই নির্জলা আমোদ-প্রমোদ ! তা যদি একান্তই যেতে চাও, যেও এখন। যখন দেখাটা হ'লো দু'টো কথা বল্‌বার আছে, শুনেই যাও।

হেষ্টিংস। What! anything political ? (হোয়াট্ ! এনিথিং পলিটিক্যাল্ ?)

মীরকাসিম। হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে।

হেষ্টিংস। I have no time. (আই হ্যাভ নো টাইম)

মীরকাসিম। তা জানি। নাচ-গান হ'লে হয়তো সময় হ'তো। তবুও আমি তোমার একটু সময় নষ্ট করবো। আমি জান্‌তে চাই, তুমি আর তোমাদের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব আমার সঙ্গে যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে, আজ তোমরা সে চুক্তি ভঙ্গ করেছ কেন ?

হেষ্টিংস। সণ্ডিভঙ্গ কে করিয়াছে ?

মীরকাসিম। তোমরা।

হেষ্টিংস। হামি কুছু জানে না। গভর্ণর জানে—কাউন্সিল জানে।

মীরকাসিম। তুমি কিছুই জান না, অথচ এর মূলে তুমি। নজাফ খাঁ !

নজাফ। জনাবালি—

চোখে চোখে হবে মধু আলাপন,
অধরে অধরে হবে প্রেম নিবেদন,
কুসুম-মালিকা হবে বাহুলতা,
সোহাগে জড়ায়ে রবে তোমারি গলায়॥

হেষ্টিংস। Splendid! (স্পেল্‌ন্‌ডিড্) হামি দেখিটেছে আপনি বণ্টুর খাটির করিটে জানে!

[নর্ত্তকীগণের কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

রায়দুর্লভ। একটু বুট-ডাষ্ট্ দিন সাহেব, একটু বুট-ডাষ্ট্ দিন—

মীরকাসিম ও নজাফ খাঁর প্রবেশ

মীরকাসিম। তোমার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাক্— কেমন, এই না মহামান্য রায় রায়ান রায়দুর্লভ? এই যে শেঠজী, এই যে রাজা রাজবল্লভ, আপনারা বাদ পড়্‌ছেন কেন? পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের এমন শুভযোগ হেলায় হারাবেন না—আপনারা হেষ্টিংস সাহেবের পায়ের তলায় একটু গড়াগড়ি দিন।

হেষ্টিংস। নবাব!

রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ। জনাবালি—[কুর্ণিশ করিতে লাগিল।]

মীরকাসিম। থাক্—থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। নবাব মীরকাসিম তোমাদের এতগুলো কুর্ণিশের যোগ্য ইনাম দিতে পারবে না, কাজেই কুর্ণিশের অপচয় ক'রে কোন লাভ নেই। ওকি সাহেব, উঠে দাঁড়ালে যে? ধূমকেতুর মত সহসা আবির্ভূত হ'য়ে তোমাদের আনন্দের মজলিস্ ভেঙ্গে দিয়েছি, তার জন্য আমি দুঃখিত।

হেষ্টিংস। নেই—নেই, কুছ নেই। হামার ডিনার টাইম হইয়াছে, I will be going now. (আই উইল বি গোইং নাউ।)

মীরকাসিম। সেকি সাহেব, রায় রায়ান রায়দুর্লভের নিমন্ত্রিত অতিথি তুমি—এখানে খানাপিনা করবে না ?

হেষ্টিংস। Oh no! I have been invited only for innocent amusement. (ও—নো ! আই হ্যাভ বিন্ ইনভাইটেড্ ওন্‌লি ফর ইন্‌নোসেন্ট্ এ্যামিউজমেন্ট্)

মীরকাসিম। তা জানি, স্বভাবের মতই নির্জলা আমোদ-প্রমোদ ! তা যদি একান্তই যেতে চাও, যেও এখন। যখন দেখাটা হ'লো দু'টো কথা বল্‌বার আছে, শুনেই যাও।

হেষ্টিংস। What! anything political ? (হোয়াট্ ! এনিথিং পলিটিক্যাল্ ?)

মীরকাসিম। হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে।

হেষ্টিংস। I have no time. (আই হ্যাভ নো টাইম)

মীরকাসিম। তা জানি। নাচ-গান হ'লে হয়তো সময় হ'তো। তবুও আমি তোমার একটু সময় নষ্ট করবো। আমি জান্‌তে চাই, তুমি আর তোমাদের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব আমার সঙ্গে যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে, আজ তোমরা সে চুক্তি ভঙ্গ করেছ কেন ?

হেষ্টিংস। সণ্ডিভঙ্গ কে করিয়াছে ?

মীরকাসিম। তোমরা।

হেষ্টিংস। হামি কুছু জানে না। গভর্ণর জানে—কাউন্সিল জানে।

মীরকাসিম। তুমি কিছুই জান না, অথচ এর মূলে তুমি। নজাফ খাঁ !

নজাফ। জনাবালি—

চোখে চোখে হবে মধু আলাপন,
অধরে অধরে হবে প্রেম নিবেদন,
কুসুম-মালিকা হবে বাহুলতা,
সোহাগে জড়ায়ে রবে তোমারি গলায়॥

হেষ্টিংস। Splendid! (স্পেল্‌ন্‌ডিড্) হামি দেখিটেছে আপনি বণ্টুর খাটির করিটে জানে!

[নর্ত্তকীগণের কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

রায়দুর্লভ। একটু বুট-ডাষ্ট্ দিন সাহেব, একটু বুট-ডাষ্ট্ দিন—

মীরকাসিম ও নজাফ খাঁর প্রবেশ

মীরকাসিম। তোমার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাক্— কেমন, এই না মহামান্য রায় রায়ান রায়দুর্লভ? এই যে শেঠজী, এই যে রাজা রাজবল্লভ, আপনারা বাদ পড়্ছেন কেন? পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের এমন শুভযোগ হেলায় হারাবেন না—আপনারা হেষ্টিংস সাহেবের পায়ের তলায় একটু গড়াগড়ি দিন।

হেষ্টিংস। নবাব!

রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ। জনাবালি—[কুর্ণিশ করিতে লাগিল।]

মীরকাসিম। থাক্—থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। নবাব মীরকাসিম তোমাদের এতগুলো কুর্ণিশের যোগ্য ইনাম দিতে পারবে না, কাজেই কুর্ণিশের অপচয় ক'রে কোন লাভ নেই। ওকি সাহেব, উঠে দাঁড়ালে যে? ধূমকেতুর মত সহসা আবির্ভূত হ'য়ে তোমাদের আনন্দের মজলিস্ ভেঙ্গে দিয়েছি, তার জন্য আমি দুঃখিত।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

বক্রেশ্বরের প্রবেশ

বক্রেশ্বর। আমার আসল বিষয়টা প্রমাণিত হবার আগেই হ'লো একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম! বুঝ্‌তে পার্‌লাম না দয়ালচন্দ্রের উদ্দেশ্য! হয়তো রায় রায়ান আমায় আহ্বান করেছেন। সহসা আক্রান্ত দয়ালচন্দ্র সেটা প্রকাশ কর্‌বার অবকাশ পেলে না! তাইতো! আমি আনুমানিক আহ্বানের উত্তর দান কর্‌তে উন্মাদের মত রায় রায়ানের গৃহাভিমুখে চলেছি। অনুমানে যখন সত্যতা অনিশ্চিত, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, এ আমার উন্মত্ততা নয়, মূর্খতা! আমি যাবো না, যাবার পূর্ব্বে বিচার কর্‌তে হবে—মীমাংসা কর্‌তে হবে—যাওয়া সঙ্গত কি না!

দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। এ কি, বক্রেশ্বর ঠাকুর যে! এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌চো এজ্ঞে?

বক্রেশ্বর। এই যে দয়ালচন্দ্র, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, এখন চল দেখি আমার বাড়ী—

দয়াল। ওরে বাপ্‌রে! আমার পিঠতো আর গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরী নয় ঠাকুর, যে, আবার আমি তোমার বাড়ী যাবো!

বক্রেশ্বর। তোমাকে যেতেই হবে দয়ালচন্দ্র! দেশ-কাল-পাত্র যেমনটী ছিল, ঠিক তেমনটী না হ'লে যে কিছুই হবে না দয়ালচন্দ্র?

জানো যারে মিত্র ব'লে,
নিচ্ছো স্নেহে বুকে তুলে ,
তারা বর্ণচোরা ঘরের ঢেঁকি জাত সাপেরই তুল ॥

মীরকাসিম। কে তুমি ?

পূর্ব্ব গীতাংশ

বকাউল্লা—ছিলাম নেয়ে,
হ'লাম পাগল দাগা পেয়ে,
এ ছুনিয়ায় দেখি চেয়ে শুধু তুমিই সবার চক্ষুশূল ॥

[প্রস্থান।

মীরকাসিম। জানি—জানি বন্ধু, আমাব ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু। কিন্তু বুঝ্‌তে পারি না—কে শত্রু, কে মিত্র! তবু আমি সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌বো বন্ধু, ভুল সংশোধন কর্‌তে। যদি সক্ষম না হই, বুঝ্‌বো, বদনসীব শুধু আমার নয়—ছুখিনী বঙ্গজননীব আর বাংলাবাসী সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের। আর তার পরিণাম বেনিয়া কোম্পানীর দাসত্ব-শৃঙ্খল!

[প্রস্থান।

———

ক'রে তোমার মস্তকের অগ্নি নির্ব্বাপিত কর্‌বো। এসো দয়ালচন্দ্র, বিলম্বে বিপদ ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌বে। [দয়ালের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল]

দয়াল। ভাল আপদ! ছেড়ে দাও মশায়, আমার কাজ রয়েছে যে!

বক্রেশ্বর। জীবন রক্ষা হ'লে কার্য্যের স্থযোগ যথেষ্ট পাবে দয়াল চন্দ্র! এসো, ত্বরান্বিত হও—[পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ]

হেষ্টিংসের প্রবেশ

হেষ্টিংস। একি! টোমরা কি করিটেছ? টুমি ডয়াল—না?

দয়াল। এই যে হুজুর, আমায় রক্ষে কর হুজুর—

হেষ্টিংস। কেনো টোমাকে টানাটানি করিটেছে? পাওনাডার আছে বুঝি? [দয়ালকে মুক্ত করিল] কুছ পরোয়া নেই, হামি সব্ বণ্ডোবস্ট্ করিয়া ডিবে,—ডয়াল হামার বণ্টুকা নোকর আছে।

দয়াল। তোমার বন্ধু কি আছে হুজুর, তেনাদের তিনজনকে নবাব মুঙ্গের চালান ক'রে দিয়েছে।

হেষ্টিংস। What! (হোয়াট!) মুঙ্গেরে চালান করিয়েছে! হামি কাউন্সিলকে report (রিপোর্ট) করিবে, কাউন্সিল টাহাদের ফিরাইয়া আনিবে, but (বাট্) টাহার আগে টোমায় একটো কাম করিটে হোবে, টোমাকে এক ডফে মুঙ্গের যাইটে হইবে—বণ্টুকে একটো জরুরী চিট্টি ডিটে হইবে।

দয়াল। ওরে বাপ্‌রে, বাঘের খোপরে আমি যেতে পার্‌বো হুজুর! এই সব্‌চিন্ দয়ালকে দেখ্‌লেই তোমাদের চর মনে ক'রে কোতল কর্‌বে।

হেষ্টিংস। লেকিন কাম বহুট্ জরুরী!

দয়াল। দাঁড়াও সাহেব, একটা মতলব মাথায় এসেছে। আমাদের কবি ঠাকুরকে কেউ চেনে না, চেনেন শুধু আমাদের হুজুর আর শেঠজী, ওকে পাঠালে হয় না সাহেব?

হেষ্টিংস। কবি ঠাকুর কোন্ আছে? Is he a clever? (ইজ হি এ ক্লেভার?) উও চালাক আড্মী আছে?

দয়াল। বোকার মত থাকে, কিন্তু বেজায় চালাক।

হেষ্টিংস। বহুট্ আচ্ছা! উসিকো ভেজ ডেও হামারা আপিসমে।

দয়াল। ভেজ্‌তে হবে কেন সাহেব, এই সেই কবি ঠাকুর! ঠাকুর! সাহেবের কাছে রায় রায়ান খবর পাঠিয়েছে, তোমায় আজই মুঙ্গের যেতে হবেক। সাহেব তোমার যাবার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে, আর একখানা চিঠি দেবে।

হেষ্টিংস। হাঁ—হাঁ, হামি সব্ বণ্ডোবস্ট করিয়া ডিবে। চিট্টি ভি ডিবে, আউর লাল পাঞ্জা ডিবে—

বক্রেশ্বর। সমস্যার তো সমাধান হ'য়ে গেল দয়ালচন্দ্র, আমার অনুমানও সত্যে পরিণত হ'লো—

দয়াল। তাহ'লে যাও এজ্ঞে সাহেবের সঙ্গে। এখন আমিও নিশ্চিন্দি হ'লাম, তোমারও এজ্ঞে দুর্ভাবনা গেল!

বক্রেশ্বর। বিষয়টার মীমাংসা হ'য়ে গেল এইটাই আমার আনন্দ, এইটাই আমার তৃপ্তি!

হেষ্টিংস। Come on then. (কাম অন্ দেন) মেরে সাঠ্ আও—

[বক্রেশ্বর সহ প্রস্থান।

দয়াল। আঃ, বাঁচা গেল! যায় শত্রু পরে পরে!

গাহিতে গাহিতে বকাউল্লার প্রবেশ

বকাউল্লা।　　　　গীত

তোমাদের কবে খুল্‌বে আঁখি।
মাকাল ফলের লোভে প'ড়ে
আপনারে দাও ফাঁকি॥
বাংলাদেশের কাঙ্গলা ছেলে,
লোভে প'ড়ে সব খোয়ালে,
খাল কেটে যে আন্‌লে কুমীর
ডোবালে স্বাধীনতার সোনার চাকি॥

[প্রস্থান।

দয়াল। কি বল্‌লে? কথাগুলো মগজে যেন ঘা দিয়ে গেল, অথচ কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না! বক্রেশ্বর ঠাকুরকে ফিরিয়ে আন্‌বো? বক্রেশ্বর ঠাকুর! বক্রেশ্বর ঠাকুর! দূর্, সে তো অনেকক্ষণ চ'লে গেছে। তবে কি কর্‌বো? পাগলা বকাউল্লার কাছে ব্যাপারটা বুঝে নেবো? সেই ভাল—আগে বুঝে নি, তারপর যা হয় করা যাবে। বলি ও বকাউল্লা মিঞা, শোন—শোন—

[বেগে প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ দৃশ্য

কলিকাতা—মীরজাফরের প্রাসাদ

মীরজাফর ও মণিবেগম কথোপকথন করিতেছিলেন

মণি। এইবার সব ঠিক হ'য়ে গেল, তোমার গদি পেতে আর বিলম্ব নেই; আজই কাউন্সিলে পাশ হ'য়ে হুকুমনামা বেরুবে।

মীরজাফর। তুমি বারবার বল্‌ছো বটে, মন এক একবার সায় দিচ্ছে, এক একবার বেঁকে দাঁড়াচ্ছে। বেইমানদের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে বাঙ্গলার নবাবী করা আমার সইবে না মণি! মসনদের চারিপার্শ্বের ক্ষুদ্র মক্ষিকাটী পর্য্যন্ত বেইমান। তুমি বল্‌ছো রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, সবাই চায় আবার আমি নবাব হই, কিন্তু তুমি আজও তাদের চিন্‌তে পারনি তাই একথা বল্‌ছো। সিরাজকে মসনদ থেকে নামিয়ে আমাকে মসনদে বসাতে তারা যতখানি চেষ্টা করেছিল কথায় ও কার্য্যে—মীরকাসিমকে নবাবী দিতে তার এতটুকু কম করেনি। এখন মীরকাসিম তাদের স্বরূপ বুঝ্‌তে পেরেছে, তাই তারা হয়েছে মীরকাশিমের শত্রু। আমায় ভোলাতে চাচ্ছে মিত্রতার ভানে, দুদিন পরে তারাই আবার তৃতীয় ব্যক্তিকে জুটিয়ে দেবে কোম্পানীর সঙ্গে; আর কোম্পানী আমার হাত ধ'রে টেনে নামিয়ে দেবে মসনদ থেকে। এ তো নবাবী নয় মণিবেগম, ইংরেজের গোলামী।

মণি। গোলামী হ'লেও তোমায় এ গোলামী করতে হবে নবাব! যে মীরকাসিম তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমি চাই সেই

বিশ্বাসঘাতককে উপযুক্ত শাস্তি দিতে। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভের কথা ধ'রো না। তারা যদি আবার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, আমি জানি কেমন ক'রে তাদের সায়েস্তা করতে হয়।

মীরজাফর। কিন্তু বেইমানের দল যে চারিদিকে মণিবেগম! ক'জনকে সায়েস্তা করবে তুমি? তা ছাড়া কোম্পানীর সনন্দ পেলেই তো আর নবাব হ'তে পারবো না? আরও মীরকাসিমের সৈন্যবলের কাছে নগণ্য ক'টা ইংরাজসৈন্য কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে?

মণি। সিরাজের সৈন্যবল তো কম ছিল না নবাব! তবে কেন পলাশীপ্রাঙ্গনে সিরাজের পরাজয়? এই অভাবনীয় পরাজয়ের মূলে যে কারণ ছিল, আজও সেই কারণ বিদ্যমান। বেইমানের দেশে বেইমানের অভাব নেই। এক গুরগীন খাঁকে হাত করলে মীরকাসিমের অর্দ্ধেক শক্তি ক'মে যাবে; আমি সে বন্দোবস্ত করছি। তারপর বাকী সেনানায়কদের মধ্যে সকলেই যে মীরকাসিমের পক্ষে যুদ্ধ করবে, এমনটা মনে হয় না। রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠকে মুঙ্গেরের দুর্গে আটক ক'রে রেখেছে, তারাই হবে একাজে আমার প্রধান অস্ত্র।

মীরজাফর। তুমি গুরগীন খাঁকে হাত করবে? কেমন ক'রে?

মণি। গুরগীন খাঁ বিদেশী সেনানায়ক, কাজেই এদেশের উপর তার দরদ নেই। সে লড়াই করবে তঙ্কার ওজনে। আমি যদি তাকে তার মাসিক তঙ্কার চতুর্গুণ তঙ্কা দিই, তাহ'লে সে দাঁড়াবে আমার দিকে—মীরকাসিমের পক্ষে নয়।

মীরজাফর। কে তাকে এ প্রস্তাব করবে?

মণি। তার ভাই পিদ্রুস্।

মীরজাফর। পিদ্রুস্? সে যে ইংরেজের কারাগারে বন্দী?

মণি। আমার অনুরোধে গভর্ণর তাকে মুক্তি দিয়েছেন।

মীরজাফর। তুমি এতদূর এগিয়েছ মণি? কিন্তু গুরগীন খাঁ বিশ্বাসী—প্রভুভক্ত, সে পিদ্রুসের কথায় বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

মণি। এ প্রশ্নের উত্তর পিদ্রুসের মুখেই শোন। কে আছিস্, খোজা পিদ্রুস্—

মীরজাফর। পিদ্রুস্ কি এখানে আছে নাকি?

মণি। মুঙ্গেরে পাঠাবো ব'লে আমিই তাকে আনিয়েছি।

পিদ্রুসের প্রবেশ

পিদ্রুস্। বণ্ডেগী মণিবেগম—জিন্দাবাদ!

মণি। কোম্পানী তোমায় জেলে রেখেছিল, হুকুম হয়েছিল ফাঁসি দেবার; আমি তোমায় মুক্ত করেছি—

পিদ্রুস্। Many thanks for your kindness. (মেনি থ্যাঙ্কস্ ফর ইওর কাইণ্ডনেস্) লেকিন হামি বুঝ্‌লো না হামার ডোষ কি আছে।

মণি। তোমার অপরাধের কথা আমি কেমন ক'রে জান্‌বো বল— কোম্পানীর ইচ্ছে।

পিদ্রুস্। সাট সমুড্ডুর টেরো নডী পার হ'য়ে কোম্পানী আসিল বাংলা মুলুকে—শুটু নাচাইটে। টোমাডের নাচাইল, নবাব মীর-কাসিমকে নাচাইটেছে, এখন আবার টোমাডেরও পা সুড়্ সুড়্ করিটেছে নাচিবার জন্তে। হামি টো সুরুসে নাচিয়া মরিটেছে, পিছে সারা বাংলা মুলুক নাচিবে।

মীরজাফর। ঠিক বলেছ পিদ্রুস্, ইংরেজ-কোম্পানী আমাদের পোষা বাঁদরের মতই নাচাচ্ছে।

মণি। তুমি থামো। পিদ্রুস্, তুমি আমার একটা কাজ করবে?

পিক্রুস্। আল্‌বট্‌ করিবে—ইনাম পাইলে কেনো করিবে না?

মণি। তুমি যা চাও আমি তাই দেবো পিক্রুস্, আমি তোমায় খুসী করবো।

পিক্রুস্। I am always at your service Begum. (আই এ্যাম অলওয়েজ এ্যাট ইয়োর সার্ভিস বেগম!) টাকা পাইলে হামি এক ডম্ গোলাম হইয়া যাইবে।

মণি। তোমার ভাই গুরগীন বড় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী—না পিক্রুস্?

পিক্রুস্। হামি কোন্ কম্‌টী আছে? মীরকাসিম টাকা ডিটেছে, টাই সে পরভুভক্‌ট্‌ আছে—বিশ্‌ওয়াসি আছে,—টঙ্কা না পাইলে he will be a traitor. (হি উইল বি এ ট্রেটর)

মণি। আমি যেমন তোমাকে খুসী করবো বলেছি, তোমার ভাইকেও তেমনি খুসী করবো—সে যদি মীরকাসিমের পক্ষে লড়াই না করে।

পিক্রুস্। টাকা পাইলে সব্ কুছ্ করিটে পারে—হামি ভি হামার ভাই ভি।

মীরজাফর। টাকা ঘুষ নিয়ে গুরগীন বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

পিক্রুস্। টাকা রোজগার করিটে বিডেশে আসিয়াছে—মোটা টাকা পাইলে জান ভি ডিটে পারে।

মণি। তাহ'লে তুমি আজই তোমার ভাইয়ের কাছে যাও—পিক্রুস্!

পিক্রুস্। লেকিন টাকা আগে ডিটে হোবে।

মণি। বেশ—তুমি তোষাখানায় গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি—

পিক্রস্। Reght O'. (রাইট ও)

[প্রস্থান।

মীরজাফর। দুনিয়ায় মানুষ চেনা ভার! এই পিক্রস্‌কে একদিন ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে দেখেছি, পথ থেকে কুড়িয়ে এনে একটা চাকরী দিয়েছিলাম। অবস্থাটা একটু ফির্‌তে না ফির্‌তে সে সুরু কর্‌লে বেইমানী—তারপর হঠাৎ হ'য়ে উঠ্‌লো মীরকাসিমের ডান হাত—ইংরেজ-কোম্পানী পেছনে লাগ্‌লো—কোম্পানী তাকে কয়েদ ক'রে রাখ্‌লে। সেই পিক্রস্ আজ আবার মীরকাসিমের সর্ব্বনাশ কর্‌তে চলেছে। চমৎকার!

হেষ্টিংসের প্রবেশ

হেষ্টিংস। বণ্ডেগী নবাব—বণ্ডেগী Your Excellency (ইওর একসলেন্সি) মণিবেগম!

মীরজাফর। আজ হঠাৎ নবাব-সম্ভাষণ কেন সাহেব? নবাবী তো অনেক দিন চুকে গেছে!

হেষ্টিংস। No—No, you are Nawab. (নো—নো, ইউ আর নবাব) কাউন্সিল ঠিক করিয়াছে টোমাকেই নবাবী সনণ্ড ডেওয়া হইবে। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব টোমাকে সনণ্ড ডিয়াছে। হামি আসিয়াছে উহা ডিটে।

মীরজাফর। কিন্তু এ নবাবী নিয়ে আমি কি কর্‌বো সাহেব? এ নবাবীর আবরণে গোলামী।

হেষ্টিংস। Don't say so. (ডোণ্ট সে সো) টুমি চুক্‌টি মাফিক করিলে না—কোম্পানী টোমার নবাবী কাড়িয়া লইল—চুক্‌টি মাফিক কাম করিলে জিন্দিগী ভর্ নবাবী করিটে পারিবে।

মীরজাফর। জিন্দিগী ভর্ নবাবী কর্‌বো! কি আনন্দ! কি আনন্দ! মণিবেগম, দেখ্‌ছো?

মণি। কি জাঁহাপনা?

মীরজাফর। আমার ফতেমার মুখখানা? এক চোখে আগুন, এক চোখে শ্রাবণের ধারা! বুঝ্‌তে পার্‌ছো এর অর্থ কি?

মণি। জনাব কি খোয়াব দেখ্‌ছেন?

মীরজাফর। না—না, আমি জন্মদাতা পিতা, পিতা হ'য়ে কন্যার চোখে জল আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। চাই না—চাই না আমি নবাবী। হেষ্টিংস সাহেব! তোমার গভর্ণরকে বলগে, চাই না আমি নবাবী সনন্দ, সন্তানতুল্য স্নেহাস্পদ জামাতার সর্ব্বনাশ কর্‌তে আমি পার্‌বো না—পার্‌বো না—পারবো না—[গমনোদ্যোগ, মণিবেগম তাহাকে বাধা দিল]

মণি। সনন্দ তোমায় নিতেই হবে। ভুলে যেও না নবাব, আজ যাকে তুমি পুত্রতুল্য স্নেহাস্পদ মনে ক'রে কোম্পানীর অনুগ্রহের দান নবাবী সনন্দ গ্রহণ কর্‌তে ইতস্ততঃ কর্‌ছো, সেই মীরকাসিম কোম্পানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আজ তোমার এই দুর্দ্দশা করেছে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাবের ভাতা ধার্য্য করেছে একটা সাধারণ কর্ম্মচারীর মত মাসিক দু'হাজার টাকা! এই অপমান, এই হীনতা, এই লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও তুমি কি তোমার ঐ স্নেহাস্পদের মুখ চেয়ে নবাবী সনন্দ গ্রহণ কর্‌বে না নবাব?

মীরজাফর। আমি নেবো—আমি নেবো নবাবী সনন্দ মণিবেগম! আমি মাঝে মাঝে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'য়ে যাই—আমি আমার মনের সে দুর্ব্বলতা ঝেরে ফেলে দেবো। অন্ধকার পথে তুমি আমার হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল মণিবেগম!

হেষ্টিংস। Now Your Excellency the Nawab

Bahadur of Bengal, Bihar and Orissa, (নাউ ইয়োর একসেলেন্সি দি নবাব বাহাদুর অফ্ বেঙ্গল, বেহার এ্যাণ্ড উড়িষ্যা) টোমাকে হামি নবাব বলিয়া কুর্ণিশ করিটেছে। [সনন্দ দান]

মীরজাফর। সনন্দ তো দিলে, আবার কবে কেড়ে নেবে সাহেব ?

হেষ্টিংস। Abide by the terms and enjoy life long. (এ্যাবাইড্ বাই দি টার্মস্ এ্যাণ্ড এন্‌জয় লাইফ লঙ্) মীরকাসিম হামার ডোস্ট ছিল, লেকিন সণ্ডি মানিল না—খুসীমত কাম করিটে লাগিল—আমিয়টকে হট্যা করিল—পাটনায় হামাডের কুঠী বরবাড্ করিল—আংরেজ লোককে Slaughter (স্লটার) করিল—জাতি ভাইয়ের রক্টো পাট করিল—আংরেজের ডুসমন হইল—হামার ডুসমন হইল। Now no mercy on Mircosim. (নাউ নো মার্সি অন মীরকাসিম) War—War revenge ! (ওয়ার—ওয়ার রিভেঞ্জ) লড়াই করিটে হইবে—হামি এ্যাডামস্‌কে হুকুম ডিয়াছে ফৌজ ready (রেডি) করিটে। আংরেজ রক্টো পাটের revenge (রিভেঞ্জ) চাই—সয়টান মীরকাসিমকে এমন সাজা ডিবে, যা ডেখিয়া সারা ডেশ কাঁপিটে ঠাকিবে। নবাব বাহাডুর, be ready for war. (বি রেডি ফর্ ওয়ার) come on my friend—not a minute to waste (কাম্ অন্ মাই ফ্রেণ্ড—নট্ এ মিনিট টু ওয়েষ্ট)।

[প্রস্থান।

মীরজাফর। চল মণিবেগম, আমাদেরও প্রস্তুত হতে হবে। যুদ্ধের খরচ দেবে তুমি, আর আমি সাহায্য করবো সৈন্যবল দিয়ে। নবাবীর আরম্ভেই জামাতার সঙ্গে যুদ্ধ—এর শেষ কোথায় তা ভাবতে পাচ্ছি না।

মণি। আমি চাই মীরকাসিমের শির—লক্ষ মুদ্রা ধার্য্য করেছি এর মূল্য ! [উভয়ের গমনোদ্যোগ]

গাহিতে গাহিতে বকাউল্লার প্রবেশ

বকাউল্লা। 　　　　　　　　　　গীত

থাক্‌তে বেলা বুঝে-সুঝে চল্।
আপন পায়ে কুড়ুল মেরে দেখিস্‌নিকো বাহুবল ॥
মাথার উপর উড়্‌ছে শকুন, বুদ্ধি দিচ্ছে হাড়গিলা,
শিয়াল মামা মার্‌ছে উঁকি ডোমচিল দেখে বাড়িয়ে গলা,
সিঙ্গি আছে ধিঙ্গি হ'য়ে নোলায় সরে জল ॥
জেগে জেগে দেখ্‌ছো স্বপন,
পাহাড়ের সাপ হবে আপন,
ঠাণ্ডা ব'লে জড়াও বুকে শেষে এক ছোবলে পাবে ফল ॥

[প্রস্থান।

মণি। বিদ্রোহী—বিদ্রোহী, কে আছিস্, উন্মাদটাকে ধর্—কোতল কর্—কোতল কর্—

[মীরজাফরের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুঙ্গের-দুর্গাভ্যন্তর

রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ কথোপকথন করিতেছিলেন

রায়দুর্লভ। নবাবের ভাবগতিক তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না শেঠজি! শেষটায় ঘর-সংসার ছেড়ে বিদেশ বিভুঁয়ে এসে প্রাণটা দিতে হবে নাকি?

জগৎশেঠ। আমিও তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না রায় রায়ান!

রাজবল্লভ। এ অত্যাচার কখনো ধর্ম্ম সইবে না—মাথার উপর একজন আছেন; তিনি সবই দেখ্‌ছেন, সবই শুন্‌ছেন।

রায়দুর্লভ। আমরা নির্ব্বিরোধী লোক, সাতেও নেই—পাঁচেও নেই, আমাদের উপর এ অন্যায় জুলুম! দেশের লোক যদি না চায়, তুমি নবাবী কর্‌বে কি ক'রে? ইংরেজ-কোম্পানীর কাছে চুল-চেরা বিচার! তাঁরা চান রাজ্যে শৃঙ্খলা—রাজ্যে শান্তি। তুমি যদি সে শৃঙ্খলা ভঙ্গ কর—শান্তি নষ্ট কর, তোমার নবাবী থাক্‌বে কেন? কোম্পানী নবাবী দিয়েছে, কোম্পানীই কেড়ে নেবে।

রাজবল্লভ। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়! শেষটায় দোষী হ'লুম আমরা।

জগৎশেঠ। এই আমার কথাই ধরুন না কেন, মাত্র লোটা আর কম্বল সার ক'রে আমার পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গলা দেশে এসেছিলেন। বুদ্ধি ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়ের জোরে যা কিছু উপার্জ্জন ক'রে গেছ্‌লেন,

আমার বাবা সেটা বাড়ালেন ; আমিও বেশ মাথা খেলিয়ে বাড়াতে বাড়াতে লাখ থেকে কোটী, কোটী থেকে অর্ব্বুদে দাঁড় করালুম। আমার এত কষ্টে উপার্জ্জিত সেই টাকা আমি তো আর খয়রাৎ করতে পারিনি দাদা ? মীরজাফরকে টাকা দিলুম কিছু মুনাফার সঙ্গে ফিরে পাবার আশাতেই ; সে দিতে পারলে না, আমিও হাত গুটালুম। সেও পারলে না কোম্পানীর পাওনা গণ্ডা মেটাতে, কোম্পানী কেড়ে নিলেন তার নবাবী,—মীরকাসিমকে বসালে গদীতে। মুনাফার আশায় তাঁকেও দিলুম টাকা, মুনাফা তো দূরের কথা—আসলটাই ফেরৎ পেলুম না, কাজেই আমায় হাত গুটতে হয়েছে। বলতো দাদা, এতে আমার অপরাধ কি ? এখন বুলি ধরেছে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে তোমরা এগিয়ে এসো। আরে বাপু, আমি তো বিদেশী, আমার কি মাথা ব্যথা বল তো ?

রাজবল্লভ। আমার সঙ্গে মতের অমিল তো ঐ দেশের কথা নিয়ে। সংসারী লোক আমরা, নিজের ছেলে-পুলেকে মানুষ করবো না ঘর-সংসার ভাসিয়ে দিয়ে দেশ দেশ ক'রে নেচে বেড়াবো ?

রায়দুর্লভ। শেঠজীরও যে দশা আমারও সেই দশা ! বুক ফাটলেও মুখ ফুটে কিছু বলবার যো নেই।

জগৎশেঠ। অথচ আমাদের বদনাম—আমরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি !

রাজবল্লভ। ঘোর কলি—শেঠজি, ঘোর কলি !

রায়দুর্লভ। বিনা দোষেই যখন বদনাম, তখন আমরা ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত হবো।

জগৎশেঠ। সে পথও যে বন্ধ রায় রায়ান, আমরা যে অবরুদ্ধ ! বাইরে যাবার হুকুম নেই।

রাজবল্লভ। মাথা খেলাও বন্ধু, মাথা খেলাও। মাথার জোরেই যখন দশজনের একজন হয়েছ, তখন বাইরে যাবার একটা পথ কর্‌তে পার্‌বে না?

রায়দুর্লভ। পার্‌তেই হবে—নইলে জল্লাদের হাতে মর্‌তে হবে। অমূল্য জীবনটাকে এমন ভাবে নষ্ট হ'তে দেবো না।

মীরকাসিমের প্রবেশ

মীরকাসিম। আপনাদের অমূল্য জীবন কি নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে এই মুঙ্গেরে এসে রায় রায়ান?

[নবাবকে দেখিয়া সকলে কুর্ণিশ করিলেন।]

রায়দুর্লভ। জীবনের যেটা চরম লক্ষ্য, সেইটাই যে নষ্ট হ'তে বসেছে জনাবালি?

মীরকাসিম। জীবনের চরম লক্ষ্যটা কি রায় রায়ান?

রায়দুর্লভ। পরকালের চিন্তা জাঁহাপনা! হিন্দুসন্তান ক্রিয়া-কর্ম্ম বর্জ্জিত হ'য়ে থাক্‌লে ইহকাল পরকাল দুই-ই যে নষ্ট হ'য়ে যাবে জনাবালি?

মীরকাসিম। এই নিভৃত নির্জ্জন স্থানই তো ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রশস্ত স্থান রায় রায়ান?

রায়দুর্লভ। তা জানি জনাবালি, কিন্তু দেহ শুদ্ধ হয় কৈ?

মীরকাসিম। শুনেছি তোমাদের শাস্ত্রে—পঞ্চগব্যের দ্বারা দেহ শুদ্ধ করে। যদি বল, তাহ'লে আমি সে ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি; প্রত্যহ প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ দ্বারা তোমাদের পঞ্চগব্য আনিয়ে দেবো।

রায়দুর্লভ। সেটা তো নিত্য প্রয়োজনীয় নয় জাঁহাপনা, নিত্য প্রয়োজন শাস্ত্রমতে গঙ্গাস্নান।

জগৎশেঠ। তা ছাড়া প্রত্যূষে গঙ্গাতীরে মুক্ত বায়ুসেবন স্বাস্থ্যের পক্ষেও শুধু উপকারী নয় জনাবালি, প্রয়োজনীয়।

রাজবলভ। জনাবের গোলাম আমরা, আমরা যদি কর্ম্মশক্তি হারাই, তাতে জনাবেরই ক্ষতি।

মীরকাসিম। যুক্তি তোমাদের অখণ্ডনীয়। উত্তম, প্রতি প্রত্যূষে তোমরা দুই দণ্ড কাল গঙ্গাস্নানের অবসর পাবে, তবে যাতে তোমাদের প্রত্যাগমনে বিলম্ব না হয়, সে জন্য দুর্গের একজন রক্ষী তোমাদের সঙ্গী হবে। কে আছিস্? সমরু—

রায়দুর্লভ। আমাদের প্রতি জাঁহাপনার আচরণ ঠিক বন্দীরই মত!

মীরকাসিম। যেমন অনুমান কর।

সমরুর প্রবেশ

সমরু। বণ্ডেগী Your Excellency. (ইওর একসেলেন্সি) হুকুম ফিজিয়ে—

মীরকাসিম। এদের আমি গঙ্গাস্নানের অনুমতি দিয়েছে,—সময় মাত্র দু'দণ্ড। প্রত্যহ প্রত্যূষে একজন রক্ষী এদের সঙ্গে যাবে, তুমি বন্দোবস্ত ক'রে দাও।

সমরু। Right O.! (রাইট ও)

রায়দুর্লভ। তাহ'লে আসুন শেঠজি, পুণ্যকর্ম্ম আজ থেকেই সুরু করা যাক্—

সমরু। Come on you silly goose (কাম অন্ ইউ সিলি গুজ)

[সমরুর সহিত রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ ও রাজবল্লভের প্রস্থান।

মীরকাসিম। কর্ম্মশক্তি বাড়াতে গঙ্গার হাওয়া খেতে চায়! বেইমানের দল! সিরাজ মূর্খ ছিল—অদূরদর্শী ছিল, তাই বেইমানদের চিন্‌তে পারেনি—ভুলের উপর ভুল ক'রে নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করেছে। মীরকাসিম সে ভুল কর্‌বে না, আগে শেষ কর্‌বে ঘরের শত্রু, তারপর বাইরের শত্রু।

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। [কুর্ণিশ করিয়া] জনাব!

মীরকাসিম। একি! বেগম—তুমি! তুমি এসময় এখানে?

ফতেমা। নবাবের অনুমতি নিতে এসেছি. আমি একবার মুরশিদাবাদ যাবো।

মীরকাসিম। নবাব আজ শত্রুবেষ্টিত—তুমিও শত্রুকন্যা,—তাই নবাবের সংস্রবে থাকা বিপদজনক ভেবে—শক্তিমান্ পিতার আশ্রয়ে যেতে চাও, কেমন?

ফতেমা। আপনার মুখে এই কথা! এ যে কখনো আশা করিনি নবাব? যে পিতা কন্যার মুখ চায় না, জামাতার মুখ চায় না, প্রজার মুখ চায় না, দেশের মুখ চায় না—ইংরাজ বণিকের পদলেহন ক'রে যে চায় বাংলার মসনদ—সে পিতার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, তা কি আপনি জানেন না নবাব? একটা সংবাদ শুনে আমার বুকের ভেতর ঝড় উঠেছে। ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ব'লে নয়, অনিশ্চিত জয়-পরাজয়ের কথা ভেবে নয়, বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের অনিষ্টের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে নয়,—একটা হীনা গণিকা নাচওয়ালীর জঘন্য আচরণে মর্ম্মাহত আমি—একবার যাবো জাফর আলি খাঁকে মুখোমুখী দু'টো কথা বল্‌তে!

মীরকাসিম। দুঃখ ক'রো না প্রিয়তমে, বেইমানদের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে আত্ম-পর বিচারের বুদ্ধিটুকুও বুঝি হারাতে বসেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর ফতেমা! তুমি বল, নাচওয়ালী এমন কি করেছে, যার জন্য তোমার বুকে ঝড় উঠ্‌তে পারে?

ফতেমা। সে কথা মুখে উচ্চারণ কর্‌তে আমার রসনা আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে; তবু আমার প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে সংযত ক'রে আমি আপনাকে বল্‌বো। নাচওয়ালী বারাঙ্গনা ঘোষণা করেছে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাবের মস্তকের মূল্য লক্ষ টাকা। যে এনে দেবে—

মীরকাসিম। থাক্; আর বল্‌তে হবে না। ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করেছে কে?

ফতেমা। আপনার পূজ্যপাদ শ্বশুর—আমার পরমারাধ্য পিতা মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ,—বেনিয়া কোম্পানী যাকে দিয়েছে নবাবী সনন্দ।

মীরকাসিম। চমৎকার! তুমি মুরশিদাবাদে গিয়ে সেই ঘোষণা-পত্র কি নাকচ্ কর্‌বে ফতেমা বেগম?

ফতেমা। আমি নবাবের তরফ থেকে জাফর আলি খাঁর কৈফিয়ৎ চাইবো। নবাব বর্ত্তমানে নবাবী সনন্দের কোন মূল্য নেই। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌বো কোন্ অধিকারে মহামান্য নবাবের একজন সামান্য প্রজা হ'য়ে রাজদ্রোহিতা কর্‌তে সাহসী হয়?

মীরকাসিম। যাও ফতেমা, আমি আপত্তি কর্‌বো না; তবে তুমি মুঙ্গেরে ফির্‌তে পার্‌বে কি না—

ফতেমা। আশঙ্কা কর্‌ছেন যদি বন্দী হই? তাতে কি? নবাব যদি এতই দুর্ব্বল হন, তাঁর পত্নীকে শত্রু-কবল হ'তে উদ্ধার কর্‌তে না

পারেন, তাহ'লে—তাহ'লে শত্রু-কারাগারে জল্লাদের শাণিত অস্ত্রে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ জনাবালি!

মীরকাসিম। তুমি যাও—

[কুর্ণিশ করিয়া ফতেমার প্রস্থান।

মীরকাসিম। আমার মস্তকের মূল্য লক্ষ মুদ্রা! এ কীর্ত্তি বেনিয়া কোম্পানীর,—মীরজাফরের এতখানি দুঃসাহস হবে না—হ'তে পারে না।

ফকিরবেশী বক্রেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া নজাফ খাঁর প্রবেশ। নজাফের হাতে ছিল একটা লাল পাঞ্জা ও একখানা পত্র, শিরোনামায় জগৎশেঠের নাম লেখা এবং ইংরাজ-কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত।

মীরকাসিম। এ কে নজাফ খাঁ?

নজাফ। কোম্পানীর গুপ্তচরের নিশান লাল পাঞ্জা দেখে মনে হয়েছিল জনাবালি, এ ব্যক্তি কোম্পানীর গুপ্তচর; কিন্তু কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌লুম এ একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত—মূর্খ। [পত্র ও পাঞ্জা দিলেন]

মীরকাসিম। কি রকম?

নজাফ। লোকটা দুর্গের ফটকের ধারে ঘুর্‌ছিল। বাঙ্গলার বাঙ্গালী হ'য়েও লোকটা জগৎশেঠকে চেনে না,—আমাকে দেখে আমারই হাতে দিলে এই পাঞ্জাখানা আর এই পত্র; আর নিজের পরিচয় দিয়ে বল্‌লে কোম্পানীর লোক তাকে এই বেশে সাজিয়ে দিয়েছে। আর তাকে একটা নূতন নাম দিয়েছে,—সে নামটা সে ভুলে গেছে। আর তারা নাকি ব'লে দিয়েছে, এই বেশে না গেলে রায়দুর্লভের সঙ্গে তার দেখা হবে না। কল্‌কাতায় থাক্‌তে রায়দুর্লভ

নাকি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সেখানে দেখা না পেয়ে সে মুঙ্গেরে এসেছে।

বক্রেশ্বর। মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—বকাউল্লা!

মীরকাসিম। কি বল্‌ছে?

নজাফ। এতক্ষণে কোম্পানীর দেওয়া নামটা তার মনে পড়েছে জনাবালি—

[মীরকাসিম পত্রখানা পাঠ করিলেন।]

মীরকাসিম। এ পত্র নয় নজাফ খাঁ, বেনিয়া কোম্পানীর ঘোষণা পত্রের একখানা নকল। জগৎশেঠকে অনুরোধ করেছে ব্যাপারটা জাহির করতে। নজাফ খাঁ!

নজাফ। জনাবালি!

মীরকাসিম। কোতল কর—পাটনার সমস্ত ইংরাজকে কোতল কর, যেন একটী ইংরাজ-বাচ্ছাও জীবিত ফিরতে না পারে। [গমনোদ্যত]

নজাফ। এর সম্বন্ধে কি আদেশ জাঁহাপনা?

মীরকাসিম। এই দণ্ডে একে এর গৃহে পাঠিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

বক্রেশ্বর। কিন্তু রায়দুর্লভের সঙ্গে যে আমায় সাক্ষাত করতে হবে, তিনি আমায় আহ্বান করেছেন।

নজাফ। দেশে গিয়েই দেখা করো, এখানে দেখা হবে না।

বক্রেশ্বর। অনর্থক পণ্ডশ্রম!

নজাফ। এসো আমার সঙ্গে—

বক্রেশ্বর। তোমরাও ভাষাদ্রোহী! কি পরিতাপ!

[নজাফ খাঁর সহিত প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা— নন্দকুমারের গৃহপ্রাঙ্গন।

সম্মুখে তুলসীমঞ্চ।

নন্দকুমারের প্রবেশ

নন্দকুমার। সত্যই দেশের আজ দুর্দ্দিন! রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশবাসী শান্তিহারা! সারা দেশে মন্বন্তরের করাল ছায়া ফুটে উঠেছে! শাসক আর শোষকরূপী ইংরেজ-কোম্পানীর অত্যাচারের স্রোত অবাধগতিতে চলেছে, বাধা দেবার কেউ নেই! আমি একা কি করতে পারি? যিনি দেশের মুখের দিকে চেয়েছিলেন, প্রজার দুঃখ দূর করতে যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সেই মহাপ্রাণ নবাব মীরকাসিম আজ নিজে বিপন্ন—ঘরে বাইরে চারিদিকে তার অগণন শত্রু; তবু তিনি প্রজার মঙ্গলসাধনে ব্যস্ত। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য—দেশবাসীরও দুর্ভাগ্য যে, তারা আজও মানুষ চিন্‌লে না—নিজের ভালমন্দ বুঝ্‌লে না। স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসের পরিবর্ত্তে বেছে নিলে পরাধীনতার শৃঙ্খল। মনে করি, আর কিছু ভাব্‌বো না, দেশের অদৃষ্টে যা হয় হোক্। দেশ আমার একার নয়—আর আমি একাই বা কি করতে পারি? কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারি কৈ? চন্দনের এক একটি কথায় আমার অন্তরে এক অভিনব প্রেরণা জাগিয়ে দেয়—দেশের ভাবনা ভেবে আকুল হ'য়ে উঠি। বুঝি স্বর্গের কোন দেবকুমার মর্ত্ত্যবাসীকে দেশমাতৃকার পূজা শেখাতে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে!

গাহিতে গাহিতে চন্দনের প্রবেশ

চন্দন।   গীত

একা মা নয় তোর ঘরের মা-টি, মাটিও তোর মা।
যে মাটিতে জন্ম নিলি, তার কথা কি ভুলে গেলি ?
খাইয়ে পরিয়ে করলে মানুষ যখন চাইলি যা॥
এক মা হ'লো পেটে ধ'রে,
এ মা মানুষ করলে বুকে ক'রে,
আজি হাতে পায়ে শিকল মায়ের
তুই দেখেও দেখ্‌লি না॥
স্বার্থের পিছে ছুট্‌তে গিয়ে
বিবেক বেচ্‌লি অর্থ নিয়ে,
সব হারায়ে চাপিয়ে দিলি
মায়ের বুকে দারুণ ব্যথা॥

চন্দন। বাবা! বাবা! আর যে আমি দেখ্‌তে পারিনে বাবা ?

নন্দকুমার। কি দেখ্‌তে পারো না বাবা ?

চন্দন। শুধু মায়ের দুঃখ নয়, দেশবাসীর দুঃখ, তারা যে না খেতে পেয়ে মর্‌ছে বাবা! তুমি সরকারের দেওয়ান হয়েছ, দেশের কর্ত্তা হয়েছ, তুমি তাদের বাঁচাও না বাবা!

নন্দকুমার। তাদের মারবার জন্যে নতুন নবাব মীরজাফর কোম্পানীর সঙ্গে একজোট হ'য়ে লেগেছে, আমি একা কি করতে পারি চন্দন ?

চন্দন। নতুন নবাব কেন হ'লো বাবা, নবাব তো মীরকাসিম ?

নন্দকুমার। কিন্তু কোম্পানী মীরজাফরকে নবাবী সনন্দ দিয়ে মীরকাসিমের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করেছে, তাই দেশে সৃষ্টি হয়েছে অরাজকতার। এই সুযোগে দেশের লোককে পেটে মেরে দেশের ধনিকসম্প্রদায় টাকা লুঠ্‌ছে দু'হাতে।

চন্দন। তুমি দেওয়ান, তুমি যদি তা বন্ধ কর্‌তে না পারো, তবে তুমি কিসের দেওয়ান? দেওয়ানী যদি শুধু সম্মানের পদ হয়, সে পদে ইস্তফা দাও বাবা! আমরা ব্রাহ্মণ, পূজো-আর্চ্চা, ভিক্ষে-সিক্ষে ক'রে দিন আমাদের কেটে যাবে।

নন্দকুমার। ঠিক বলেছিস্‌ চন্দন, শক্তি থাকৃতে যদি শক্তির সদ্ব্যবহারই না কর্‌লুম, তবে মিছে দেওয়ানী করা কেন? আমি তাই কর্‌বো চন্দন, আমার ইষ্টদেবতা নারায়ণ এই তুলসীমঞ্চে বিরাজ করছেন, আমি আমার ইষ্টদেবতার সম্মুখে শপথ কর্‌ছি--আজ হ'তে আমি আমার জীবন উৎসর্গ কর্‌বো দেশের জন্য—দেশবাসীর কল্যাণের জন্য, তাতে যদি মৃত্যুকেও বরণ কর্‌তে হয়, হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ কর্‌বো,—সে মৃত্যু মৃত্যু নয়—অক্ষয় অমরত্ব!

[বেগে প্রস্থান।

চন্দন। তুমি যাও বাবা, আমিও তোমার সঙ্গী হবো— আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু তোমায় সাহায্য কর্‌তে।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

হীরাঝিল—প্রাসাদ-কক্ষ

মণিবেগমের প্রবেশ

মণি। উঃ, অসহ্য উত্তাপ! কে আছিস্? বাঁদি!—সরবৎ—

কৃষ্ণ বোরখায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সরবতের গেলাসহস্তে লুৎফার প্রবেশ

লুৎফা। সবে বসন্তের শেষ, এখনই এত উত্তাপ? এর পর গ্রীষ্মের সবটুকুই যে বাকী।

মণি। বাঁদীর স্পর্দ্ধা! [সচকিতে] তুমি! তোমায় তো ডাকিনি?

লুৎফা। আমিও তো এখন তাদেরই একজন,—নাও সরবৎ খাও—

মণি। গস্তানি, তুমি সরবৎ ব'লে আমায় বিষ খাওয়াতে এসেছ?

লুৎফা। হাঃ—হাঃ—হাঃ! এখন পদে পদে এমনি সন্দেহটাই হবে! পাপীর মন সদাই সন্দিগ্ধ কি না—তাই।

মণি। তুমি যাও, আমি সরবৎ চাই না।

লুৎফা। তাহ'লে নাচনেওয়ালীদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত মন, নাচ গানে হয়তো চিন্তার ভার লাঘব হ'তে পারে।

[প্রস্থান।

মণি। নবাব এদের বাঁচিয়ে রেখে বড়ই অন্যায় করেছেন। অশান্তি—আবর্জ্জনা!

গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ। গীত

হাসি দিয়ে রাখ্‌বো ঘিরে মোরা নিত্য-সঙ্গিনী।
ব্যথাভার সইবে কেন ওগো কোমল অঙ্গিনী ॥
নৃত্যছন্দে শিঞ্জিণী-ধ্বনি গানের মূর্চ্ছনা,
মনের কোণের জমাট আঁধার ঘুচায়ে ফোটাবে জোছনা,
অধর রাঙিয়ে তুলিব হাসিতে আমরা রঙ্গিণী ॥

মণি। তোমরা যাও, আমি তো তোমাদের আস্‌তে বলিনি—

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মণি। ষড়যন্ত্র—চারিদিকে ষড়যন্ত্র !

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। তুমিই তো সকল ষড়যন্ত্রের নেত্রী, তোমার বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র করলে কে ?

মণি। কে, ফতেমা ? তোমার স্পর্দ্ধা যে গগনস্পর্শী হয়েছে দেখ্‌ছি !

ফতেমা। বেগম ব'লে কুর্ণিশ কর আগে, তারপর বাক্যালাপ—

মণি। স্পর্দ্ধিতা নারি, জানো তুমি কার সঙ্গে কথা কইচো ?

ফতেমা। জানি, এক হীনা নর্ত্তকীর সঙ্গে ; যার সঙ্গে বাক্যালাপ করা মহিমময়ী ফতেমা বেগমের পক্ষে নিন্দনীয়।

মণি। হয়তো একদিন ছিল সে নর্ত্তকী, কিন্তু আজ সে মহামান্যা বেগম।

ফতেমা। কয়লা চিরদিনই কয়লা, শত সহস্রবার ধৌত কর্‌লেও তার মলিনত্ব যায় না।

মণি। তা ছাড়া আমি তোমার জননী।

ফতেমা। পিতার রক্ষিতা নাচওয়ালীকে ফতেমা বেগম কখনও জননীর মর্য্যাদা দেবে না—দিতে পারে না।

মণি। ফতেমা, তোমার প্রগল্‌ভতা অমার্জ্জনীয়।

ফতেমা। নর্ত্তকি! তোমার দুঃসাহসিকতা ক্ষমার্হ নয়—দণ্ডনীয়।

মণি। ফতেমা—

ফতেমা। ধীরে—নাচওয়ালি, ধীরে। রক্তচক্ষু তুমি আমায় দেখিও না—তোমার রক্তচক্ষুকে আমি ভয় করি না।

মণি। তুমি নবাব জাফর আলি খাঁর কন্যা ব'লে এখনো—

ফতেমা। মার্জ্জনা কর্‌ছো, কেমন? নইলে কি কর্‌তে শুনি?

মণি। নইলে মণিবেগম তোমার প্রগল্‌ভতার যোগ্য শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ কর্‌তো না।

ফতেমা। সাধ্য থাকে, তাই দাও। পিতার প্রাসাদে কন্যাকে শাস্তি দেবে—দুশ্চরিত্র পিতার রক্ষিতা গণিকা! স্পর্দ্ধা বটে! না—না নর্ত্তকি, তোমায় আর সে দুর্ভাবনা কর্‌তে হবে না। যেদিন থেকে বুঝ্‌তে পেরেছি দুশ্চরিত্র পিতা একজন গণিকার ইঙ্গিতে পরিচালিত, সেইদিন থেকে ছিন্ন হ'য়ে গেছে পিতাপুত্রীর সম্বন্ধ। সদ্ব্যবহার কর নর্ত্তকি তোমার ক্ষমতার, আমিও দেখ্‌তে চাই—হীনা নর্ত্তকীর দৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দুর্নীতির কত ঊর্দ্ধতম শিখরে উঠেছে; আর দুর্নীতিপরায়ণ জন্মদাতা পিতা অধঃপতনের কত নিম্নস্তরে নেমে গেছেন।

মণি। দাম্ভিকা রমণি!

ফতেমা। মুখের কথায় নয় নর্ত্তকি, কাজে দেখাও তোমার ক্ষমতা—

মণি। দেখাতে পার্‌তুম, কিন্তু নবাবের মুখ চেয়ে—

ফতেমা। কার মুখ চেয়ে?

মণি। তোমার পিতার—নবাব জাফর আলি খাঁর।

ফতেমা। কে বলে জাফর আলি খাঁ নবাব? বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব খান্‌খানান্ মীরকাসিম। আর জাফর আলি খাঁ নবাবের একজন অন্নদাস—হীন প্রজা।

মণি। স্পর্দ্ধিতা নারি, তুমি খান্‌খানান্ মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুরের অসম্মান কর? গভর্ণর সাহেব স্বহস্তে যে নবাবী সনন্দ দিয়েছেন, দাম্ভিকা, তুমি সেই সনন্দের অবমাননা কর?

ফতেমা। সে সনন্দের মর্য্যাদা দেবে শুধু তোমার মত বারবিলাসিনী নর্ত্তকীরা। তোমরা রূপের বিনিময়ে রোপেয়া অর্জ্জন কর। আভিজাত্যের মর্য্যাদা, প্রকৃত নারীর মর্য্যাদা তুমি কি বুঝ্‌বে নাচওয়ালি? তোমার মত নাচওয়ালীর সংস্রবে এসে এক মীরজাফর এই বাংলায় সহস্র মীরজাফর সৃষ্টি ক'রে সুজলা সুফলা সোনার বাংলাকে বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দিয়েছে। বেনিয়া কোম্পানীর শত অত্যাচার—সহস্র নির্য্যাতনের সম্মুখে বুক পেতে দিয়ে ক্রীতবান্দার মত তাদের পাদুকা লেহন করাই তোমাদের মতে নবাবী—কেমন? মীরকাসিম তা পারে না—পার্‌বে না ব'লেই তাকে আজ নবাবী তক্তের অনুপযুক্ত ব'লে সরাবার ষড়যন্ত্র কর্‌ছো—তার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছ—আরও ঘোষণা করেছ, তার মস্তকের মূল্য লক্ষ টাকা! ধিক্ স্বৈরিণী নারি, তোমায় শত ধিক্!

মণি। রসনা সংযত কর দাম্ভিকা নারি, নইলে—

ফতেমা। নইলে কেন নর্ত্তকি, যা' কর্‌বার হয়, কর্।

মণি। বটে! এতদূর? কে আছিস্?

সশস্ত্র খোজা রক্ষীর প্রবেশ

মণি। এই রমণীকে নজরবন্দী রেখে দে; যুদ্ধান্তে এর বিচার হবে।

প্রহরী। [ফতেমার দিকে অগ্রসর হইল।]

সশস্ত্র নাজামউদ্দৌলার প্রবেশ

নাজাম। [অসি নিষ্কাশিত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিল] খবর্দার কমবক্ত্, এক পাও এগিও না যদি বাঁচ্তে চাও—

মণি। নাজামউদ্দৌলা, একি বিসদৃশ আচরণ তোমার? আমার আদেশের বিরোধিতা করতে সাহসী হয়েছ? যাও, স্বকার্য্যে গমন কর, রক্ষীকে তার কর্ত্তব্য করতে দাও।

নাজাম। এইটাই আমার কর্ত্তব্য মা! যে মহিমময়ী বেগম সাহেবা সম্পর্কে আমার ভগ্নী হ'লেও যাকে ভগ্নী ব'লে সম্বোধন করতে সাহস হয় না—শুধু তোমার জন্য, অথচ মন আনন্দে গর্ব্বে ভ'রে ওঠে, সেই মহিমময়ী ভগ্নীর অমর্য্যাদা করতে সাহসী হবে যে কম্বক্ত্, নাজাম-উদ্দৌলা তাকে কখনো মার্জ্জনা করবে না।

মণি। বিদ্রোহী সন্তান, জেনো, এ তোমার মায়ের আদেশ।

নাজাম। কিন্তু এ যে আমার বিবেকের আদেশ।

মণি। আমার আদেশ শুনবে না নাজাম?

নাজাম। মার্জ্জনা কর মা, এমন অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আমি জীবন পণ করবো।

মণি। বটে! এতদূর! মাতৃদ্রোহী সন্তান, তবে মর। রক্ষি! আমার আদেশ পালন কর, যে বাধা দেবে, আগে তাকে হত্যা কর।

রক্ষী অগ্রসর হইলে নাজামউদ্দৌলা তাহাকে বাধা
দিল ; ফলে বাধিয়া গেল উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।
নাজাম বিপুল বিক্রমে রক্ষীকে ভূপাতিত
করিয়া তাহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতে
উদ্যত হইল, ঠিক সেই সময়ে মীর-
জাফর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মীরজাফর। [বজ্রগম্ভীর স্বরে] গোলামকে পরিত্যাগ কর নাজাম-উদ্দৌলা !

[নাজামউদ্দৌলা রক্ষীকে ত্যাগ করিল, রক্ষী উঠিয়া দাঁড়াইল।]

মীরজাফর। যা গোলাম এখান থেকে—

[রক্ষীর প্রস্থান।

ফতেমা। নাজামউদ্দৌলা ! ভাই ! তুমি আমার সঙ্গী হ'য়ে আমায় মুঙ্গেরে রেখে আসবে ?

নাজাম। সানন্দে ভগ্নি— [উভয়ে গমনোদ্যত হইল।]

মণি। দাঁড়াও। ফতেমা, তুমি আমার বন্দিনী।

ফতেমা। নর্ত্তকীর স্পর্দ্ধা বটে ! আদেশটা নিজে না দিয়ে বেনিয়া কোম্পানীর গোলাম বাহাদুরের মুখ থেকে বেরুলে বোধ হয় কতকটা শোভা পেতো ? চল ভাই নাজাম--

নাজাম। এসো বহিন—

[নাজামউদ্দৌলা ও ফতেমার প্রস্থান।

মণি। নবাব জাফর আলি খাঁ বাহাদুর !

মীরজাফর। বাঘিনীর মুখ থেকে শিকার পালিয়ে গেল ! বড়

আপশোষ হ'চ্ছে—না? শাস্তি দেবারই যখন সঙ্কল্প করেছ, শাস্তি আমাকেই দেবে চল। আমি তো ওদের কাকেও শাস্তি দিতে পারবো না মণিবেগম! একটা হাতের দুটো আঙুল, যেটা কাটি না কেন, ব্যথা আমায় পেতেই হবে।

মণি। অপদার্থ!

[বিরক্তভরে প্রস্থান।

মীরজাফর। একশোবার! মানুষ গোলাম হয় একজনের—আমি অপদার্থ ব'লেই গোলামী করছি—তোমার আর ইংরেজ-কোম্পানীর।

[নতমুখে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বক্রেশ্বরের গৃহ-প্রাঙ্গন

জোনাকীর প্রবেশ

জোনাকী। তাই তো মিন্সে করলে কি! আমার উপর রাগ ক'রে দেশত্যাগী হ'য়ে গেল নাকি? হায়-হায়, কেন আমার দুর্ম্মতি হ'লো? কেন আমি তাকে অকথা কুকথা বললুম! হেঁই মা মঙ্গল-চণ্ডী, মিন্সেকে ফিরিয়ে এনে দাও মা, আমি তোমায় পাঁচ পয়সার চিনি-সন্দেশ দিয়ে পূজো দেবো। এমন অপকর্ম্মটী আর কখনো করঁবো না।

মিন্সে গাল দিক্, মন্দ দিক্, সংসকেত্তন আওড়াক্, আমি আর কিচ্ছুটী বল্‌বো না। হেঁই মা ওলাইচণ্ডী, মিন্সের ওলাউঠো যদি না ধ'রে থাকে তো তাকে ফিরিয়ে এনে দাও মা! আমি তোমায় পাঁচ ছিদেমের বাতাসা কিনে পূজো দেবো। হেঁই মা শেতলা, তোমার দয়ায় হতচ্ছাড়া যদি ঘাটে না গিয়ে থাকে, তাকে ফিরিয়ে এনে দাও মা, তোমাকেও আমি পাঁচ ছিদেমের বাতাসা কিনে পূজো দেবো।

গীত

সে যে গো আমার ছিল পোষমানা চন্দনা।
খেতে খেতে খেতো দোল বল্‌তো বুলি নানান্‌খানা ॥
সোহাগে দিয়েছি গালি, বুকখানা তাই ক'রে খালি,
গেছে উড়ে, কোন সুদূরে, নাগাল যে তার পেলাম না

গাহিতে গাহিতে ফকিরবেশী বক্রেশ্বরের প্রবেশ

বক্রেশ্বর। গীত

চোখটী তুলে দেখ সখি,
এলো তোমার প্রাণের পাখী,
এ যে নয়কো বুনো, বেজায় কুণো—
দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ না ॥

জোনাকী। গীত

ড্যাক্‌রা ছোঁড়ার ন্যাক্‌রা দেখে অঙ্গ জ্ব'লে যায়,
লাজে মরি সাহস ভারি আমা পানে চায়,

কে আছিস্ আয় না ছুটে,
ধম্ম বুঝি নিলে লুটে,
সিঁধেল চোর বড় জবর তাতে কোন সন্দ না ॥

গাহিতে গাহিতে প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ

প্রতিবেশিনীগণ। গীত

সিঁধেল চোরের সাহস ভারি,
ভাঙ্গবো তার জারি-জুরি,
দেখাবো ঝাড়ুর বহর—
বোঝাবো এ প্রেমের নেশা মন্দ না ॥

[সকলে মিলিয়া বক্রেশ্বরকে ঝাড়ু প্রহার করিতে লাগিল]

বক্রেশ্বর। নারায়ণ, রক্ষা কর—নারায়ণ, রক্ষা কর—দুর্জ্জয় রণ-চণ্ডীদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর—

জোনাকী। দাঁড়া তো—দাঁড়া তো! লোকটা ফকির হ'য়েও নারায়ণ—নারায়ণ বল্‌ছে কেন?

বক্রেশ্বর। অয়ি দিব্যজ্ঞানসম্পন্না প্রচণ্ডে রণচণ্ডিকে, অবধান কর—আমি ফকির নই, আমার ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদের কেহই ফকির ছিলেন না।

জোনাকী। তবে তোর এ বেশ কেন রে মুখপোড়া?

বক্রেশ্বর। আমায় পরিয়ে দিয়েছে প্রবল প্রতাপান্বিত কোম্পানীর লোক।

জোনাকী। তবে তুই কে রে হতচ্ছাড়া?

বক্রেশ্বর। আমি তোমারই অঞ্চলের নিধি সুলোচনে!

জোনাকী। ওরে হতচ্ছাড়া, আবার ন্যাকামো? ধর্‌বো নাকি ঝাড়ু?

বক্রেশ্বর। রেহাই দাও—রেহাই দাও খদ্যোতিকা, আর সমার্জ্জনী উত্তোলন ক'রো না।

জোনাকী। মিন্সে কে রে! আমার নামটা যে সেই মুখপোড়ার মতই সংস্কেত্তন ক'রে বল্‌ছে!

১ম প্রতিবেশিনী। কি নাম তোমার গা?

বক্রেশ্বর। আমার নাম বক্রেশ্বর [কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ খুলিল।]

জোনাকী। আমর্, সত্যিই তো! সেই মুখপোড়াই তো! ওমা, কি ঘেন্না! কি লজ্জা!

[মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া প্রস্থান।

১ম প্রতিবেশিনী। তাই তো খাম্‌কা খাম্‌কা বামুনের ছেলেকে ঝাড়ু-পেটা কর্‌লুম! ঠাকুরমশায় গো, রাগ ক'রো নি, এই আমরা তোমার পায়ে গড় কর্‌ছি।

[প্রতিবেশিনীগণ প্রণামান্তর পদধূলি লইল]

বক্রেশ্বর। তোমাদের হাতের ঝাড়ু অক্ষয় হোক্!

১ম প্রতিবেশিনী। ও মা, এ আবার কি আশীর্ব্বাদ! এত মার খেয়েও মিন্সের লজ্জা নেই—হায়া নেই—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

[প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান।

বক্রেশ্বর। অয়ি লজ্জাবতী লতে! তোমাকে নমস্কার—তোমাদের গোষ্টিবর্গকে নমস্কার আর তোমাদের করপল্লবশোভিনী সমার্জ্জনীকে শত সহস্র নমস্কার!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

গঙ্গাতীর

রক্ষিসহ রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের প্রবেশ

রাজবল্লভ। তুমি তাহ'লে ঐ গাছতলায় ব'সে একটু আরাম কর গে—আমরা স্নানটা সেরে নি।

রক্ষী। বহুত আচ্ছা, লেকিন দেরী মৎ করো—

রাজবল্লভ। আরে রাম কহো—পানকৌড়ির মত ডুব্‌বো আর উঠ্‌বো।

রক্ষী। ঠিক—ঠিক, ওহি হুকুম আছে।

[প্রস্থান।

রাজবল্লভ। এমন ক'রে আর পারা যায় না ভাই!

রায়দুর্লভ। পার্‌তেই হবে—যখন উপায় নেই।

জগৎশেঠ। তবু তো দু'দণ্ডের জন্যে ফাঁকায় এসে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছি!

রাজবল্লভ। মীরজাফর, মণিবেগম যে কি কর্‌ছে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। ইংরেজ-কোম্পানীরও কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!

রায়দুর্লভ। এই শোনা গেল ইংরেজ-কোম্পানী যুদ্ধঘোষণা করেছে, কিন্তু কৈ? কিছুই তো দেখ্‌ছি নে।

জগৎশেঠ। পাটনায় ইংরেজের কুঠি ধ্বংস ক'রে দিলে, ইংরেজ বল্‌তে কাকেও বাকী রাখ্‌লে না—সব কোতল কর্‌লে, অথচ কোম্পানী নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে!

রাজবল্লভ। একজন পাকা লোককে পেলেও না হয় সলা-পরামর্শ দেওয়া যেতো! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনাঃ।

রায়দুর্লভ। আবে তাহ'লে তো এই অন্ধকূপ থেকে বেরোবারও একটা মতলব বার করা যেতো! বলি, গঙ্গাস্নানের মতলবটা তো আমার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল ?

জগৎশেঠ। সত্যি বল্‌তে কি, মাথার মত একটা মাথা—আমাদের মাথায় খালি গোবর—খালি গোবর !

রাজবল্লভ। মাথার সমালোচনা ক'রে কিছু হবে না বন্ধু, উদ্ভাবন কর্‌তে হবে—মীরকাসিমের পতনের উপায় ; আর সেই সঙ্গে আমাদের মুক্তি।

পিদ্রুসের প্রবেশ

পিদ্রুস্। সে উপায় হামি করিয়ে ডিবে ডোস্ট, হামি করিয়ে ডিবে।

রায়দুর্লভ। কে তুমি ?

পিদ্রুস্। হামি পিড্রুস্ আছে—গুবগীন খাঁর ভাই আছে।

রাজবল্লভ। ওরে বাবা রে! এইবার সেরেছে !

বায়দুর্লভ। শেঠজি, গর্দ্দানা গেল এইবার! গুরগীন মীরকাসিমের ডান হাত, এ বেটা আমাদেব কথাবার্ত্তা সব শুনেছে,—সব কথাই তুল্‌বে গুরগীনের কানে। ব্যস্, আর রক্ষে নেই! এইবার গেছি শেঠজি, এইবার গেছি—[জগৎশেঠকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল।]

জগৎশেঠ। আগে থেকে এত ভয় কেন রায় রায়ান? ব্যাপারটা বুঝ্‌তে দাও—

রায়দুর্লভ। আর বোঝাবুঝি! এইবার জল্লাদ ঠেকিয়ে দেবে। ওরে বাবারে—

রাজবল্লভ। এঁ্যা, বল কি ? জল্লাদ ঠেকিয়ে দেবে ? ওরে বাবারে। গঙ্গাস্নান কর্‌তে এসে যে গঙ্গালাভ হ'লো রে !

রায়দুর্লভ। গঙ্গালাভ হ'লেও তো বাঁচ্‌তুম ভায়া, বুঝ্‌তুম উদ্ধার হ'য়ে যাবো। এ যে জল্লাদ ঠেকিয়ে দেবে রে বাবা! বেটা দাড়িটী নেড়ে বসিয়ে দেবে একটী কোপ্! হায়—হায়—হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে?

পিক্রুস্। What's the matter with you? (হোয়াটস্ দি ম্যাটার উইথ ইউ) কেয়া হুয়া?

রায়দুর্লভ। যা হবার তাই হুয়া রে বাবা!

পিক্রুস্। কাহে ঘাব্‌ড়াতা? ডর্ কেয়া?

রায়দুর্লভ: ডর এই প্রাণের বাবা, দোহাই বাবা, আমায় প্রাণে মেরো না বাবা, তুমি আমার ধর্ম্মো-বাবা!

পিক্রুস্। Oh Father Abraham! What is this! (ও ফাদার আব্রাহাম, হোয়াট্ ইজ্ দিস্!) হামি কুছ্ সম্‌ঝাতে পার্‌ছে না, কাহে তোম ঘাব্‌ড়াতা হ্যায়?

রায়দুর্লভ। আগে বল বাবা, গুরগীন খাঁকে আমাদের কথা কিছু বল্‌বে না?

পিক্রুস্। নেহি—নেহি, হামি উহার ভাই আছে, উস্‌কে সাঠ্‌ ডেখা করিবে, ব্যস্—ছুট্টি।

রাজবল্লভ। দেখা কর্‌বে তো যাও না—ঐ কেল্লার ভেতর।

পিক্রুস্। যায়েগা ক্যায়সা? হামকো কোই পয়চানতা নেহি।

রাজবল্লভ। আমরাও তো তোমায় চিনি না বাবা—

পিক্রুস্। আলবট্ চিনে— [পিস্তল বাহির করিয়া লুফিয়া লইয়া] চিন্‌টা নেহি?

রাজবল্লভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চিনি বৈকি বাবা, শুধু তোমাকে কেন, তোমার চোদ্দপুরুষকে চিনি।

পিক্রুস্। টব্ কিল্লামে লে চল—

রাজবল্লভ। ওরে বাবারে, সে কেমন ক'রে হবে রে বাবা!

রায়দুর্লভ। সে তো হবে না বাপধন, আমরাই নজরবন্দী, ওই রক্ষী আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে, আবার গঙ্গাস্নান হ'লেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়।

জগৎশেঠ। তোমায় কি পরিচয় দিয়ে নিয়ে যাবো বাবা?

রাজবল্লভ। তুমি মেয়ে মানুষ সাজতে পারো? তাহ'লে না হয় বল্‌তে পারি অন্দর মহলের বাঁদী।

পিক্রুস্। আওরাট্! impossible! (ইম্‌পসিব্ল) নেহি হোগা—

রাজবল্লভ! তবে আর আমরা কি করবো?

পিক্রুস্। হামি চিট্টি ডিবে—টুমি গুরগীন খাঁকে ডেও।

রায়দুর্লভ। ওরে বাপরে,—চিঠি-পত্র দেওয়া নেওয়া করবার হুকুম নেই। হাতে চিঠি দেখ্‌লে আগে গুলি করবে, তারপর চিঠি দেখ্‌বে,—এমনি কড়া হুকুম।

পিক্রুস্। All right, I will find out the way. (অল রাইট, আই উইল ফাইণ্ড আউট দি ওয়ে)

[পিক্রুস্ দ্রুতবেগে যেখানে রক্ষী অপেক্ষা করিতেছিল সেই গাছতলার দিকে গেল। তৎক্ষণাৎ গুলি করার শব্দ হইল, রায়দুর্লভ প্রভৃতি সকলে চমকিয়া উঠিলেন এবং ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।]

রায়দুর্লভ। এ আবার কি বিপত্তি! লোকটা রক্ষীকে গুলি ক'রে মেরে ফেল্‌লে যে!

রাজবল্লভ। ব্যাটা এখন স'রে পড়্‌বে—এইবার আমাদেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

জগৎশেঠ। গ্রহের ফের!

রায়দুর্লভ। একটা গ্রহ নয় বন্ধু, নবগ্রহ একসঙ্গে আমাদের পেছনে তাড়া করেছে; পরিত্রাণের আর কোন উপায় নেই।

জগৎশেঠ। সর্ব্বনাশ! গুরগীন খাঁ!

পিদ্রুস্‌কে সঙ্গে লইয়া গুরগীন খাঁর প্রবেশ। পিদ্রুসের একহস্তে ছিল একটী পিস্তল, অপর হস্তে ছিল সেই নিহত রক্ষীর পাগড়ী ও কুল্লা।

গুরগীন। টুমি বড় অন্যায় করিয়েছ পিদ্রুস্, বড়া অন্যায় করিয়েছ! টোমাকে বাই ব'লে পরিচয় ডিটে হামার সরম লাগে!

পিদ্রুস্। কি অন্যায় করিয়েছে? বাই বাইয়ের সাঠে ডেখা করিবে, টোমার লোক কুছু help (হেল্প) করিবে না— চিটি ডিলে চিটি লিবে না—টব্ ক্যায়সে হোবে? I killed him only for that reason. (আই কিল্ড হিম ওন্‌লি ফর্ দ্যাট্ রিজ্‌ন্)

গুরগীন। I don't understand you. (আই ডোণ্ট আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড ইউ)

পিদ্রুস্। সাডা কঠা বুঝিলে না? I wanted to see you in disguise of a sentry. (আই ওয়ানটেড্ টু সি ইউ ইন ডিস্‌গাইজ অফ এ সেণ্ট্রি)

গুরগীন। Silly dog! (সিলি ডগ্)

পিদ্রুস্। টোমার বাই।

গুরগীন। বাই বলিয়া বাঁচিয়া গেলে! Go hence, I have no time to waste in idle talk. (গো হেন্স; আই হ্যাভ নো টাইম টু ওয়েষ্ট ইন্ আইডিল টক্)

পিড্রুস্। All right, I will see you again. (অল রাইট, আই উইল সি ইউ এগেন)

[প্রস্থান।

রায়দুর্লভ। গুরগীন সাহেব, ওকে অমনি অমনি ছেড়ে দিলে ?

রাজবল্লভ। আমাদের রক্ষীকে খুন কর্‌লে !—

গুরগীন। No no, I have murdered the traitor. (নো নো, আই হ্যাভ মার্ডারড্ দি ট্রেটর) হামি উহাকে খুন করিয়াছে, ও বিদ্রোহী পিড্রুসকে হাটে চিট্টি ডিয়েছিল।

রায়দুর্লভ। বটে !

রাজবল্লভ। সাফ উল্টে গেল !

জগৎশেঠ। ধরা পড়েছে শুধু রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ আর জগৎশেঠ !

গুরগীন। Now come on you people. (নাউ কাম্ অন্ ইউ পিপ্‌ল্)

রায়দুর্লভ। চল সাহেব, এখন তুমি আমাদের রক্ষী হ'য়ে নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ দৃশ্য

মুঙ্গের-দুর্গ—মন্ত্রণাগার

একাকী মীরকাসিম চঞ্চলপদে পাদচারণ করিতেছিলেন

মীরকাসিম। বেইমানের দেশে শুধু বেইমানী—বেইমানী—বেইমানী! যাকে বিশ্বাস ক'রে অন্তরের কথা বল্‌তে যাই, সেই-ই বেইমানী ক'রে সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে। কে আমায় ব'লে দেবে এই বিশাল দুনিয়ায় আমার প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী কে!

গাহিতে গাহিতে বকাউল্লার প্রবেশ

বকাউল্লা। গীত

দুনিয়ায় ঐটী মেলা দায়।
যত নেবার কুমীর গেল্‌বার ঢেঁকি
আড়ালে ছুরি শাণায়॥
ঠাণ্ডা ব'লে মনের ভুলে,
গোখরো সাপকে বুকে নিলে,
সুযোগ পেলে সে হারামী বুকেতে ছোবলায়॥
দৃষ্টি বাঁকা মিষ্টি হাসি,
তার পিয়াসা সর্ব্বনাশী;
বিষ ছড়াতে তার জোড়া নেই—
তফাৎ রাখো সে জনায়॥

মীরকাসিম। তুমি বকাউল্লা না ?

বকাউল্লা। হ্যাঁ, আমিই সেই পাগল।

মীরকাসিম। তুমি এখানে এলে কেমন ক'রে ?

বকাউল্লা। যেমন ক'রে মানুষ আসে যায়, ঠিক তেমনি ক'রে। পাগল দেখে কেউ কিছু বলে না। যেখানে জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলে যায় দিক্ হ'তে দিগন্তে, বকাউল্লা সেখানে থাকে না—থাক্‌তে পারে না, তাই সে ছুটে যায় অন্ধকারের খোঁজে। যেখানে ঘুটঘুটে আঁধার আশমান জমি ছেয়ে ফেলে, ঠিক সেইখানেই খুঁজে পাবে বকাউল্লাকে। দেখ্‌ছো না—দেখ্‌ছো না, রগ্‌রগে সূর্য্যখানাকে ঢেকে ফেলে জমাট-বাঁধা কালো মেঘ মাটির দিকে নেমে আসছে! ওরই পেছনে আস্‌ছে ঘুটঘুটে আঁধার—সব গ্রাস করবে—সব গ্রাস করবে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—বকাউল্লা! আনন্দ কর—আনন্দ কর—আনন্দ কর—

[বেগে প্রস্থান।

মীরকাসিম। এ কি মীরকাসিমের অন্ধকার ভবিষ্যতের একটা ইঙ্গিত ক'রে গেল! নিশ্চয়ই তাই! এ বিশাল দুনিয়ায় আমি একা—স্বজনহারা—বান্ধবহারা—অসহায়! আমার দেশবাসী, যাদের জন্ত ইংরাজ-কোম্পানীকে শত্রু করেছি, সেই দেশবাসীও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে! তবুও আমি নিরুৎসাহ হবো না—প্রাণপণ চেষ্টা করবো দেহের শেষ শোণিতবিন্দুটী পর্য্যন্ত পাত ক'রে। দেখ্‌বো, তাতেও যদি পলাশীর মহাপাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়। কে, নজাফ খাঁ—

নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ। জনাবালি! [কুর্ণিশ করিল।]

মীরকাসিম। কিছু সংবাদ এনেছ নজাফ খাঁ ?

নজাফ। [নীরব]

মীরকাসিম। চুপ ক'রে রইলে কেন নজাফ খাঁ, বল, কি বল্‌তে চাও? যেমনই দুঃসংবাদ হোক্‌, বল্‌তে একটুকু দ্বিধা ক'রো না। তোমাদের নবাবও তা শুনে এতটুকু বিচলিত হবে না। শুন্‌ছিলুম ইংরাজ-সেনাদল নাকি সুতির পথে?

নজাফ। হ্যাঁ জনাব, সেখানে তকী খাঁ ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ খাঁ সসৈন্যে কোম্পানীর সেনাদলকে বাধা দিচ্ছে, গুরগীন খাঁও এইমাত্র রওনা হয়েছেন।

মীরকাসিম। যুদ্ধ সবে আরম্ভ, জয়-পরাজয় এখনো অনিশ্চিত, তবে আর বল্‌বার কি আছে তোমার নজাফ খাঁ?

নজাফ। যুদ্ধের কথা নয় জনাবালি!

মীরকাসিম। তবে?

নজাফ। দুর্গের ফটকের সম্মুখে কোন আততায়ী একজন রক্ষীকে হত্যা করেছে। রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ আর রাজবল্লভ এই রক্ষীর প্রহরায় গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন স্নান কর্‌তে যান, রক্ষী তখন নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে অপেক্ষা কর্‌ছিল। কোন গুপ্ত আততায়ী তাকে সেই অবস্থায় হত্যা করেছে।

মীরকাসিম। গুপ্ত আততায়ী?

নজাফ। গুরগীন খাঁ বলেছে যে, সে ঐ রক্ষীর হাতে একখানা গোপনীয় পত্র দেখে তাকে হত্যা করেছে। আবার—

মীরকাসিম। আবার?

নজাফ। আবার ঐ স্নানযাত্রী তিনজন বল্‌ছেন, যে তাকে হত্যা করেছে, তাকে তাঁরা দেখেছেন,—পরিচয় পেয়েছেন, সে গুরগীন খাঁর ভাই।

মীরকাসিম। অদ্ভুত সমস্যা! কে আছিস্? রায়দুর্লভ, শেঠজী আর রাজা রাজবল্লভ। গুরগীন খাঁ নিজের ভাইয়ের অপরাধটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছে। কেন? ভ্রাতৃস্নেহ? না আর কোন প্রকারে স্বার্থসিদ্ধি? আর সেই অজ্ঞাত, অখ্যাত, আকস্মিক আবির্ভূত সেই লোকটারই বা উদ্দেশ্য কি? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এই যে রায় রায়ান, রায়দুর্লভ—এই যে আপনারা সবাই এসেছেন দেখ্ছি!

রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ ও রাজবল্লভের প্রবেশ

[সকলে যথারীতি কুর্নিশ করিলেন]

রায়দুর্লভ। জনাবালি কি আমাদের তলব করেছেন?

মীরকাসিম। হ্যাঁ, একটা কথা জান্বার জন্যে।

রাজবল্লভ। আদেশ করুন জনাবালি!

মীরকাসিম। যে রক্ষীর প্রহরায় আপনারা গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন, সে আততায়ীর হস্তে নিহত; আপনারা তা জানেন?

রায়দুর্লভ। জানি বৈকি জনাবালি, খুব ভাল ক'রেই জানি—সে নিহত।

মীরকাসিম। কে সে আততায়ী?

রায়দুর্লভ। আততায়ী ফাততায়ীকে দেখি নি জাঁহাপনা, যাকে দেখেছি—সে নাকি গুরগীন খাঁর ভাই।

মীরকাসিম। সেই তা'হলে হত্যাকারী?

রায়দুর্লভ। তা তো ঠিক জানি না জনাবালি, সেও ছুটে গেল আর গুরগীন খাঁও ফটক থেকে বেরিয়ে এলো; আর সঙ্গে সঙ্গে হ'লো গুলির আওয়াজ। কে যে মার্লো তা তো দেখিনি খান্খানান্!

মীরকাসিম। কেউ দেখ নি?

রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ। না জনাবালি!

মীরকাসিম। তাকে রক্ষীর দিকে ছুটে যেতে দেখ্‌লে, গুরগীন খাঁকে ফটক থেকে বেরুতে দেখ্‌লে, গুলির আওয়াজ শুন্‌লে, অথচ কে হত্যা করলে সেটা দেখ্‌লে না?

রায়দুর্লভ। শুধু ঐ টুকুই দেখি নি খান্‌খানান্‌!

রাজবল্লভ। আমি তখন চোখ বুজে দশমহাবিদ্যার নাম জপ কর্‌ছিলাম খোদাবন্দ!

জগৎশেঠ। আমি তখন রামনামামৃত পাঠ কর্‌ছিলাম জনাবালি!

মীরকাসিম। কিন্তু আমি জানি তোমরা দেখেছ। [সকলে সভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল] সত্য বল, নইলে এখনই আমি তোমাদের কুকুরের মত হত্যা কর্‌বো। কে আছিস্‌? আমার পিস্তল—

রায়দুর্লভ। [ঢোক গিলিতে গিলিতে] হত্যা করেছিল জনাবালি!

জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ। হ্যাঁ, করেছিল খোদাবন্দ!

মীরকাসিম। কে গুরগীন খাঁ—না তার ভাই?

সকলে। তার ভাই।

মীরকাসিম। মিথ্যা কথা বলার শাস্তি কি জানো?

সকলে। [নতজানু হইয়া] মার্জ্জনা—খোদাবন্দ!

মীরকাসিম। যাও—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান!

[রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ কুর্ণিশ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।]

মীরকাসিম। দেখ্‌লে নজাফ খাঁ, কত সহজে কেমন সুন্দর মীমাংসা হ'য়ে গেল। এখন কেবল বাকী রইলো গুরগীন খাঁ, তাকে—তাকে তলব কর্‌বো যুদ্ধান্তে।

ফতেমা ও নাজামউদ্দৌলার প্রবেশ

মীরকাসিম। কে? ফতেমা বেগম! তোমার সঙ্গে কে?

ফতেমা। আমার ভাই।

মীরকাসিম। তোমার ভাই, অর্থাৎ সয়তান মীরজাফরের পুত্র। কে আছিস্?

ফতেমা। রক্ষীকে কেন জনাবালি?

মীরকাসিম। প্রয়োজন আছে।

রক্ষীর প্রবেশ

মীরকাসিম। এই দণ্ডে এই যুবককে শৃঙ্খলিত ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ কর্। কাল প্রাতে ঘাতকহস্তে এর প্রাণদণ্ড হবে। বাঙ্গলাকে মীরজাফরহীন করতে হ'লে তার ঔরসজাত এই যুবককে আগে বধ করতে হবে, নইলে এই যুবক হ'তে বেইমানীর বীজ শুধু বাঙ্গলায় নয়—সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়্বে। দাঁড়িয়ে রইলি কেন কম্বক্ত্? নে, বন্দী কর্।

ফতেমা। [মীরকাসিমের পদতলে নতজানু হইয়া] বাঁদীর একটা আর্জ্জি জাঁহাপনা—

মীরকাসিম। কি আর্জ্জি তোমার?

ফতেমা। ভাই আমার বেইমান নয়—নবাব মীরকাসিমের মতই মহান, উদার, মহাপ্রাণ। যে ভাই শত্রুপুরীতে রাক্ষসী মাতা, সয়তান পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভগ্নীকে লজ্জা, অপমান, লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা ক'রে মহিমময়ী বেগমের যোগ্য সম্মানে সুদূর মুরশিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে পৌঁছে দিতে নিজে সঙ্গী হ'য়ে এসেছে, তার মহত্ত্বের কাছে

আপনার গর্ব্বোন্নত শির নত না হ'লেও আমার শির চিরদিনের মত নুয়ে থাক্‌বে। যদি শাস্তি দিতে চান, আমায় শাস্তি দিন,—নিরপরাধ ভাইটীর উপর দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করুন জনাবালি !

মীরকাসিম। বাঁদীর শত অনুরোধেও মুক্তি তোমায় দেবো না যুবক। তোমায় দেবো—[কোষ হইতে তরবারি লইয়া] এই তীক্ষ্ণধার তরবারি—তুমি দৃঢ়হস্তে এই তরবারি ধারণ ক'রে আজ হ'তে আমার পাশে এসে দাঁড়াও ভাই ! এ দুনিয়ায় আমি একা—নিতান্তই একা, তুমি আমার দোসর হও ভাই !

নাজাম। জনাবের স্নেহের উপহার আমি মাথা পেতে নিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি—প্রয়োজন হয়তো জনাবের জন্য, দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হবো না।

মীরকাসিম। নজাফ খাঁ, ফতেমা বেগম, আমাদের নবাগত অতিথি এবং পরমাত্মীয়কে যোগ্য সম্বর্দ্ধনা ক'রে নিয়ে এসো—

[অগ্রগামী হইলেন, নজাফ খাঁ নাজামউদ্দৌলার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন, ফতেমা তাহাদের অনুসরণ করিল।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিরাঝিল—প্রাসাদ-কক্ষ

মীরজাফর ও মণিবেগম কথোপকথন করিতেছিলেন

মণি। শুনেছ নবাব, কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে ?

মীরজাফর। জয় হয়েছে ! কেমন ক'রে হ'লো মণিবেগম ?

মণি। যেমন ক'রে পলাশী-প্রাঙ্গণে ইংরেজ-কোম্পানীর জয় হয়েছিল, এখানেও ঠিক তেমনি।

মীরজাফর। পলাশী-প্রাঙ্গণে ইংরেজের জয় হয়েছিল আমাদের বেইমানীতে। মীরকাসিমের সেনাদলের মধ্যে তাহ'লে মীরজাফর, ইয়ার লতিফের দল জুটেছে নিশ্চয়। নইলে অগণিত সেনা, অফুরন্ত রণসম্ভার নিয়ে মুষ্টিমেয় ক'টা ইংরাজ-সেনার কাছে পরাজিত হ'লো কেন ? ভাঙ্গন ধরেছে মণিবেগম, ভাঙ্গন ধরেছে ; বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হ'তে আর বিলম্ব নেই মণিবেগম !

মণি। মীরকাসিমের উদয়নালার দুর্গ সুরক্ষিত।

মীরজাফর। যতই সুরক্ষিত হোক্—মীরজাফরের দল যখন আছে, তখন সুরক্ষিত দুর্গ অরক্ষিত হ'তে বেশী বিলম্ব হবে না। মীরজাফরের দল—মীরজাফরের দল ! চমৎকার ! এই বাংলা মুলুকের নবাবী অর্জ্জন করতে খাসা সুনাম পেয়েছি—! সারা দেশে লোকের মুখে মুখে ঐ নাম ! পলাশী-প্রাঙ্গণের রণে মৃত্যু বরণ ক'রেও মোহনলাল, মীর-

মদনের নাম এতখানি প্রচারিত হয় নি, যতখানি প্রচারিত হয়েছে মীরজাফরের নাম। পথ চল্‌বার যো নেই। পথ চল্‌তে গেলে দলে দলে বালক-বালিকারা ছুটে এসে আমার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত ক'রে বলে,—এই সেই মীরজাফর—এই সেই বেইমান! এতখানি সুনাম সত্ত্বেও আবার আমি বসেছি নবাবী তক্তে!

মণি। এখন মনে কর্‌লে তো দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ কর্‌তে পারো নবাব? চেষ্টা কর্‌লে এখনো তো হ'তে পারো তুমি বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব।

মীরজাফর। গোলামিত্বের অক্টোপাশে আবদ্ধ, বেনিয়া-কোম্পানীর হাতের খেলার পুতুল মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ আবার ফিরিয়ে আন্‌বে বাংলার স্বাধীনতা? এ যে জাগ্রতে খোয়াব মণিবেগম! বাংলার স্বাধীনতা অর্জ্জন যার দ্বারা সম্ভব হ'তো, তারই ধ্বংসের আয়োজন করেছি আমি। এইখানেই কি বেইমানীর শেষ হবে? হবে না। এখনো যে অনশনে অর্দ্ধাশনে থেকেও বাংলার লোক ক'টা বেঁচে রয়েছে? করাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে—সুজলা সুফলা সোনার বাংলা শ্মশান হ'তে আর বেশী বিলম্ব নেই—বেশী বিলম্ব নেই!

মণি। নবাব, সমস্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যার দায়িত্বভার ঘাড়ে নিয়ে এরূপ উন্মাদের প্রলাপ তোমায় সাজে না।

মীরজাফর। ঠিক বলেছ মণিবেগম! উন্মাদের প্রলাপই বটে! এই বেইমানের দেশে একমাত্র বেইমানী ভিন্ন যা কিছু কর্‌বো—যা কিছু বল্‌বো, তাই হবে উন্মত্ততার নিদর্শন! আমি যে বেইমানের সেরা মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ—পরের সর্ব্বনাশ ছাড়া আমার যে আর কিছু কর্‌তে নেই—সয়তানের কাছে গুণাগার হবো যে?

মণি। এই উন্মত্ততার অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নূতন উদ্যমে

দৃঢ়হস্তে বাংলার শাসন-রজ্জু ধারণ কর। রাজ্যবাসী জনগণকে দেখিয়ে দাও মীরকাসিম অপেক্ষা তুমি একজন যোগ্যতর শাসনকর্ত্তা। শাসনে, পালনে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় মুছে ফেল তোমার পূর্ব্ব-অর্জ্জিত সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা।

মীরজাফর। তোমার স্বপ্নে-রচা আসমানের সৌধ ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজবাজীর মত মিলিয়ে যাবে। কারণ, আমি তো নবাব হ'তে পারি নি মণিবেগম, আমি হয়েছি ইংরাজ-কোম্পানীর গোলাম—ক্রীতদাস! নিজের শৌর্য্যে মসনদ জয় করি নি—ক্রয় করেছি তোমার অলঙ্কারের বিনিময়ে! যা হয় না, তা হবে না—হ'তে পারে না মণিবেগম!

মণি। তবু তোমায় চেষ্টা করতে হ'বে নবাব! হ্যাঁ, আর একটা কথা—

মীরজাফর। কি কথা মণি?

মণি। উদয়নালার দুর্গ দুর্ভেদ্য হ'লেও সেখানকার যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

মীরজাফর। আমিও তাই আশা করি মণিবেগম!

মণি। কিসে?

মীরজাফর। এক মীরজাফর পুষে সিরাজের শোচনীয় পরিণাম; মীরকাসিম পুষেছে মীরজাফরের দল, পরিণাম বুঝতে কি আর বাকী থাকে মণিবেগম? ওকি! কে গায়?

মণি। বোধ হয় কোন ভিখারী!

মীরজাফর। কে আছিস্? গায়ককে এইখানে পাঠিয়ে দে—

মণি। এ আবার তোমার কি খেয়াল?

মীরজাফর। ভাল কিছু করতে পারি নে ব'লে কি ভাল কিছু শোন্‌বারও আমার অধিকার নেই মণিবেগম?

গাহিতে গাহিতে চন্দনের প্রবেশ

চন্দন।   গীত

মরণ-প্লাবনে বুঝি ভেসে যায় সন্তানগণ কাঁদে।
সাগরগামিনী মত্ত তটিনী কে রোধিবে বালির বাঁধে ॥
নয়নের ধারা গিয়াছে শুকায়ে ক্ষুধার তাড়নায়,
ক্ষুধিত সন্তানে বুকে চেপে ধরি জননী মূরছা যায়,
শুধু ওঠে রোল দিকে দিকে,
খেতে দাও ওগো ক্ষুধিতকে,
ভাগ্যতাড়িত জনগণ আজি দুর্ব্বার পরমাদে ॥

চন্দন। শুন্‌তে পাচ্ছেন—বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা, আর্ত্তের ঐ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ? আপনারই আশ্রিত দীন প্রজা করাল দুর্ভিক্ষের তাড়নে অনাহারে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে প্রতিদিন দলে দলে মরণ বরণ কর্‌ছে, আর আপনি তাদের ধর্ম্মসঙ্গত রক্ষক হ'য়ে পরমানন্দে ভোগবিলাসে অলস প্রহর যাপন কর্‌ছেন! চমৎকার! খুলে দিন—খুলে দিন আপনার নবাব-ভাণ্ডার—যাতে সঞ্চিত রয়েছে সমস্ত মুলুকের খাদ্যশস্য। অনাহারক্লিষ্ট আর্ত্ত প্রজাগণের বাঁচ্‌বার উপায় করুন জনাব!

মণি। কে তুমি বালক? তোমার এ অনধিকার চর্চ্চা কেন?

চন্দন। অধিকারী হ'য়েও যখন আপনাদের সে কথা ভাব্‌বার অবসর নেই, তখন অনধিকার চর্চ্চা না ক'রে আর উপায় কি?

মণি। অল্প বয়সে বেশ পেকে উঠেছ দেখ্‌ছি যে!

চন্দন। বৃদ্ধেরা জীবনের শেষ সীমায় এসেও যদি বাঁচ্‌তে সুরু করে, অল্প বয়সে না পেকে আর আমাদের উপায় কি বলুন?

মণি। অশিষ্ট বালক!

চন্দন। ভুল করছেন কেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি মাত্র, অশিষ্ট আচরণ কিছু করি নি।

মীরজাফর। চুপ কর মণি! বালক, তোমার পরিচয় তো দিলে না?

চন্দন। আমি মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র—চন্দন।

মণি। তুমি দেওয়ান নন্দকুমারের পুত্র! ও—তা তোমার পিতাকেই কেন বল না তোমাদের খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার খুলে দিতে ঐসব ক্ষুধিত জনগণের সম্মুখে—

চন্দন। সে বিষয়ে বিচার করবেন পিতা, আপনি নন।

মণি। আর আমাদের সম্বন্ধে বিচারকর্ত্তা বুঝি তুমি? যাই হোক, তুমি ভুল পথে এসেছ বালক! নবাব-ভাণ্ডারের খাদ্যশস্যে নবাবের কোন অধিকার নেই, এর মালিক ইংরেজ-কোম্পানী,—আর তা ব্যয়িত হবে বর্ত্তমান যুদ্ধে—বুঝেছ?

চন্দন। আমি তো আপনাকে কোন অনুরোধ করি নি, আপনার কৈফিয়ৎ দেবারও প্রয়োজন নেই। আমি আমার প্রার্থনা জানিয়েছি নবাবের কাছে, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করার ইচ্ছা অনিচ্ছা তাঁর।

মীরজাফর। মণি! মণি! বালকের প্রার্থনা পূর্ণ কর—নবাব-ভাণ্ডার খুলে দাও। আগে প্রজারা বাঁচুক, তারপর—

মণি। তারপর? তারপর যুদ্ধের ভাবনা ভাববো? তা হয় না নবাব! খাদ্যশস্য আমার—যুদ্ধে ব্যয়িত হবে ব'লে সঞ্চিত করেছি—তোমার প্রজাকে বাঁচাতে গিয়ে পরাজয়কে আমন্ত্রণ ক'রে আনতে পারবো না।

চন্দন। প্রয়োজন নেই নবাব, পূর্ণ থাকুক যেমন আছে আপনার

ঐ খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বুভুক্ষু প্রজারা তার এক কণিকাও স্পর্শ করবে না। তারা অনাহারে মরবে, তবু হৃদয়হীনা গণিকা-পরিচালিত নবাবের অনুকম্পার দান এতটুকুও গ্রহণ করবে না।

[দ্রুত প্রস্থান।

মীরজাফর। মণি—মণি—

মণি। তুমি অসুস্থ—বিশ্রাম করবে এসো—

[মীরজাফরের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বক্রেশ্বরের গৃহ

বক্রেশ্বর ও জোনাকী কথোপকথন করিতেছিল

জোনাকী। ঘরে ব'সে ব'সে ঐ সব চুলোর শাস্তর আর সংসকেত্তন আওড়ালেই বুঝি পেট ভরবে রে হতচ্ছাড়া? ভিরকুট বিচির জোগাড় কর্, নইলে ভিরকুটী চল্‌বে কিসে? এদিকে যে মা-লক্ষ্মী শুধু বাড়ী ছাড়া নয়, দেশ ছাড়া! পুকুরের কলমী শাক সেদ্ধ খেয়ে ক'দিন চল্‌বে?

বক্রেশ্বর। কলম্বী শাককে অমন তাচ্ছিল্য ক'রো না খদ্যোতিকা, ঐ শাক-সম্রাজ্ঞী কলম্বীতে খাদ্যপ্রাণ আছে; দেহের পরিপুষ্টিসাধনে শোণিতবর্দ্ধনে আর সর্ব্বোপরি তোমার ন্যায় ক্রোধনস্বভাবা নারীর মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখ্‌তে—ঐ শাক-সম্রাজ্ঞী একাধারে আহার্য্য আর ঔষধি!

জোনাকী। কি বল্‌লি মুখপোড়া, আমার কুঁদুলে স্বভাব? আমি তোর পাকা ধানে মই দিয়েছি, না তোর বুকে ব'সে দাড়ী উপড়েছি,

না তোকে চিতেয় শুইয়ে মুখে আগুন দিয়েছি ? বল্ হতচ্ছাড়া, আমি কুঁদুলী কিসে ? নইলে খ্যাংরার চোটে তোর হাড় একদিকে আর মাস একদিকে কর্‌বো।

বক্রেশ্বর। মা চটো—খদ্যোতিকা, মা চটো। আমি তো বলি নি তোমায় কোন্দলপরায়ণা—আমার বাক্‌রশ্মি এতখানি অসংযত কখনো হবে না—হ'তে পারে না। আমি তোমায় বলেছি ক্রোধন-স্বভাবা, অর্থাৎ কথঞ্চিৎ উগ্র।

জোনাকী। তবে রে মুখপোড়া আবার সংসকেত্তন ক'রে গাল দেওয়া হচ্ছে ? আমি উগ্‌গুর্—এর মানে বুঝিনে মনে করেছিস্ ?

বক্রেশ্বর। কি বুঝেছ—প্রিয়তমে ?

জোনাকী। থাক্, আর ন্যাওটাপনায় কাজ নেই। মনে করিস্ নি তুই আমায় উড়ে ব'লে পার:পেয়ে যাবি। আমি যদি উড়ে হই তো তুই কি রে হতচ্ছাড়া ? তুই ধাঙ্গর—তুই মুদ্দফরাস—তুই যাচ্ছে তাই।

বক্রেশ্বর। কলম্বী শাক ভক্ষণ ক'রে আরও দিন কতক মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ কর তুমি খদ্যোতিকা, তাহ'লে আর আমার দেহ হ'তে অস্থি মাংস পৃথক কর্‌বার স্পৃহা থাক্‌বে না, আর থাক্‌লেও দেহে মাংসের অস্তিত্ব থাক্‌বে না, থাক্‌বে শুধু চর্ম্মাবৃত অস্থি !

জোনাকী। বলি, তুই চালের যোগাড়ে যাবি কি না ?

বক্রেশ্বর। কোথায় যাবো খদ্যোতিকা ? দেশশুদ্ধ লোক চালের অভাবে বেচাল হ'য়ে গেছে,—আমি কার দ্বারস্থ হবো ?

জোনাকী। পার্‌বি নে যদি বিয়ে করেছিলি কেন ?

বক্রেশ্বর। ভুল করেছি—ঝক্‌মারি করেছি,—আমায় মার্জ্জনা কর।

জোনাকী। এত বোকা আমায় পাস্ নি—বলি যাবি কি না ?

বক্রেশ্বর। পুকুরের কলম্বী শাকগুলো শেষ হোক্, তখন না হয় দু'জনে একসঙ্গেই যাত্রা করবো।

জোনাকী। আমি আবার কোথায় যাবো রে হতচ্ছাড়া ?

বক্রেশ্বর। না গেলে উপবাস আশ্রয় করতে হবে তোমাকে।

জোনাকী। কেন, তুই চাল নিয়ে ফিরবি নে ?

বক্রেশ্বর। এখানে তবু তোমার কৃপায় কলম্বী অবলম্বী হ'য়ে আছি, পথে বেরুলে ধুলোমাটি সার হবে—প্রত্যাবর্ত্তনের কোন আশাই থাকবে না।

জোনাকী। হ্যাঁ রে, বলিস্ কি রে ? সবাই কি আমাদের মত কলম্বী শাক খেয়ে দিন কাটাচ্ছে ?

বক্রেশ্বর। তাদের তুলনায় আমরা ভাগ্যবান। তারা গাছের পাতা শেষ ক'রে ঘাস ধরেছে, বোধ হয় মাঠের ঘাসও শেষ হ'য়ে গেল। গরু ছাগল মানুষ—সবাই খেলে আর কতক্ষণ ?

জোনাকী। ওমা, বলিস্ কি ! ঘাস খাচ্ছে ?

বক্রেশ্বর। তাও বোধ হয় শেষ হ'য়ে গেল ; এইবার মানুষে মানুষ খাবে।

জোনাকী। ওমা, তাহ'লে কি হবে গো ! কথা শুনে যে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে !

বক্রেশ্বর। যাক্—তা যাক্, তবু খানিকক্ষণের জন্য পেট ভরা থাকবে !

জোনাকী। ওরে হতচ্ছাড়া, এই কথা নিয়ে আবার মস্করা করছিস।

বক্রেশ্বর। ঐ মস্করাই এখন রসকরার কাজ করছে প্রিয়তম নইলে ভয়ে ভাবনায় এতক্ষণ ভিরমী যেতে।

জোনাকী। হ্যাঁগা, তাহ'লে কোথায় যাবে ?

বক্রেশ্বর। এই সোজা পথ ধ'রে,—যে পথে গেলে যমের বাড়ীটা কাছে হয় !

জোনাকী। ওমা, বল কি গো? এই কাঁচা বয়সে যমের বাড়ী যাবো কি গো? ওগো মাগো—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! কেন তুমি আমায় এমন হতচ্ছাড়ার হাতে দিয়েছিলে গো! আমার গলায় কলসী বেঁধে জলে ফেলে দাও নি কেন গো! ওগো মা গো—

বক্রেশ্বর। ওগো শ্বশ্রুমাতা গো, এ মহাভ্রম কেন করলেন গো? এখন আদেশ করুন গো. দড়ি কলসীর ব্যবস্থা ক'রে আপনার কন্যার শেষ আশা পূর্ণ করি গো!

জোনাকী। সময় বুঝে তুমিও আবার ঠাট্টা সুরু করলে যে গো।

বক্রেশ্বর। এর পর যে আর সময় পাবো না গো!

গাহিতে গাহিতে বকাউল্লার প্রবেশ

বকাউল্লা। **গীত**

কিসের মায়ায় রইলি প'ড়ে বেরিয়ে চল পথে!
মরণ তোদের ডাকছে ওরে তুলে নিতে রথে॥
পথের যাত্রী ঘরে ঘরে,
পেছিয়ে কেন থাকবি প'ড়ে,
ঘুচবে জ্বালা আগে গেলে আয় না আমার সাথে॥

[প্রস্থান।

জোনাকী। হ্যাগা, ও কি ব'লে গেল?

বক্রেশ্বর। পাগলের খেয়াল, যা মনে এলো, তাই ব'লে গেল। পথে বেরুলেই যে মৃত্যু—সেটা মিথ্যে বলে নি। আর ঘরে থাকলেও যে যন্ত্রণা—সে কথাও সত্যি।

জোনাকী। তাহ'লে কি করবে? ঘরেও থাকবে না—পথেও বেরুবে না!

বক্রেশ্বর। সেই কথাই ভাব্ছি জোনাকি, কি কর্‌বো।

জোনাকী। কলমীশাকের রসে আর কতক্ষণ যুঝ্‌বে? ভাব্‌তে ভাব্‌তে পড়্‌বে মাথা ঘুরে,—তারপর?

বক্রেশ্বর। তারপর পথের কাজটা ঘরেই সমাধা হবে।

জোনাকী। হ্যাঁগা, তুমি কি বল তো! সর্ব্বনাশের কথা নিয়েও ঠাট্টা!

বক্রেশ্বর। সর্ব্বনাশ হ'লেই তো সব শেষ হ'য়ে যাবে জোনাকি, আর সময় পাবো কখন? দেশশুদ্ধ লোকের যে দশা, আমাদেরও সেই দশা,—কাজেই মন এখন ভাবনা চিন্তার বাইরে! তাই ইচ্ছে হ'চ্ছে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটা পর্য্যন্ত উপভোগ কর্‌তে, তা কি হবে জোনাকি? এত বড় ভাগ্য কি আমাদের হবে? তবু শেষ আশা, শেষ চেষ্টা একবার কর্‌বো। হুজুরের বাড়ী আর একবার যাবো; যদি তিনি যুদ্ধের থেকে ফিরে এসে থাকেন—যদি দেখা হয়, হয়তো আরও দু'একটা দিন বাঁচবার উপায় হবে। এসো জোনাকি, আমরা পথে বেরুবার জন্য তৈরী হইগে।

জোনাকী। মা কালি, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

মুঙ্গের-দুর্গ—মন্ত্রণাগার।

মীরকাসিম ও নজাফ খাঁ কথোপকথন করিতেছিলেন

নজাফ। কাটোয়া আর গিরিয়ায় আমাদের পরাজয় হ'য়েছে, এ সংবাদ জাঁহাপনা শুনেছেন বোধ হয়?

মীরকাসিম। শুনি নি, তবে জান্‌তুম।

নজাফ। জান্‌তেন!

মীরকাসিম। সেই দিন থেকে বুঝেছিলুম নজাফ খাঁ, যে দিন গুরগিন খাঁর ভাই রক্ষীকে হত্যা কর্‌লে আর গুরগীন খাঁ সে কথা গোপন ক'রে দোষটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিলে। আর এটাও বুঝেছিলুম যে, গুরগীন খাঁ বেইমানদের দলের একজন।

নজাফ। হয়তো তা নাও হ'তে পারে জনাবালি!

মীরকাসিম। মানুষের উপর সরল বিশ্বাসেই হয়তো তুমি একথা বল্‌ছো নজাফ খাঁ, কিন্তু আমি ভুক্তভোগী, মানুষের উপর সরল বিশ্বাসের ফল হাতে হাতে পেয়েছি—পাচ্ছি—পাবো, তবু আজও পার্‌লুম না মানুষ চিন্‌তে!

রক্তরঞ্জিতহস্তে সশস্ত্র নাজামদ্দৌলার প্রবেশ

মীরকাসিম। একি মূর্ত্তি তোমার নাজামদ্দৌলা?

নাজাম। আমি হত্যা করেছি—জনাবালি!

মীরকাসিম। কাকে হত্যা করেছ তুমি?

নাজাম। বেইমান সের আলিকে, এইবার ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ খাঁর পালা।

মীরকাসিম। এদের অপরাধ ?

নাজাম। গিরিয়ার যুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের মূলে ঐ সের আলি। বেইমান পলায়নপর ইংরেজ-সৈন্যদের ফিরিয়ে এনে কৌশলে জয়শ্রী তাদের হাতে তুলে দিলে। আর এই বেইমান ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ খাঁ কাটোয়ার যুদ্ধে যখন দেখ্‌লে তকী খাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে ইংরাজ-সেনাদল পরাজিত—ধ্বংসপ্রায়, তখন সে নিজের সেনাদল হটিয়ে নিলে। তকী খাঁ প্রাণপণ ক'রেও—নিজের প্রাণ দিলে, তবু জয়ী হ'তে পার্‌লে না। নিশ্চিত জয়াশা যেখানে, সেখানে এমন শোচনীয় পরাজয় কে সইতে পারে জনাবালি ? দুঃসংবাদটা পেয়ে উত্তেজিত হয়েছিলুম—সম্মুখে পেলুম বেইমান সের আলিকে—আমি আর ধৈর্য্য ধারণ কর্‌তে পারলুম না জাঁহাপনা ! বেইমানকে হত্যা করেছি, এতে যদি অপরাধী হ'য়ে থাকি, আমায় শাস্তি দিন জনাবালি ! [নতজানু হইল]

মীরকাসিম। [নাজামকে সযত্নে উঠাইয়া আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন, অনন্তর স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার খুলিয়া বলিলেন] অপরাধী বন্ধু, শুধু আলিঙ্গনই তোমার যোগ্য পুরস্কার নয়— তোমার যোগ্য পুরস্কার পাবে যুদ্ধান্তে। উপস্থিত আমার এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর দান এই মুক্তাহার কণ্ঠে ধারণ ক'রে আমাকে ধন্য কর। [মুক্তাহার প্রদান]

রায়দুর্ল্লভ, রাজবল্লভ ও জগৎশেঠের প্রবেশ

রায়দুর্ল্লভ। শুনলুম কাটোয়া আর গিরিয়ায় নাকি আমাদের পরাজয় হয়েছে জনাবালি ?

মীরকাসিম। পরাজয় তোমাদের হবে কেন—তোমরা জয়ী হয়েছ, পরাজিত হয়েছে মীরকাসিম।

রায়দুর্লভ। সেকি কথা জনাবালি! আমরা যে জনাবের তাঁবেদার গোলাম!

রাজবল্লভ। এই শোচনীয় পরাজয়ে আমরা একেবারে মর্ম্মাহত!

জগৎশেঠ। অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস!

মীরকাসিম। এই অদৃষ্ট রচনা করেছে কে শেঠজি? আপনারা না?

জগৎশেঠ। কি বল্‌ছেন জাঁহাপনা, আমরা আপনারই একান্ত অনুগত; সাতেও নেই—পাঁচেও নেই।

রায়দুর্লভ। আপনার দুঃখে কেঁদে মরি, সুখে উল্লাস করি!

রাজবল্লভ। জনাবের মঙ্গলকামনাতেই তো এ জীবন উৎসর্গ করেছি।

মীরকাসিম। তা দেখ্‌ছি। চেষ্টা কর জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে, কাজে না লাগুক্, অকাজে লাগ্‌বে পুরো মাত্রায়।

রাজবল্লভ। ভুল বুঝবেন না জনাবালি!

মীরকাসিম। ভুলের জন্যই সিরাজের শোচনীয় পরিণাম। আবার ঐ ভুলের জন্যই আজ আমি বিপন্ন, সংশোধনের সময় পেলুম না, যুদ্ধে যদি জয়ী হই, তবে—

রাজবল্লভ। জাঁহাপনা অন্যায় সন্দেহ করছেন। জাঁহাপনার মঙ্গল-চিন্তা ভিন্ন যদি অন্য চিন্তা ক'রে থাকি, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়।

মীরকাসিম। মুঙ্গের-দুর্গের মন্ত্রণাকক্ষে বজ্রের প্রবেশ অধিকার নেই ব'লেই সাহস ক'রে একথা বলতে পার্‌লে রাজবল্লভ! ফাঁকা মাঠে

দাঁড়িয়ে বল্‌লে ফল কিন্তু অন্যরূপ হ'তো। বিনা মেঘেও বজ্র তার নিজের কাজ কর্‌তে দ্বিধা কর্‌তো না।

রায়দুর্লভ। আমাদের দুর্ভাগ্য, নবাবের জন্য—দেশের জন্য প্রাণ-পাত কর্‌ছি, তবুও আমাদের দুর্নাম গেল না!

মীরকাসিম। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যা অমর অক্ষরে লেখা রয়েছে, তা তো মোছবার নয় রায় রায়ান! যাক্, আপনারা বোধ হয় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, বিশ্রামের প্রয়োজন?

রায়দুর্লভ। কর্ত্তব্যের বোঝা যাদের মাথায়, তাদের আর বিশ্রাম কর্‌বার অবসর কৈ জনাবালি?

গুরগীন খাঁর প্রবেশ

গুরগীন। বণ্ডেগী your Excellency. (ইওর একসেলেন্সি)

মীরকাসিম। এসো গুরগীন, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম।

গুরগীন। what for your Excellency? (হোয়াট্ ফর্ ইওর একসেলেন্সি?)

নজাফ। কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধে যে গৌরব অর্জ্জন করেছ, জাঁহাপনা তার জন্য পুরস্কার দেবেন কি না তাই!

গুরগীন। This is no joke but down right insult. (দিস্ ইজ্ নো জোক্ বাট্ ডাউন রাইট্ ইন্‌সাল্ট) টুমি আমার অপমান করিটেছ!

নজাফ। অপমান কোথায় সাহেব? তোমার বাহাদুরীর একটু মুখরোচক সমালোচনা—আর কিছুই নয়।

গুরগীন। Shut up. (সাট্ আপ্) এ হামি বর্‌ডাষ্ট করিবে না।

[তরবারি কোষমুক্ত করিল]

নজাফ। খান্‌খানানের সামনে এ ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয় [তরবারি নিষ্কাসন]

গুরগীন। A step more and you are a dead man. (এ ষ্টেপ মোর এ্যাণ্ড ইউ আর এ ডেড ম্যান্) [গুরগীনের আক্রমণ]

নজাফ। [মুহূর্ত্তে মুক্ত তরবারি দ্বারা তাহার আক্রমণ প্রতিহত করিল]

মীরকাসিম। গুরগীন খাঁ—নজাফ খাঁ—

[উভয়ে নিরস্ত হইল]

নজাফ। মার্জ্জনা করুন জাঁহাপনা, জনাবের সম্মুখে বেতমিজ সেনানায়কের ঔদ্ধত্য বরদাস্ত কর্‌তে পারি নি, তাই আমি তার আক্রমণ প্রতিহত করেছি।

মীরকাসিম। গুরগীন খাঁ, তোমার ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়,—তবুও আমি তোমায় কিছু বল্‌তে চাই না।

গুরগীন। Excuse me your Excellency. (এক্সকিউজ মি ইওর একসেলেন্সি)

মীরকাসিম। গুরগীন খাঁ, তোমার মিথ্যা ধরা পড়েছে। আমার রক্ষীকে হত্যা করেছে তোমার ভাই—তুমি নও।

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ জনাবালি, পিক্রুস্ না ফিক্রুস্ কি নাম তার।

মীরকাসিম। শুন্‌লে গুরগীন, তোমার বোধ হয় আর কিছু বল্‌বার নেই? আমি তোমার ভাইয়ের পরিচয়ও পেয়েছি, সে মীরজাফরের নাচওয়ালী বেগমের চর,—কাজেই সে যে আমার শত্রুপক্ষীয়, এ কথা আর নূতন ক'রে বোঝাতে হবে না। আমি জান্‌তে চাই, কোন্ স্বার্থ-সিদ্ধির অজুহাতে তুমি জেনে শুনে এত বড় একটা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়েছ? আমার নেমক খেয়ে শত্রু জেনেও কেন তুমি তাকে বন্দী

কর নি? কি উদ্দেশ্যে সত্য গোপন ক'রে তুমি শুধু প্রতারণা নয়—নেমকহারামী করেছ? আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাই।

গুরগীন। কৈফিয়ট্—Explanation (এক্সপ্লানেসন্) হামি কৈফিয়ট্ ডিবে না।

মীরকাসিম। দেবে না কৈফিয়ৎ?

গুরগীন। হামাকে শাষ্টি ডিটে পারেন, লেকিন হামি কৈফিয়ট্ ডিবে না।

মীরকাসিম। শাস্তি তোমায় দেবো গুরগীন খাঁ! কে আছিস্? [রক্ষীর প্রবেশ] না, তুমি যাও—[রক্ষীর প্রস্থান] এতদূর কর্‌বো না। নজাফ খাঁ!

নজাফ। জনাবালি!

মীরকাসিম। গুরগীন খাঁকে নিরস্ত্র কর, আর যতদিন না কৈফিয়ৎ দেয়, ততদিন তাকে নজরবন্দী রাখ্‌বে।

[নজাফ খাঁ গুরগীনকে নিরস্ত্র করিল, গুরগীন
একটী কথাও বলিল না।]

নজাফ। এসো সাহেব—

[নজাফের সঙ্গে গুরগীন গমনোদ্যত হইল]

মীরকাসিম। এখন বুঝতে পার্‌ছি কাটোয়া আর গিরিয়ায় আমাদের পরাজয়ের কারণ কি!

গুরগীন। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া কঠোরস্বরে] what? (হোয়াট্) কাটোয়ায় আউর গিরিয়ায় আংরেজ-কোম্পানী জিটিল কেন? সে কি হামার ডোষ? No—no your Excellency. (নো—নো ইওর এক্‌সেলেন্সি) গিরিয়ায় টোমার জেনারেল সের আলি খাঁ বেইমানী করিল। আংরেজ-লোক পলাইটে ছিল, ওহি সের আলি

চালাকি করিয়া টাহাডের ফিরাইয়া আনিয়া লড়াই জিটাইয়া ডিল। কাটোয়ায় টকী খাঁ জিটিটে ছিল, ফৌজডার সৈয়দ মহম্মড খাঁর বেইমানিতে টকী খাঁ মরিল—আংরেজ লড়াইভি জিটিল। হামার কুছু ডোষ না আছে।

[নজাফ খাঁর সহিত প্রস্থান।

মীরকাসিম। চমৎকার দুনিয়া! শত্রু মিত্র চেনা যায় না!

[প্রস্থান।

[রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া হাস্য করিতে লাগিল।]

রায়দুর্লভ। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে ভায়া, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে!

রাজবল্লভ। বাবা সত্যনারায়ণ, একটা হিল্লে লাগিয়ে দাও বাবা, তোমায় আমি ঘটা ক'রে সিন্নি দেবো।

জগৎশেঠ। খোস খবরটা মণিবেগমকে দিতে হবে, এসো একটা মতলব আঁটা যাক্।

রায়দুর্লভ। ঠিকই তো! চল—চল—

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতা—মীরজাফরের প্রাসাদ—নাচঘর।

মীরজাফর ও মণিবেগম কথোপকথন করিতেছিলেন

মীরজাফর। অকস্মাৎ এ উৎসব আয়োজনের কারণ কি মণিবেগম?

মণি। আমাদের প্রথম উদ্যম সফল হয়েছে, কাটোয়া ও গিরিয়ার যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি, আজ সেই বিজয়-উৎসব।

মীরজাফর। অর্থাৎ পরাধীনতার শৃঙ্খল আমাদের হাতের কাছে এসেছে—উৎসব কর্‌তে হবে বৈকি! বাংলার এমন ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আনন্দ কর্‌বো না?

মণি। কি বল্‌ছো নবাব, জয়ে তোমার আনন্দ হ'চ্ছে না?

মীরজাফর। জয়ে আনন্দ না হ'লেও আমার খুব আনন্দ হ'চ্ছে বেগম! কেন জানো? আমি বাংলার শত্রু কিনা, তাই বাংলার শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা কল্পনা ক'রে আমার হৃদয়ের আনন্দ-উৎস শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে!

মণি। তুমি নিজেকে ভুলে যাচ্ছো নবাব—তুমিই বাংলার ভাগ্য-বিধাতা।

মীরজাফর। তুমিই ভুল কর্‌ছো বেগম, বাংলার ভাগ্যবিধাতা আমি নই—ইংরাজ-কোম্পানী। তারা শাসনও কর্‌ছে, শোষণও কর্‌ছে, উপলক্ষ্য শুধু আমি।

মণি। রাজ্যরশ্মি তোমারই হাতে।

মীরজাফর। কিন্তু চালাবার শক্তি নেই আমার—চালাচ্ছে তারা।

যাক্, অবান্তর আলোচনায় তোমার উৎসবের অঙ্গহানি কর্‌বো না—ডাকো তোমার উৎসব-রঙ্গিনীদের।

মণি। কে আছিস্? সুরা আর নর্ত্তকী।

মীরজাফর। কিন্তু তোমার মাননীয় অতিথিদের তো দেখ্‌ছি না মণিবেগম?

মণি। তাঁরা সময়ের মূল্য বোঝেন, যথা সময়েই আস্‌বেন।

বান্দা আসিয়া পানপাত্রাদি রাখিয়া গেল এবং তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। নৃত্যগীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আসিলেন হেষ্টিংস ও পিদ্রুস্

হেষ্টিংস। বণ্ডেগী নবাব—বণ্ডেগী বেগম সাহেবা—

পিদ্রুস্। মণিবেগম জিন্দাবাদ! ঠিক আছে,—হামি লোক বিদেশী আড্‌মী আছে—drink (ড্রিঙ্ক) ভি বিলাটী আছে! Scotch Whisky—good—tre biain (স্কচ্ হুইস্কি—গুড্—ট্রে বিঁয়া)

[পিদ্রুস্ গেলাসে মদ্য ঢালিয়া একটা গেলাস হেষ্টিংসকে দিল এবং নিজে উপর্য্যুপরি কয়েকবার পান করিয়া বোতল ও গ্লাস রাখিয়া দিল। নর্ত্তকীগণ নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল।]

নর্ত্তকীগণ। গীত

মিলনের মধুর হাওয়া বইছে আজি জোছনায়।
মধুকর সুখ চুমাতে ফুল চামেলীর ঘুম ভাঙ্গায়॥

পেয়ে বঁধুর মধুর পরশ,
ফুল বাগিচা হ'লো সরস,
প্রাণ যেতে চায় উধাও হ'য়ে বঁধুর সাথে নিরালায় ॥
পাপিয়া বোলে পিয়া
খুসীতে ভরা হিয়া—
আলাপন চোখে চোখে পিয়ে রঙ্গিন সুধা পিয়ালায় ॥

পিদ্রুস্। Tarry a little (ট্যারি এ লিট্‌ল্) সবুর কর—[পানপাত্র পূর্ণ করিয়া হেষ্টিংসকে দিল এবং নিজে উপর্য্যুপরি কয়েকবার পান করিল] well (ওয়েল) কাম-কাজকা বাত্ কুছ্ হোবে, না নাচ-গানা চল্‌বে?

মণি। [নর্ত্তকীগণের প্রতি] তোমরা পাশের ঘরে অপেক্ষা কর—[নর্ত্তকীগণ কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেল।] পিদ্রুস্!—

পিদ্রুস্। Yes Begum. (ইয়েস্ বেগম)

মণি। তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

পিদ্রুস্। এক বাট্ money, (মণি) ডুস্‌রা বাট্ কাম। গুরগীন খাঁ ঠিক্ আছে—উডয়নালায় ডেখিয়া লইবে—লেকিন উও বড়া কড়া আড্‌মী আছে—রোপেয়া মাঙ্গিয়াছে।

মণি। টাকার জন্যে ভাবনা নেই পিদ্রুস্, টাকা আমি দেবো। তুমি আমার কাজ ক'রে দাও—(Left hand cash, right hand work. (লেফ্‌ট্ হ্যাণ্ড ক্যাস রাইট হ্যাণ্ড ওয়ার্ক)

মীরজাফর। দুর্ভেদ্য দুর্গ এই উদয়নালার—বহিঃশত্রুর প্রবেশের পথ নেই—এই দুর্গ জয় করতে সাহস কর মণিবেগম?

মণি। মণিবেগমের জীবনটাই যে অসাধ্যসাধন করতে জাঁহাপনা!

[জনান্তিকে] এই অর্দ্ধোন্মাদ, মদ্যপ পিক্রসের সাহায্যেই আমি সেই অসাধ্যসাধন করবো নবাব, তুমি দেখে নিও।

হেষ্টিংস। মণিবেগমকা মাফিক intelligent lady one in thousand. (ইনটেলিজেন্ট লেডি ওয়ান ইন থাউজেণ্ড)

মণি। আমার উপর বিশ্বাস রাখো সাহেব ?

হেষ্টিংস। certainly. (সারটেন্‌লি)

মণি। তাহ'লে যাও সাহেব, নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গে, যুদ্ধান্তে বিজয়োৎসবের আয়োজন ক'রে আবার তোমায় নিমন্ত্রণ করবো।

হেষ্টিংস। Very well. (ভেরি ওয়েল) বণ্ডেগী— [প্রস্থান।

মীরজাফর। সাহেবকে বিদেয় করলে যে মণিবেগম ?

মণি। বুঝতে পেরেছ ?

মীরজাফর। তোমার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলেও এটুকু বোঝবার ক্ষমতা আছে।

মণি। আমাদের গুপ্ত পরামর্শ ওকে জানতে দেবার আমার ইচ্ছে নেই। দুঃখ ক'রো না নবাব, অনেক সময় তোমাকেও জানানো প্রয়োজন মনে করি নে।

মীরজাফর। সেটা আমার উপর অবিচার নয়, সুবিচার। তা বর্ত্তমানে আমার থাকাটা যদি আপত্তিজনক মনে কর, আমি চ'লে যাচ্ছি—

মণি। কোন প্রয়োজন নেই নবাব, এখন থেকে আর কোন কথা তোমার কাছে গোপন রাখবো না। পিক্রস্ !

পিক্রস্। বেগম সাব্ !

মণি। গুপ্তচর মুখে শুনলুম গুরগীন নাকি মুঙ্গের-দুর্গে নজরবন্দী ?

পিক্রুস্। God knows. (গড্ নোজ্) হামি তো কুছু খবর জানে না।

মণি। জানো না? তাহ'লে এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহ'লে কি কর্‌বে মনে কর্‌ছো পিক্রুস্?

পিক্রুস্। এখোন কুছু বলিটে পার্‌বে না। হামি আজই মুঙ্গের যাবে—গুরগীন খাঁর সাঠে ডেখা করিবেই করিবে— আভি ত মওকা মিলিয়াছে, গুরগীন খাঁ Easily (ইজিলি) হাট হইয়া যাইবে। হামি দু'টী একটী বাট্ বলিবে আর গুরগীন নবাবের ডুস্‌মন হইয়া যাইবে।

মণি তাহ'লে তুমি আজই রওনা হও পিক্রুস্!

পিক্রুস্। লেকিন money. (মণি) Here is my left hand for money. (হিয়ার ইজ মাই লেপ্ট হ্যাণ্ড ফর্ মণি)

মণি। বায়না স্বরূপ এই নাও আমার হীরক-অঙ্গুরীয়—এর দাম খুব কম হয়তো দশ হাজার টাকা—

পিক্রুস্। But (বাট্) গুরগীন খাঁকে কি ডিবে?

মণি। এই নাও আর একটা।

পিক্রুস্। Now right hand work. (নাউ রাইট হ্যাণ্ড ওয়ার্ক) মণিবেগম জিন্দাবাদ—   [কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

মীরজাফর। চমৎকার!

মণি। কি চমৎকার? আমি—না আমার কাজ?

মীরজাফর। দুই-ই। উঠ্‌লে যে? উৎসব শেষ হ'য়ে গেল নাকি?

মণি। বলি—বিশ্রামও তো চাই। এসো—

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মুঙ্গের-দুর্গ—মন্ত্রণাগার

মীরকাসিম ও নজাফ খাঁ কথোপকথন করিতেছিলেন

মীরকাসিম। এর উপরেও কি তুমি আমায় বল্‌তে চাও নজাফ খাঁ, গুরগীন খাঁকে বিশ্বাস করতে?

নজাফ। আমার মনে হয় জনাবালি, সে তার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত, নবাবের সন্দেহ ভঞ্জন কর্‌তে সে এবার উদয়নালায় প্রাণপাত কর্‌বে।

মীরকাসিম। তাই যদি কর্‌বে, তবে সে কৈফিয়ৎ দিলে না কেন?

নজাফ। সত্যি জনাব, লোকটা কেমন একগুঁয়ে, হয়তো এটা তাদের জাতের ধর্ম্ম। হীন বন্দীর মত নজরবন্দী আছে, অথচ কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নয়।

মীরকাসিম। আমার মনে হয়, তাকে হত্যা কর্‌বার ভয় দেখালেও সে কৈফিয়ৎ দেবে না।

নজাফ। আমারও তাই মনে হয় জনাবালি, কারণ, সে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী—প্রাণের মায়া রাখে না।

মীরকাসিম। তুমি এর অতীত জীবনের কোন কথাই জানো না। দীন দরিদ্র ছিল—পথে পথে ঘুরে গজে মেপে কাপড় বিক্রি কর্‌তো। আমি সেই অবস্থায় তাকে এনে সেনা-বিভাগে ভর্ত্তি ক'রে দিই। তারপর ক্রমে ক্রমে তাকে সেনাপতি-পদে উন্নীত করি। ধন,

মান, যশ, প্রতিপত্তি, সবই তার আমা হ'তে; তাই তাকে আমি বিশ্বাস কর্‌তুম। সেই গুরগীন খাঁ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে! এই দুনিয়ার মানুষ! দুনিয়ার সবই কি উল্টে গেছে নজাফ খাঁ? চুপ ক'রে রইলে যে? উত্তর দাও। দিনরাত যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা—বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের কথা আর অসার মন্ত্রণা নিয়েই কেটে যাচ্ছে, দুর্গের বাইরে যাবার অবসর হয় না; তাই বুঝ্‌তে পারি নে পরিবর্ত্তনশীল জগতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে কি না!

নজাফ। তাহ'লে গুরগীন খাঁর সম্বন্ধে কি স্থির করলেন জনাবালি?

মীরকাসিম। কিছুই তো স্থির কর্‌তে পারি নি—পার্‌ছি নি। তুমি বল্‌তে পার কি করা উচিত? আবার কি তুমি তাকে বিশ্বাস কর্‌তে বল? দেখ নজাফ খাঁ, সিরাজ যে অবস্থায় পড়েছিল, আমিও ঠিক সেই অবস্থায় পড়েছি। কথায় ও কার্য্যে সে বারবার মীরজাফরের উপর বিশ্বাস হারাতো, বারবার তাকে তলব কর্‌তো, তিরস্কার কর্‌তো, শেষ অনুনয় কর্‌তেও দ্বিধা কর্‌তো না। আর মীরজাফর কি কর্‌তো জানো? সে বারবার মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌তো এমন কি পবিত্র কোরাণ ছুঁয়েও শপথ কর্‌তো, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—শপথ ভঙ্গ কর্‌তে মীরজাফরের বেশী বিলম্ব হ'তো না।

নজাফ। বেইমান!

মীরকাসিম। এও যদি ঐ দলের হয় নজাফ খাঁ, তাহ'লে আমার কর্ত্তব্য কি?

নজাফ। তাই তো জনাবালি!

মীরকাসিম। শুধু মীরজাফর নয়, ঐ দলের ছিল আরও অনেকে; তারাও কর্‌তো এমনি ভাবে শপথ। কিন্তু শপথ কর্‌তেও যতক্ষণ, তা ভঙ্গ কর্‌তেও ততক্ষণ।

নজাফ। এই জন্যেই মানুষের শপথের উপর আমার আস্থা নেই জনাবালি! আমার ধারণা, যে শপথ কর্‌তে পারে, সে শপথ ভঙ্গ কর্‌তেও পারে। মানুষ মনের যে দুর্ব্বলতায় শপথ করে, সেই দুর্ব্বলতাই তার শপথ ভঙ্গের কারণ।

মীরকাসিম। তোমার যুক্তি যে অসার নয়, তা জানি নজাফ খাঁ! তবুও মনের উপর জুলুম জবরদস্তি করি বিশ্বাস কর্‌তে! কেন জানো? বিশ্বাস করি নিজের স্বার্থের জন্য নয়, একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে—শুধু বাঙ্গলার মুখ চেয়ে, বাঙ্গলাবাসী হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোনদের মুখ চেয়ে, রক্ষা কর্‌তে দেশের স্বাধীনতা। তা কি হবে? তা কি পার্‌বো নজাফ খাঁ?

নজাফ। এমনি আকুলতা, এমনি আগ্রহ, এমনি একগ্রতা যদি দেশবাসীর থাক্‌তো তাহ'লে পলাশী-প্রাঙ্গণে সিরাজের পতন হ'তো না। দেশবাসী দেশ চায় না, চায় শুধু স্বার্থ; এমন দেশের কল্যাণ কেমন ক'রে সাধিত হ'তে পারে, তা তো ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে জনাবালি!

মীরকাসিম। আমি ও পারছি নে নজাফ খাঁ!

রক্ষিসহ গুরগীন খাঁর প্রবেশ

গুরগীন। হামি স্থির করিল আমি কৈফিয়ট্ ডিবে।

মীরকাসিম। উত্তম। বল, কি তোমার কৈফিয়ৎ?

গুরগীন। বাইকো বাঁচাটে হামি ঝুটা বলিয়াছি। বাই হামাডের ডুসমন্ আছে, টাই উস্‌কো সাট্ বাট্ করিল না—ভাগাইয়া ডিল। kicked him right away (কিক্‌ড্ হিম্ রাইট এ্যাওয়ে) এহি হামার Explanation. (এক্সপ্ল্যানেশন্)

মীরকাসিম। তোমার কথায় আমি সুখী হ'লাম গুরগীন খাঁ, এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—

গুরগীন। বোলিয়ে—

মীরকাসিম। এই উদয়নালাতেই আমাদের শেষ চেষ্টা।

গুরগীন। সেইখানেই শট্রুডের হামি ডেখিয়া লইবে।

মীরকাসিম। মানুষের বেইমানী দেখে দেখে বিশ্বাসটাকে মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছি, তার নিদর্শন স্বরূপ তোমাকেও নজরবন্দী থাকতে হয়েছিল। যাক্ ও সব কথা, এখন আমি উদয়নালার ভার তোমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লুম। দেখো বন্ধু, একটা দেশের —একটা জাতির স্বাধীনতা তোমার মনুষ্যত্বের কাছে গচ্ছিত রাখ্‌ছি, তুমি তাকে রক্ষা ক'রো ভাই!

গুরগীন। ব্যস No more. (নো মোর) এক টরফ্ রইলো টোমার উডয়মালা আউর এক টরফ্ my life. (মাই লাইফ্)

মীরকাসিম। আর আমার কিছু বল্‌বার নেই গুরগীন খাঁ! আমি নিশ্চিন্ত! এসো নজাফ—

[নজাফ খাঁ সহ প্রস্থান।

গুরগীন। উডয়নালা—উডয়নালা—এই উডয়নালায় আসিটেছে আংরেজ-কোম্পানী! ফণ্ডীবাজ আংরেজ-কোম্পানীকে হামি ডেখিয়া লইবে—হামি ডেখিয়া লইবে—[গমনোদ্যোগ]

ঠিক সেই সময়ে মুসলমান রক্ষিবেশে পিদ্রুস্‌ আসিয়া উপস্থিত হইল

পিদ্রুস্‌। Tarry a little brother. (ট্যারি এ লিট্‌ল্ ব্রাদার)

গুরগীন। who you? (হু ইউ ?)

পিদ্রুস্। your brother Petruse please. (ইওর ব্রাদার পিদ্রুস্ প্লিজ) [কৃত্রিম শ্মশ্রু-গুম্ফ উন্মোচন করিল।]

গুরগীন। ব্যস করো—not an inch more you taritor. (নট্ এ্যান ইঞ্চ মোর ইউ ট্রেটার)

পিদ্রুস্। লেকিন টুমারা বাই—

গুরগীন। টুমি শট্রু আছ; গুরগীন খাঁ শট্রুর সাঠে বাট করে রাইফেল ডিয়ে—পিস্টল ডিয়ে—টলোয়ার ডিয়ে।

পিদ্রুস্। লেকিন হামি বাট্ করে মুখ ডিয়ে।

গুরগীন। Get out I say. (গেট আটট আই সে)

পিদ্রুস্। বাইকে সাঠ ডাঙ্গা করিবে ?

গুরগীন। No. Get out (নো, গেট আউট)

পিদ্রুস্। বাট্ শুনিবে না ? বহুট্ জরুরী বাট্—রোপেয়া মিল্‌নেকা বাট্—

গুরগীন। কোই বাট নেহি—Get out (গেট আটট) গুরগীন খাঁ বেইমান না আছে—নেমকহারাম না আছে।

পিদ্রুস্। All right. (অল রাইট) I will find out another way. (আই উইল ফাইণ্ড আউট এ্যানেদার ওয়ে)

[প্রস্থান।

গুরগীন। Scoundrel (স্কাউণ্ড্রেল)

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

উদয়নালার দুর্গ-সন্নিহিত ইংরাজের ছাউনী

হেষ্টিংস পাদচারণ করিতেছিলেন

হেষ্টিংস। Disgusting! (ডিস্‌গাষ্টিং) We are passing days after days and nights after nights but with no regult. (উই আর পাসিং ডেজ্‌ আফটার ডেজ্‌ এ্যাণ্ড নাইটস্‌ আফটার নাইটস্‌ বাট্‌ উইথ নো রেজাল্টস্‌) উডয়নালা is an invincible fort (ইজ এ্যান ইন্‌ভিনসিব্‌ল্‌ ফোর্ট)What's to be done now? (হোয়াটস্‌ টু বি ডান্‌ নাউ?) বয়! Drink (ড্রিঙ্ক)

[আদেশমাত্র বয় পানপাত্রাদি দিয়া গেল। হেষ্টিংস পাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া পান। করিলেন এইভাবে উপর্য্যুপরি কয়েক পাত্র পান করিবার পর আপন মনে কহিলেন]

হেষ্টিংস। Drinknig singing and dancing nothing else. (ড্রিঙ্কিং, সিংইং এ্যাণ্ড ড্যান্সিং নাথিং এল্‌স) ব্যস্‌ছুট্টি! Disgusting (ডিস্‌গাষ্টিং)

মীরজাফর ও মণিবেগমের প্রবেশ। উভয়ে যথারীতি অভিবাদন করিলেন।

মণি। সময় বুঝি আর কাটছে না সাহেব?

হেষ্টিংস। Yes, we are idling away the time. (উই আর আইডলিং এ্যাওয়ে দি টাইম)

মণি। সময়টা যাতে ভাল ভাবেই কাটে, আমি তার ব্যবস্থা করেছি সাহেব! কয়েকজন ইরাণী নাচওয়ালীকে সঙ্গে এনেছি, তারা তোমাদের নাচ-গানে মশগুল ক'রে রাখ্‌বে; সময় কেটে যাবে জলের মত!

হেষ্টিংস। সবই বুঝিটেছে, লেকিন কেটো ডিন এমনিভাবে কাটাইটে হোবে? আপনি বলিয়াছিলেন সব্‌কুছ্‌ বণ্ডোবস্ট্‌ হইয়া যাইবে, লেকিন কুছু হইল না!

মণি। ধৈর্য্য ধর সাহেব, সব হবে। এখন সুযোগ পেয়েছ আমোদ অহ্লাদ কর—ফুর্‌তি কর। সুযোগ এলে বৃটিশ-সিংহ সিংহের মতই ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে শত্রুদলের উপর! বান্দা! ইরাণী নর্ত্তকী—

মণিবেগম পানপাত্র পূর্ণ করিয়া হেষ্টিংসকে দিলেন, হেষ্টিংস পান করিলেন। তিনজন ইরাণী নর্ত্তকী আসিয়া উপস্থিত হইল, দুইজন নৃত্য করিতে লাগিল এবং একজন গাহিতে লাগিল। হেষ্টিংস উপর্য্যুপরি পানপাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিতে লাগিলেন।

নর্ত্তকী।— গীত

পরদেশী পিয়ারা মেরা নিগাহমে দিল চুরায়া।
দিউয়ানা বানানে মুঝে নিরালা গুম্‌ হো গিয়া॥

চুঁরি দুনিয়া সারা কাঁহা পিয়া হামারা,
লালি আঁখিয়া মেরা হামেশা রোতে হুয়া ॥
আঁখোমে নিদ্ না লাগে,
পিয়াসা দিলমে জাগে,
দিল লাগে না গোলাপ বাগে মুঝে আপসান্ বানায়া ॥

হেষ্টিংস। হামি ভি নাচ করবে এ্যাডাম্‌স ভি নাচ করবে—

[নর্ত্তকীদের সঙ্গে হেষ্টিংস হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপান বশতঃ নেশার ঘোরে সে অনতিবিলম্বে ভূপতিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইল।]

ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণবর্ণের পোষাকে সমস্ত দেহ ও মুখের অর্দ্ধাংশ আবৃত করিয়া দুইহস্তে দুইটী পিস্তল উদ্যত কয়িয়া নজাফ খাঁর প্রবেশ

[নর্ত্তকীগণ ভয়ে পলায়ন করিল।

নজাফ। [একটা পিস্তল মণিবেগমের দিকে আর একটা মীরজাফরের দিকে ধরিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিল] চুপ্! খুলে দাও তোমার ঐ হীরের বালা, আর তুমি তোমার নবাবী মুকুট—এই মুহূর্ত্তে। এক লহমা দেরী হ'লে গুলি করবো, চেল্লালেই মরবে। কোন চিন্তা নেই, তোমার পটমণ্ডপের সজাগ প্রহরী একটাও খাড়া নেই, তারাও সরাব খেয়ে এদেরই মত গড়াচ্ছে। কাজ উদ্ধার করবো ব'লে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এসে আমি সে ব্যবস্থা করেছি। নাও, জল্‌দী কর—

[ভয়চকিত মণিবেগম তাঁহার হীরক-বলয় জোড়াটি এবং মীরজাফর তাঁহার বহুমূল্য শিরস্ত্রাণ খুলিয়া নজাফ খাঁর হস্তে দিল।]

[অনন্তর নজাফ খাঁ হেষ্টিংসের তরবারি ও পিস্তলটী লইয়া
বিজয়ী বীরের মত দৃপ্ত পাদক্ষেপে সেখান হইতে
বাহির হইয়া গেল।]

মণি। ডাকু—ডাকু—

মীরজাফর। কে আছিস্? বন্দী কর্—কোতল কর্—

হেষ্টিংস। হামি নাচ কর্বে—নবাব বাহাডুর ভি নাচ কর্বে!

মণি। ডাকাতের অত্যাচারে আমরাও নাচ্ছি, তুমিও নাচো সাহেব!

হেষ্টিংস। [সহসা যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল এবং অতিকষ্টে উঠিয়া মীরজাফরের স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল] What? (হোয়াট্?)

মণি। ডাকু আমাদের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেল সাহেব, আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার হীরক-বলয় ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

মীরজাফর। আমার নবাবী শিরস্ত্রাণ কেড়ে নিয়েছে!

হেষ্টিংস। যানে ডেও; হামি লোক কিনিয়া ডিবে। Now say (নাউ সে) কাঁহা ডাকু—হামি shoot (শূট্) কর্বে—ডুসমন্ ডাকু কো হামি কোটল কর্বে—ইয়ে কেয়া হ্যায়! হামার পিষ্টল! হামার sword (সোর্ড) কি ঢার্ গিয়া? ডুসমন্ চুরি করিল? তাজ্জব!

মীরজাফর। তোমাদের ভার লাঘব কর্তে ডাকু সেগুলোও নিয়ে গেছে সাহেব!

হেষ্টিংস। scounndrel (স্কাউণ্ড্রেল) হামাকে খোঁড়া করিয়া ডিল! এখন হামি এই টলোয়ার কা খাপ্ লইয়া কি করিবে?

মণি। এখন আর কিছু কর্বার নেই সাহেব, নিজের নিজের তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম কর গে—

হেষ্টিংস। রাস্কেলটা হামি লোককে বোকা বানাইয়া ডিল!

মণি। এতক্ষণে আসল কথাটা বুঝতে পেরেছ সাহেব!

অন্ধ ভিক্ষুকবেশে পিদ্রুসের প্রবেশ

পিদ্রুস্। অণ্ড নাচার বাবা—ডো এক লাখ রোপেয়া ডেও বাবা!

হেষ্টিংস। You joke—You scoundrel (ইউ জোক্—ইউ স্কাউণ্ড্রেল) হামি টোম্‌কো গুলি করে গা!

মণি। আর বাহাদুরী দেখিয়ে কাজ নেই সাহেব, তোমার পিস্তল কোথায় যে গুলি কর্‌বে? সেটা তো লোপাট! এখন আমায় বুঝ্‌তে দাও ব্যাপারটা। অন্ধ নাচার ভিক্ষে চাইছে দু এক লাখ টাকা—চমৎকার ছদ্মবেশ হয়েছে তোমার পিদ্রুস্!

পিদ্রুস্। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মণিবেগম জিণ্ডাবাড্। হামায় চিনিটে পারিয়াছে!

মণি! তারপর পিদ্রুস্?

পিদ্রুস্। টারপর আর কুছু নেই, টার আগেই সব্ হইয়ে গেল!

মণি। কি হ'য়ে গেল পিদ্রুস্?

পিদ্রুস্। উডয়নালায় মণিবেগমের জিট্।

মণি। সেকি! কি বল্‌ছো তুমি?

পিদ্রুস্। পিদ্রুস্ কভি ঝুটা বোলে না। এখন যে কঠাটি বলিবে, উহার ডাম ডিটে হোবে লাখ রোপেয়া।

মণি। উদয়নালার দুর্গ-প্রবেশের গুপ্তপথের সন্ধান পেয়েছ পিদ্রুস্?

পিদ্রুস্। Yes or No (ইয়েস্ অর্ নো) একঠো বাট্ বলিটে গেলে লাখ রোপেয়া ডিটে হোবে।

মণি। এই নাও আমার বহুমূল্য মণি-মুক্তা-খচিত হীরক-হার—[হার প্রদান]

পিক্রস্। [হার গলায় পরিয়া] হাঁ, সণ্টান পাইয়েছে।

মণি। সেনানায়ক এ্যাডাম্‌স্ সাহেবকে তা'হলে সে পথ দেখিয়ে দাও—আমরা দুর্গে প্রবেশ ক'রে দুর্গ জয় করি।

পিক্রস্। Another lakh please. (এ্যানাদার লাখ প্লিজ) আউর এক লাখ রোপেয়া চাই—হামি জু ইহুদী আছে—টাকা চিনে, আউর কুছু জানে না।

মীরজাফর। এবার আমি দিচ্ছি—এই নাও—[হীরা-মুক্তাখচিত বহুমূল্য কণ্ঠহার খুলিয়া পিক্রস্‌কে দিলেন।]

পিক্রস্। Tre bien (ত্রে বিঁয়া) [হার গলায় পরিয়া] Now Hastings tell your general Adams to come along with me with his army. (নাউ হেষ্টিংস টেল্ ইয়োর জেনারেল এ্যাডাম্‌স টু কাম্ এ্যালং উইথ মি উইথ হিজ্ আর্ম্মি) হামি পঠ্ ডেখাইয়া ডিবে—Come on. (কাম্ ওন্) [হেষ্টিংস ও পিক্রস্ গমনোদ্যত হইল।]

মণি। আমরা তাহ'লে এই পটমণ্ডপে ব'সেই তোমাদের বিজয়-বার্ত্তার প্রতীক্ষা করবো সাহেব ?

হেষ্টিংস। Right O. (রাইট ও)

[হেষ্টিংস ও পিক্রসের প্রস্থান।

মীরজাফর। মণি, তুমি একটী রমণী-রত্ন—তোমার রূপের জৌলুস যেমন প্রখর, বুদ্ধির জৌলুস তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

মণি। নবাবের এ অযাচিত প্রশংসার জন্য নবাবকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ।

মীরজাফর। আমার কি মনে হয় জানো মণি?

মণি। কি জনাব?

মীরজাফর। আমার মনে হয়, নবাবী তক্তায় আমি না ব'সে তোমারই বসা উচিত ছিল। আমি বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, মূর্খ; এই জন্যই আমায় দেশবাসী ক্লাইভের গর্দ্দভ ব'লে উপহাস করে। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে,—যুদ্ধান্তে আমি ইংরেজ-কোম্পানীর কাছে সেই প্রস্তাবই কর্‌বো।

মণি। থাক্, আর অতটা ক'রে কাজ নেই জাঁহাপনা, যেমন আছি সেই ভাল। তুমি অসমর্থ হও, তোমার পুত্র আছে, সেই বস্‌বে বাঙ্গলার মসনদে। একটা নর্ত্তকীকে বসিয়ে মসনদের অবমাননা কর্‌বার প্রয়োজন হবে না নবাব!

[সহসা ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল। একটা বিরাট রণকোলাহলে দিকদিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। ইংরাজ-সৈন্যগণ নেপথ্য হইতে "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" বলিয়া উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিড্রুসের কণ্ঠদেশ ধরিয়া উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে গুরগীন খাঁ ছুটিয়া আসিল]

গুরগীন। Scoundrel—Rascal (স্কাউণ্ডেল—রাস্কেল) বাইকে সাঠ্ ডুস্‌মনী—

পিড্রুস্। My beloved brother (মাই বিলভেড্ ব্রাদার) বাইকো ছোড়্ ডেও—হামি মিনটি করিটেছে!

গুরগীন। হাঁ—হাঁ, জিটেছে—জিটেছে—[কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া তাহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল, পিক্রস্ মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। গুরগীন তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিল, সে কিয়দ্দূর গিয়া ভূপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংস নেপথ্য হইতে গুরগীন খাঁকে গুলি করিল। গুরগীন একটা আর্ত্তনাদের সঙ্গে দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। পিক্রস ও গুরগীন উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" বলিয়া ইংরাজ-সেনাগণ উল্লাস-ধ্বনি করিতে লাগিল।]

রক্তাক্তদেহে হেষ্টিংস সাহেব ছুটিয়া আসিল

মণি। একি মূর্ত্তি তোমার সাহেব ?

হেষ্টিংস। ও কুছ নেই বেগম সাব্, জয়ের আনন্দে সব্ ঠিক হো যায়েগা ! হামি লোক কিল্লা ডখল করিয়াছে।

মীরজাফর। আর মীরকাসিমের সেনাদল ?

হেষ্টিংস। বহুট্ মরিয়াছে, ঠোরা বহুট্ ভাগিয়াছে।

তরবারির উপর ভর দিয়া আহত নাজামউদ্দৌলা
ধীরে ধীরে কম্পিত কলেবরে আসিয়া
উপস্থিত হইল

মণি। [নাজামউদ্দৌলার নিকট ছুটিয়া গেল এবং আকুলকণ্ঠে কহিল] নাজাম—নাজামউদ্দৌলা—পুত্র আমার—

[মণিবেগম নাজামউদ্দৌলাকে সাগ্রহে বুকে টানিয়া লইতে
গেল কিন্তু নাজামউদ্দৌলা কয়েকপদ দূরে সরিয়া গিয়া
দৃপ্তকণ্ঠে কহিল]

নাজামউদ্দৌলা। স'রে যা—স'রে যা সয়তানি, আমায় স্পর্শ করিস্ নি। তোর মত রাক্ষসী মায়ের স্পর্শে আমার যন্ত্রণা সহস্রগুণ বেড়ে যাবে। মরণের তীরে এসে দাঁড়িয়েছি, যারা দেশদ্রোহী, বাঙ্গলার শত্রু, তেমন পিতামাতার স্নেহ-আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে মৃত্যুকে বরণ ক'রে বেহেস্তের পথ রুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বো না। মর্‌তে হয়, মর্‌বো—কোথায় জানো? মর্‌বো বাঙ্গলা মায়ের হতভাগ্য সন্তান—মহাপ্রাণ দেশপূজ্য মহানুভব নবাব মীরকাসিমের পায়ের তলায়—

[কম্পিত কলেবরে টলিতে টলিতে প্রস্থান।

মণি। নাজামউদ্দৌলা! পুত্র আমার! ফিরে আয়—ফিরে আয়—

[বেগে প্রস্থান।

মীরজাফর। কোথা যাও মণিবেগম, তুমি ফিরে এসো। নাজাম-উদ্দৌলা যে বাঙ্গলা মায়ের প্রিয় সন্তান—আমাদের নাগালের বাইরে—

[বেগে প্রস্থান।

হেষ্টিংস। What's that! (হোয়াটস্ ছাট্) wonderful! (ওয়ানডারফুল!) No matter we should see our own way. (নো ম্যাটার উই স্যুড্ সি আউয়ার ওন ওয়ে)

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রায়দুর্লভের গৃহ-সম্মুখ

দয়াল আসিয়া দাঁড়াইল

দয়াল। ঘর আর বার—এই করছি দিনের পর দিন। প্রভুর ফেরবার নামটী নেই। কি যে হ'লো কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। আমি বেটা মুখ্যু-সুখ্যু লোক, এত ঝক্কি পোয়াই কেমন ক'রে? সলা-পরামর্শ যে করবো এমন লোকটী নেই। দুরন্ত আকালের মাঝে প'ড়ে সকলকার অবস্থাই এখন 'চাচা আপন বাঁচা!' নিজের ঘর সংসার সাম্‌লাবে না আমায় দেবে সলা-পরামর্শ? গিন্নী-মা তো কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে বাপের ঘর গেলেন! মর্ বেটা দয়াল তুই ফাঁপড়ে প'ড়ে!

অন্ধ ভিক্ষুকের হাত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে
ভিক্ষুক-বালিকার প্রবেশ

বালিকা।— গীত

সোনার বাংলা লক্ষ্মী মাকে কাঙ্গাল করিল কে।
তাঁর সোনার ঝাঁপিটী শূন্য ক'রে কে লুটে নিয়েছে॥
আজ কেন মার নয়নে ধারা,
কাঙ্গালিনী সবে যেন সর্ব্বহারা,

পাগলিনী পারা ব্যাকুল নয়নে,
কার আশা পথ চেয়ে রয়েছে ॥
এত ছেলে মেয়ে মার কোল জোড়া,
মার ডাকে কেউ দেয় নাকো সাড়া,
সবই কুসন্তান হায় অভাগিনী
মাকে ভুলে কেমন রয়েছে ॥

দয়াল। বলি, তোমরাই বুঝি মায়ের সুসন্তান? তা বাবা সুসন্তানের দল, এখানে কি মনে ক'রে বাবা?

বালিকা। বাবা, আমরা আজ ক'দিন থেকে কিছু খাই নি, পেটের জ্বালায় মাঠের ঘাস খেয়েছি, দয়া ক'রে আমাদের কিছু খেতে দাও বাবা!

দয়াল। মায়ের সুসন্তান মায়ের দেওয়া ঘাস খাচ্ছো খাও গে, আমাকে আবার জ্বালাতন করতে কেন এলে সোনার চাঁদ! যাও, আস্তে আস্তে পাতলা হও।

ভিক্ষুক। দয়া কর বাবা, একজনকে আধপেটা খেতে দাও; আমি কিছু চাই নে, এই কচি মেয়েটাকে বাঁচাও—

দয়াল। বলি, দয়া অমনি করলেই হ'লো?

ভিক্ষুক। কেন বাবা, কেন দয়া করবে না?

দয়াল। বলি, আমি কি বাড়ীর মালিক যে যা খুসী তাই করবো?

ভিক্ষুক। তুমি তবে কে বাবা?

দয়াল। সে খবরে তোমার দরকার কি বাবা? স'রে পড় না বাপ, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে।

বালিকা। তুমি যেই হও, বাড়ীর মালিককে ব'লে আমাদের কিছু খেতে দাও।

দয়াল। মালিক এখানে নেই।

বালিকা। তবে তো তুমিই মালিক, তুমি খেতে দাও।

দয়াল। মাইরি! দেখ, ভালয় ভালয় স'রে পড়, নইলে নাদ্‌না বার করবো কিন্তু—

বালিকা। বার কর তোমার নাদ্‌না, না খেয়ে মর্‌তুম, না হয় তোমার নাদ্‌না খেয়েই মরবো।

দয়াল। ভাল নেই-আঁকড়ে মেয়ে দেখ্‌ছি তো! আ-মর্‌ বসে যে! বলি, ভেবেছ কি তোমরা? বার করবো নাদ্‌না?

বালিকা। বার কর তোমার নাদ্‌না—আমরা না খেয়ে উঠ্‌বো না।

বক্রেশ্বর ও জোনাকীর প্রবেশ। জোনাকীর মাথায় একটা কাপড়ের পুঁটুলী, হাতে একগাছা সমার্জ্জনী এবং বক্রেশ্বরের হাতে ভাঙ্গা ছাতা চটিজুতা, পাখা ও লণ্ঠন।

বক্রেশ্বর। এই যে দয়ালচন্দ্র!

[দয়াল সমার্জ্জনীহস্তে জোনাকীকে দেখিয়া আতঙ্কে ভিক্ষুক-বালিকার পশ্চাতে গিয়া লুকাইল।]

দয়াল। ওরে বাবা রে, আবার সেই ঝাড়ুহস্তে রণরঙ্গিনী!

বালিকা। আমার পেছনে লুকোচ্ছো কেন?

দয়াল। ওরে, একটু আড়াল কর্‌ আমায়—ব'লে দে আমি বাড়ীতে নেই—তোদের পেট ভ'রে খাওয়াবো।

বালিকা। উনি বল্‌ছেন, উনি বাড়ীতে নেই—

দয়াল। আ-মর্‌! 'আবার উনি বল্‌ছে', কি বল্‌ছিস!

বক্রেশ্বর। দয়ালচন্দ্র, আত্মগোপন করছো কেন?

দয়াল। সাধে কি কর্‌ছি, ঠ্যালায়! আমার পিঠ তো গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরী নয় বাবা, যে ঐ ঝাড়ুহস্তা রণরঙ্গিনীর সাম্‌নে দাঁড়াবো!

বক্রেশ্বর। আত্মগোপনের বৃথা চেষ্টা কর্‌ছো বন্ধু, আমার দৃষ্টির অন্তরালে যেতে পার্‌বে না।

দয়াল। তাইতো এখন করি কি!

জোনাকী। বলি, মশায়—

দয়াল। এই সেরেছে!

জোনাকী। বলি, শুন্‌তে পাচ্ছেন না?

দয়াল। ওগো, তুমি ব'লে দাও যে, তোমার শ্রীহস্তের ঝাড়ু খেয়ে আমি কালা হ'য়ে গেছি।

বালিকা। উনি বল্‌ছেন, তোমার শ্রীহস্তের ঝাড়ু খেয়ে ইনি কালা হ'য়ে গেছেন!

জোনাকী। এঁ্যা, বল কি গো! আমি শুনেছি, যাতে যার উৎপত্তি, তাতেই তার নিবৃত্তি। ঝাড়ু খেয়ে কালা হয়েছেন, আবার ঝাড়ু খেলেই সেরে যাবেন।

দয়াল। না—না, আর খেতে হবে না, নাম শুনেই সেরে গেছে।

বক্রেশ্বর। অবধান কর দয়ালচন্দ্র!—

দয়াল। দেখ বালিকা, আমি তোমাদের পেট ভ'রে খেতে দেবো, তোমরা আমায় একটু আড়াল ক'রে বাড়ীর সদর পার ক'রে দিতে পারো?

বালিকা। তা পারি,—পেট ভ'রে খেতে দেবে?

দয়াল। এই চন্দর সূয্যি সাক্ষী ক'রে দিব্বি ক'চ্ছি—খেতে দোব—দোব—দোব।

বালিকা। তবে এসো আমাদের সঙ্গে।

দয়াল। চল, বেশ আড়াল ক'রে নিয়ে চল।

[ভিক্ষুক-বালিকার বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মস্তকের কিয়দংশ আচ্ছাদিত করিয়া ভিক্ষুক ও ভিক্ষুক-বালিকার সঙ্গে দয়াল গৃহ মধ্যে চলিয়া গেল।]

বক্রেশ্বর। দয়ালচন্দ্র! বলি, ও দয়ালচন্দ্র! শোন—শোন—

জোনাকী। আর শুনেছে! দেখ্‌লি তো বাড়ীতে ঢুকে সদর বন্ধ ক'রে দিলে! এখন মর্ দরজায় গোড়ায় মাথা খুঁড়ে—

বক্রেশ্বর। আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না খদ্যোতিকা!

জোনাকী। আমি বোধ হয় একটু একটু পাচ্ছি।

বক্রেশ্বর। কি বুঝ্‌ছো?

জোনাকী। বুঝ্‌ছি, এই খ্যাংরার ভয়ে।

বক্রেশ্বর। কেন জোনাকী, তোমার সম্মার্জ্জনীর ভয়ে ভীত হবো আমি, দয়ালচন্দ্র নয়।

জোনাকী। স্বাদ পেয়েছে যে!

বক্রেশ্বর। কে স্বাদ পেয়েছে?

জোনাকী। কেন, উনি?

বক্রেশ্বর। উনিও পেয়েছেন? তবে আর হ'লো না, হা হতোঽস্মি! [বসিয়া পড়িল।]

জোনাকী। ব'সে পড়্‌লি যে?

বক্রেশ্বর। আশার মূলে হ'লো কুঠারাঘাত—আর ধৈর্য্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। শাক-সম্রাজ্ঞী কলম্বীর শক্তি আর কতটুকু খদ্যোতিকা? এইবার হয়তো শয়নে পদ্মনাভ কর্‌তে হবে।

জোনাকী। বলি পদ্মলাভ না খ্যাংরালাভ?

বক্রেশ্বর। মা চটো খদ্যোতিকা, মা চটো। আমি তো আমি, ম'রে গেলেও আমার প্রেতাত্মা তোমার ইঙ্গিতে উঠ্-বোস্ করবে। এখন চল, আবার দু'জনে পথে বেরিয়ে পড়ি—

জোনাকী। হতচ্ছাড়াকে অমনি অমনি ছেড়ে দিয়ে যাবো?

বক্রেশ্বর। রেহাই দাও—দেখ্ছো না, ঐ খ্যাংরাই আমাদের ঘর ছাড়া করেছে?

জোনাকী। যাক্, যদি কখনো ঘরবাসী হই তো ঐ খ্যাংরা হ'তেই হবো—

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুঙ্গের-দুর্গ—মন্ত্রণা-কক্ষ

মীরকাসিম একাকী চিন্তিতভাবে পাদচারণ করিতেছিলেন

মীরকাসিম। দুঃস্বপ্ন—চিরদিনই দুঃস্বপ্ন! দুঃস্বপ্ন চিন্তাক্লিষ্ট মনের বিকার মাত্র। দুঃস্বপ্নে ভীত হয় নারী, পুরুষের পক্ষে সেটা কাপুরুষতা! ফতেমা নারী, তাই দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠে আমার কাছে ছুটে এসেছিল। কত বোঝালুম, কত সান্ত্বনা দিলুম, কিছুতেই সে বুঝ্লো না। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। বিশেষতঃ সিরাজের শোচনীয় পরিণাম দেখে আমি জয়ের আশা কোনদিনই করি নি। কারণ, আমারও আশেপাশে মীরজাফরের দল। তবে সিরাজের মত

ভুল করেছি ব'লে মনে হয় না—তবুও কি জয়াশা নেই? কে জানে! নসীবের লেখা মানুষের অবোধ্য!

গাহিতে গাহিতে বকাউল্লার প্রবেশ

বকাউল্লা। গীত

কাঁদো, ওগো কাঁদো বাংলার নরনারী।
তোদের রাজরাণী ভিখারিণী হ'লো
তারও যে নয়নে বারি।।
কেড়ে নিয়ে তার সোনার মুকুট—
মণি-মুক্তাগুলি,
চীরবাস তারে দিল পরাইয়ে
হাতে দিল ভিক্ষা-ঝুলি,
এখন অন্ধকারে পথের ধারে
সে কাঁদিবে দিবস শর্ব্বরী।।

বকাউল্লা। মায়ের সন্তান! আর কেন, নবাবী পোষাক খুলে তুমিও ভিক্ষের ঝুলি নাও—

মীরকাসিম। তুমি কি বল্‌ছো বকাউল্লা?

বকাউল্লা। বল্‌ছি ঠিক! সত্য মিথ্যা যাচাই ক'রে নাও তোমার প্রিয়সঙ্গী নজাফ খাঁর কাছে।

[প্রস্থান।

নজাফ খাঁর প্রবেশ

মীরকাসিম। এই যে নজাফ খাঁ, কি সংবাদ বন্ধু?

নজাফ। উদয়নালায় আমাদের পরাজয় হয়েছে জনাবালি!

মীরকাসিম। এইমাত্র ইঙ্গিতে একজন সে সংবাদ আমায় দিয়ে গেল নজাফ খাঁ!

নজাফ। উদয়নালা থেকে মুঙ্গেরের মাটিতে পা দিয়েছি আমিই প্রথম, আমার আগে আর কেউ আস্‌তে পারে, তা তো আমি ধারণা কর্‌তে পার্‌ছি না জনাবালি!

মীরকাসিম। তা তুমি পার্‌বে না বন্ধু, সে বেইমান নয়, তোমার সেনাদলেরও কেউ নয়।

নজাফ। তবে?

মীরকাসিম। একটা উন্মাদ—মায়ের সন্তান—দেশ-মাতৃকার জন্যে যার প্রাণ কাঁদে—এ সেই!

নজাফ। উন্মাদ!

মীরকাসিম। বকাউল্লা।

নজাফ। বকাউল্লা—বকাউল্লা! উদয়নালার দুর্গ-সন্নিহিত পর্ব্বতের সানুদেশে আমি তাকে দেখেছি জাঁহাপনা!

মীরকাসিম। উল্কার মত বেগে ছুটে এসে তোমার আগেই সে আমায় সংবাদ দিয়ে গেছে। তারও প্রাণ কেঁদেছিল কিনা, তাই বুঝি সে একটুখানি সান্ত্বনার আশায় আমার কাছে ছুটে এসেছিল। এসে বুঝি সে প্রবলপরাক্রান্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব মীরকাসিমকে দেখ্‌তে পেলে না, দেখ্‌লে তার একটা জীর্ণ কঙ্কাল! তাই বুঝি হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল! কি ব'লে গেল জানো?

নজাফ। আমি তা কেমন ক'রে জান্‌বো জাঁহাপনা?

মীরকাসিম। ব'লে গেল রাজ্যেশ্বরী বঙ্গজননী যখন ভিখারিণী হ'য়ে ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়েছেন, তখন মায়ের সন্তান তুমি মীর-

কাসিম, এখনো নবাবী খোলস প'রে রয়েছ কেন? নাও—তুমিও ভিক্ষের ঝুলি নাও।

নজাফ। ঠিকই বলেছে জনাব, ভিক্ষের ঝুলি আপনাকে নিতেই হবে।

মীরকাসিম। তুমি কি বল্‌ছো নজাফ খাঁ?

নজাফ। আমি তেমন ভিক্ষের ঝুলি নেবার কথা বলি নি জনাব, উন্মাদ বকাউল্লাও তা বলে নি!

মীরকাসিম। তবে?

নজাফ। ভিক্ষা করার অর্থ—পরের দ্বারস্থ হওয়া। বাঙ্গলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কর্‌তে পরের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আপনার আর গত্যন্তর নেই জনাবালি! অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা আপনার আত্মীয়—আপনার বন্ধু, আপনি তাঁর শরণাপন্ন হ'য়ে তাঁর সাহায্যে বাঙ্গলার লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করুন। যে সব বেইমান মীর-জাফরের দল আজ আপনার এতখানি সর্ব্বনাশ কর্‌লে—দেশের সর্ব্বনাশ কর্‌লে—স্বজাতির সর্ব্বনাশ কর্‌লে, তাদের বেইমানীর প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

মীরকাসিম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! ভিক্ষার ঝুলি হাতে নেবার আগেই নিতে হবে বেইমানীর প্রতিশোধ! কে আছিস্? রাজা রাজবল্লভের ছিন্নমুণ্ড, রায়দুর্ল্লভের রক্তমাখা কবন্ধ আর জগৎশেঠের উত্তপ্ত হৃৎপিণ্ড—এইগুলি হবে আমার শুভযাত্রার পাথেয়। না—না, এ কাজ সামান্য একটা রক্ষীর দ্বারা হবে না। নজাফ খাঁ! তুমি যাও, না—দাঁড়াও, তুমি পার্‌বে না—আমি নিজেই যাচ্ছি। আমার শুভযাত্রার পাথেয় আমি নিজেই সংগ্রহ ক'রে আন্‌বো—হাঃ-হাঃ-হাঃ— [বেগে প্রস্থান।

নজাফ। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। উন্মত্তের মত নবাব কোথায় গেলেন নজাফ খাঁ?

নজাফ। বল্‌বার যে ভাষা যোগাচ্ছে না মা! বেইমানদের কোতল কর্‌তে—

ফতেমা। সে কি? [নেপথ্যে রায়দুর্লভ প্রভৃতির আর্ত্তনাদ] ও কি! কাদের ও আর্ত্তনাদ?

নেপথ্যে মীরকাসিম। কোতল কর—কোতল কর—বেইমানদের কোতল কর।

ফতেমা। এ যে নবাবেরই কণ্ঠস্বর!

নজাফ। এ কাজ কর্‌ছেন যে নবাব নিজেই।

তিনটী রক্তাক্ত মুণ্ড লইয়া রক্তমাখা অসিহস্তে মীরকাসিমের প্রবেশ

মীরকাসিম। শুভযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেছি নজাফ খাঁ! চল, এইবার শুভযাত্রা করি। এ কি! ফতেমা, তুমি! আমাদের শুভযাত্রায় বাধা দিতে এসেছ বুঝি? আজ আর কোন বাধা মান্‌বো না বেগম! পাথেয় যখন সংগ্রহ হয়েছে, তখন আমাদের যেতেই হবে।

ফতেমা। আমি কোথায় থাক্‌বো? আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

মীরকাসিম। তোমার পিতা মীরজাফর এখন নবাব—বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। কন্যা তুমি, পরমানন্দে পিত্রালয়েই থাক্‌তে পার্‌বে।

ফতেমা। আমায় কি তুমি জানো না? তুমি কি জানো না আমার পিতা ইহলোকে নেই? যার কথা বল্‌ছো, সে একটা বারাঙ্গনার

ইঙ্গিতে পরিচালিত বৃদ্ধ সয়তান। মীরজাফর যেমন দেশের শত্রু, তেমনি আমারও শত্রু। তুমি কি আমায় শত্রুপুরীতে পাঠাতে চাও ?

মীরকাসিম। তাহ'লে তুমিও আমার সঙ্গে চল। মরি বাঁচি একসঙ্গে থাকাই ভাল। এসো নজাফ খাঁ ! হ্যাঁ—ভাল কথা, বেইমানদের এই ছিন্নমুণ্ডগুলো দুর্গের ফটকে টাঙিয়ে রেখে দাও। দেশের বেইমানের দল জেনে রাখুক, মীরকাসিম যদি ফেরে, একদিন তাদেরও পরিণাম হবে ঠিক এদেরই মত।

[প্রস্থান ; সকলের পশ্চাদনুসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দকুমারের গৃহ-সম্মুখ

গাহিতে গাহিতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারী ও বালক-বালিকাগণের প্রবেশ।

গীত

সকলে।— ভিক্ষা দাও—অন্ন দাও, ক্ষুধায় জ্বলে প্রাণ।
অনাহারে মরণ-পথে আমরা আগুয়ান ॥

পুরুষগণ।— গাছের পাতা ফুরিয়ে গেছে, আছে নদীর জল,
পথ চলিতে পা চলে না দেহ মন বিকল,
পথের ধারে মহাঘুমে
হয় যে জ্বালার অবসান ॥

রমণীগণ।— জ্বালায় স্বামী গৃহত্যাগী,
সর্ব্বহারা এ অভাগী,
যমকে ডাকি তাই আদরে
কর্‌তে মোদের ত্রাণ ॥

বালক-বালিকাগণ।—মা খেয়েছি বাপ খেয়েছি,
তবু আমরা বেঁচে আছি,
এমন বাঁচা চাই নে কো আর
এ বাঁচা মরণের সমান ॥

চন্দনের প্রবেশ

চন্দন। এসো তোমরা আমাদের বাড়ীতে, ঠাকুরবাড়ীর অন্নসত্রে ঠাকুরের প্রসাদ পাবে। [গমনোদ্যত]

নন্দকুমারের প্রবেশ

চন্দন। এই যে বাবা! বাবা! তোমার অনুমতি না নিয়েই এই দুভিক্ষ-পীড়িত হতভাগ্যদের আমাদের ঠাকুরবাড়ীর অন্নসত্রে যেতে বলেছি।

নন্দকুমার। আমি তো সে অনুমতি তোমায় দিয়ে রেখেছি বাবা!

চন্দন। এসো তোমরা—

[ভিক্ষুকগণকে লইয়া প্রস্থান।

নন্দকুমার। আমার ঐ ক্ষুদ্র অন্নসত্রের পরমায়ু আর কতদিন! বাঙ্গলার দেওয়ান সুবা রেজা খাঁ লক্ষ লক্ষ মণ চাল মজুত ক'রে রেখেছে—কালা বাজারে চড়া দরে ছেড়ে মোটামুটি কিছু মুনাফা

করবার আশায়। এই অন্যায় আচরণের জন্য হেষ্টিংস সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু কোন ফল হ'লো না। সে অতি সহজেই রেহাই পেয়ে গেল। এখন মোটা মুনাফায় তার অবাধ কারবার! যেখানে রক্ষক নিজেই ভক্ষক, সেখানে হতভাগ্য প্রজাদের রক্ষার আর কোন উপায় নেই।

গাহিতে গাহিতে বকাউল্লার প্রবেশ

বকাউল্লা। গীত

এখন ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে চাও,
সব উপায়ের বার।
সিঙ্গীরাজার শেয়াল মন্ত্রী
দোঁহে দোঁহাকার ॥
একটা ছিল মায়ের ছেলে,
যত ডাইনী মিলে তারে খেলে,
এখন মায়ের পায়ে পরিয়ে শেকল
হ'লো লুঠের মামলা চারিধার ॥

নন্দকুমার। কি বল্‌ছো বকাউল্লা?

বকাউল্লা। বল্‌ছি, ওদিকও গেল—এদিকও যায়। উদয়নালায় একজনের নসীবের পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেল, এদিকে বাংলা মায়েরও কপাল পুড়্‌লো!

নন্দকুমার। উদয়নালায় নবাবের পরাজয় হয়েছে?

বকাউল্লা। তা হ'লো বৈকি! পলাশীতে সিরাজের বরাতে যা হয়েছিল, উদয়নালায় মীরকাসিমের বরাতেও ঠিক তাই হ'লো! তুমি

ঠাকুর দিনরাত ঠাকুরপূজো আর অন্নসত্র নিয়ে থাকবে, মায়ের ছেলে মায়ের খবর নেবার তো অবসর হবে না! এ দুরদৃষ্ট বাংলার — তোমারও নয়, আমারও নয়।

[প্রস্থান।

নন্দকুমার। সত্যিই তো, এ আমি করছি কি? কলিতে ঠাকুর-পূজার অর্থ জনসেবা—দেশমাতৃকার সেবা; আর সেইটেই আসল ধর্ম্ম! আমি সে ধর্ম্মে অবহেলা ক'রে মাটির পুতুল পূজো ক'রে পরকালের কাজ করছি ইহকালকে নষ্ট ক'রে! ধিক্ আমাকে! ঐ যেন একটা অশরীরী বাণী আমার কানে কানে বলছে "নন্দকুমার, জেগে ওঠো এইবার কর্ত্তব্যের আহ্বানে, বাংলা মায়ের পরাধীনতার শৃঙ্খল খুলতে পার যদি, প্রাণ উৎসর্গ কর।" হে অজ্ঞাত দেবতা, আমার কৃত-অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি তোমার কথাই শুনবো···— দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচন করতে আমি প্রাণ উৎসর্গ করবো। নবাবী মসনদ পেলে মীরজাফর আমাকে দেওয়ানী দিতে প্রতিশ্রুত, আমি দেওয়ানী পদ গ্রহণ করবো, তারপর কাঁটা দিয়ে তুলবো কাঁটা। বাংলার মীরজাফরের দল, সাবধান!

[দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অযোধ্যা—নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রমোদ-কক্ষ

সুজাউদ্দৌলা ও ইয়ারগণ প্রবেশ করিলেন

১ম ইয়ার। এই বান্দা—কে আছিস্ ওখানে? সুরা আর নাচ্‌নেওয়ালী—

সুজাউদ্দৌলা। সে কি দোস্ত, এখনই—অপরাহ্নে?

১ম ইয়ার। অহ্ন তো মাত্র তিনটে—পূর্ব্বাহ্ন কেটে গেছে বহুক্ষণ, তারপর মধ্যাহ্নও কাট্‌লো—বাকী রইলো অপরাহ্ন, এটাও যদি কেটে যায়, তাহ'লে ফুর্‌তি আর হবে কখন জনাবালি?

২য় ইয়ার। ঠিক—খুব ঠিক, ফুরতির সময় আর রইলো না।

পানপাত্রাদি লইয়া বান্দা ও নর্ত্তকীগণ প্রবেশ করিল

পানপাত্রাদি রাখিয়া বান্দা চলিয়া গেল

১ম ইয়ার। এই যে, এসো—এসো, এতক্ষণে আসরটা জীবন্ত হ'লো! নাও, তোমরা তোমাদের কাজ কর, আমরাও আমাদের কাজ করি—

[নবাব সুজাউদ্দৌলা ও ইয়ারগণ মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন, নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।]

নর্ত্তকীগণ।— **গীত**

যৌবনের গুল-বাগিচায় ফুটেছে হাস্‌নোহানা।
অরসিক হয় যে ভ্রমর তার হেথা আস্‌তে মানা॥

দূর হ'তে দেখ্‌বে শুধু,
কাছে যাবে না বঁধু,
মন ভাঙ্গানো গুন্‌গুনানী চায় না মিছে আনাগোনা ॥

[প্রস্থান।

একটী থালায় পাঞ্জা লইয়া রক্ষীর প্রবেশ

[রক্ষী সুজাউদ্দৌলার সম্মুখে নতজানু হইলে সুজাউদ্দৌলা পাঞ্জা তুলিয়া লইলেন।]

সুজাউদ্দৌলা। ফুর্‌তির সময় যত বাধা বিপত্তি! একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে যে আমোদ কর্‌বো, তার যো-টী নেই।

১ম ইয়ার। কার পাঞ্জা জনাবালি?

সুজাউদ্দৌলা। এক কম্‌বক্তের।

১ম ইয়ার। কে সে কম্‌বক্ত্‌, হুজুরালি?

সুজাউদ্দৌলা। এককালে ছিলেন অবিশ্যি বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব, সম্প্রতি ইংরেজ-কোম্পানী মসনদ কেড়ে নিয়ে মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁকে দিয়েছে।

১ম ইয়ার। তা জনাবের কাছে প্রয়োজন?

সুজাউদ্দৌলা। কিছু মতলব আছে বৈকি। দুনিয়ায় মতলব না ক'রে কে কার কাছে যায়?

১ম ইয়ার। জনাবের কি অনুমান হয়?

সুজাউদ্দৌলা। আমি ও সব অনুমানের ধার ধারি নে।

২য় ইয়ার। তা তো বটেই, জাঁহাপনা আবার অনুমান কর্‌বেন কি? অনুমান কর্‌বো আমরা।

১ম ইয়ার। হুকুম হয়তো কম্‌বক্ত্‌কে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে আমি—

সুজাউদ্দৌলা। সে একজন মাননীয় ব্যক্তি, তোমরা তাকে কম্‌বক্ত্‌ বল্‌তে পারো না।

২য় ইয়ার। ঠিকই তো, কিছুতেই পারো না। বরং আমি বল্‌তে পারি তুমি কম্‌বক্ত্‌—

১ম ইয়ার। তাহ'লে রক্ষীর প্রতি কি আদেশ হয় জনাব?

সুজাউদ্দৌলা। আদেশ দেবার মালিক আমি, ইচ্ছে হয় দেবো, ইচ্ছে না হয় দেবো না; তাতে তোমার কি বল্‌বার থাকতে পারে হে?

২য় ইয়ার। ঠিকই তো! তুমি কোথাকার বকাউল্লা, বক্‌তে সুরু কর্‌লে হে?

সুজাউদ্দৌলা। মনে কর, আমি আদেশ দেবো—

২য় ইয়ার। ঠিকই তো, হুজুরালী আদেশ দেবেন।

সুজাউদ্দৌলা। যদি না দিই?

২য় ইয়ার। ঠিকই তো, হুজুরালী যদি না দেন!

সুজাউদ্দৌলা। আমার সোজা কথা, এর ভেতর "যদি" নেই।

২য় ইয়ার। ঠিকই তো, এর ভেতর "যদি" নেই।

সুজাউদ্দৌলা। তবে আমার যদি ইচ্ছা হয়, আমি রাখ্‌তে পারি।

২য় ইয়ার। ঠিকই তো, রাখ্‌তে পারেন, তাতে কারো কিছু বল্‌বার নেই।

১ম ইয়ার। জনাব, রক্ষী আদেশের প্রতীক্ষা কর্‌ছে।

সুজাউদ্দৌলা। প্রতীক্ষা করাই রক্ষীর কর্ত্তব্য।

২য় ইয়ার। ঠিকই তো, প্রতীক্ষা কর্‌তেই হবে।

সুজাউদ্দৌলা। দেখ, ফুর্‌তির সময় তোমরা বাক্‌বিতণ্ডা ক'রে আমার মনটা তিক্ত ক'রে তুল্‌ছো!

২য় ইয়ার। ঠিকই তো! মিষ্টি কর, চিনি দিয়ে—মধু দিয়ে—গুড় দিয়ে, না হয় সরাব দিয়ে। [সুজাউদ্দৌলাকে পানপাত্র দিল।]

সুজাউদ্দৌলা। এতক্ষণে একটা কাজের মত কাজ হ'লো।

২য় ইয়ার। ঠিক্ই তো! কাজটা হরদম চালাবো জনাবালি—[পুনঃ পুনঃ পানপাত্র দিতে লাগিল।]

নেপথ্যে মীরকাসিম। পথ ছাড়্ কম্বক্ত্, নবাব সুজাউদ্দৌলা আমার আত্মীয়—আমার বন্ধু, তার প্রমোদ-কক্ষে আমার প্রবেশাধিকার চিরদিনই অপ্রতিহত।

সুজাউদ্দৌলা চেঁচাচ্ছে কে?

মীরকাসিমের প্রবেশ

মীরকাসিম। সুজাউদ্দৌলার রক্ষিবর্গের অভদ্র ব্যবহারই আমায় চিল্লাতে বাধ্য করেছে। সুজাউদ্দৌলা! বন্ধু—

সুজাউদ্দৌলা। কে বাবা তুমি, ধূমকেতুর মত হঠাৎ এসে উদয় হ'লে?

মীরকাসিম। আমায় চিন্তে পার্ছো না বন্ধু?

সুজাউদ্দৌলা। [সুরে] তোমায় চিনি গো—চিনি গো চিনি, ওগো বিদেশিনি!

মীরকাসিম। সুজাউদ্দৌলা, আমি ভাব্তে পারি নি যে, তুমি এমন হয়েছ!

সুজাউদ্দৌলা। কি হয়েছি বন্ধু? এসেছ যখন ব'সো, সরাব খাও—

মীরকাসিম। অপদার্থ! আমি মুসলমান, সরাব স্পর্শ করি না।

সুজাউদ্দৌলা। আমরাও তাই বন্ধু, কাফের নই। আর সরাব?

পাত্রটা ধ'রে টুক্ ক'রে গলায় ঢেলে দি, স্পর্শ মোটেই করি নি। যাক্, এখন বল তো বন্ধু, কি মনে ক'রে এসেছ ?

মীরকাসিম। মনে অনেক আশাই ছিল বন্ধু, কিন্তু তোমাতে যে তুমি নাই, তা তো আমি ভাব্‌তে পারি নি—আজ আমার শেষ আশাটুকু আকাশ-কুসুমের মত শূন্যে মিলিয়ে গেল! তাহ'লে আসি বন্ধু, বিদায়—

[মীরকাসিম গমনোদ্যোগ করিলে একজন ইয়ার সুজাউদ্দৌলার কানে কানে কয়েকটী কথা বলিল,—সুজাউদ্দৌলা সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িলেন। ইয়ারটী মীরকাসিম বাহির হইবার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গেল।]

সুজাউদ্দৌলা। তাহ'লে একান্তই যাবে ?

মীরকাসিম। এস্থান আমার থাক্‌বার উপযুক্ত নয়!

সুজাউদ্দৌলা। বটে! সুজাউদ্দৌলার গরীবখানায় মন উঠ্‌ছে না? বেশ, তবে দেখে যাও নাচনেওয়ালীর একখানা নাচ, শুনে যাও একখানা গান।

মীরকাসিম। আমায় মার্জ্জনা কর বন্ধু—

সুজাউদ্দৌলা। তবে জাহান্নমে যাও—

মীরকাসিম। এমন সংসর্গ চেয়ে জাহান্নমও বোধ হয় ঢের ভাল।

[প্রস্থান।

সুজাউদ্দৌলা। না, জমাট ফুর্‌তি একেবারে মাটি ক'রে দিলে! চল বন্ধু, আর এখানে নয়, নাচনেওয়ালীদের নিয়ে বজরায় গিয়ে ওঠা যাক্; চাঁদিনী রাত—ফুর্‌ফুরে হাওয়া—ফুর্‌তি জম্‌বে ভাল!

[সকলের প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

মুরশিদাবাদ—রাজপথ

গাহিতে গাহিতে বকাউল্লা যাইতেছিল

বকাউল্লা। গীত

সুজলা সুফলা সোনার বাঙ্গলা গেল কোথায় রে।
কার নিঃশ্বাসে আন্‌লে ডেকে দারুণ মন্বন্তরে॥
পথ-ঘাট হ'লো জনশূন্য,
নেইকো বাজার নেইকো পণ্য,—
আকাশ বাতাস কর্‌ছে খাঁ-খাঁ, যেন শ্মশান রে॥
নেইকো কান্না নেইকো হাসি,
নেইকো উৎসব কলহরাশি,
পথের ধারে শেয়াল শকুন মরা ছিড়ে খায় রে॥

[প্রস্থান।

তৈজসপত্রাদি লইয়া বক্রেশ্বর ও জোনাকীর প্রবেশ

জোনাকী। বলি হ্যাঁগা, এম্‌নি ক'রে পথে পথে ঘুর্‌তে হবে আর কতদিন?

বক্রেশ্বর। যত দিন না একটা হিল্লে হয় প্রাণেশ্বরি!

জোনাকী। তোর হিল্লে হবে কি চুলোয়? পুকুরের জল খেয়ে আর কত পথ চলা যায় বল্‌ তো? আমার তো আর পা চল্‌ছে না, এইখানে আমি বস্‌লুম, তোর যা খুসী তাই কর্‌!

বক্রেশ্বর। আরও পা কতক এগিয়ে চল খদ্যোতিকা, এ তো বিশ্রামের যোগ্য স্থান নয় প্রিয়তমে! দুর্নীতিপরায়ণ নবাবী চরের দল চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কি হ'তে কি হয় কে বল্‌তে পারে!

জোনাকী। কেউ না বল্‌তে পারে, আমি পারি রে মুখপোড়া! বলি, হবে কি রে হতচ্ছাড়া? দেখ্‌ছিস এই খ্যাংরাগাছটা? তোর ঐ চরই আসুক, আর ছ্যাচোড়ই আসুক, এ খ্যাংরার কাছে কারও রক্ষে নেই।

বক্রেশ্বর। সেকথা একশোবার স্বীকার্য্য। বিষ্ণুর সুদর্শন, মহেশ্বরের ত্রিশূল, নৃমুণ্ডমালিনীর খড়্গ, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতার তেত্রিশ কোটি অস্ত্র যদি একত্রীভূত হ'য়ে তোমার সম্মুখীন হয় প্রাণেশ্বরি, তথাপি তোমার দুর্জ্জনদলন শতমুখীর কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার কর্‌তেই হবে।

জোনাকী। বল্ খ্যাংরাখেগো, তুইই বল্, তবে আমি এই পথের ধারে বস্‌তে পারি কি না?

বক্রেশ্বর। পারো সুন্দরি, পারো; একথা একবার দুইবার নয়, শতবার সহস্রবার স্বীকার্য্য! ব'সো তুমি এখানে, গজগীর হ'য়ে ব'সো; শুধু আমি কেন, আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের কেউ বাধা দেবে না।

জোনাকী। তবে তুই ওকথা বল্‌লি কেন রে হতচ্ছাড়া? ধর্‌বো তবে খ্যাংরা?

বক্রেশ্বর। মাভৈঃ খদ্যোতিকা, মাভৈঃ! ভুলে যেও না, মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ!

জোনাকী। মুনিদের হয় মতিভ্রম, আর তোর হয়েছে মতিচ্ছন্ন!

বক্রেশ্বর। একাধিকবার স্বীকার্য্য। ছন্নমতি না হ'লে কি আর

তোমার খর্পরে—ওঁবিষ্ণু, আবার ভুল হ'য়ে যাচ্ছে, বল্‌বার ভাষা যোগাচ্ছে না !

জোনাকী। কি বল্‌লি, আমার জন্যে ? ওরে হাড়হাবাতে, তোর মত হারামের হাতে প'ড়েই তো আমার আজ এই হাড়ির হাল ! ওগো মা গো, কোথায় যাবো গো ! আমার যে মাথা খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে গো ! কেন তুমি আমার গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দাও নি গো !

গাহিতে গাহিতে চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। **গীত**

ঐ কাঁদে—ঐ কাঁদে মোদের দুখিনী বাংলা মা।
সন্তানের মুখ চেয়ে চেয়ে পলক পড়ে না ॥
রাক্ষস লুঠে নিয়েছে যে রে,
ভাণ্ডার তার শূন্য ক'রে,
তবুও ঈর্ষা-বিষের হাওয়ায় দিগন্ত ছাওয়া ॥
কেউ কারো মুখ দেখে না চেয়ে,
ধারা বয় মার দু'চোখ বেয়ে,
মরণের পথে সন্তান ছোটে মার প্রাণে সহে না ॥

জোনাকী। দেখ—দেখ, হাড়হাবাতে ছোঁড়ার আক্কেল দেখ ! আমরা পেটের জ্বালায় কেঁদে বেড়াচ্ছি, আর উনি দিব্যি ফুর্‌তি ক'রে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন ! ধর্‌বো নাকি খ্যাংরাগাছটা ?

বক্রেশ্বর। স্থিরোভব—অয়ি খদ্যোতিকে, স্থিরোভব ! তুমি রাগ ক'রো না বাবা ! পেটের জ্বালায় রমণীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। আমরা আজ ক'দিন থেকে অনাহারী—কিছু খেতে দেবে বাবা ?

চন্দন। এসো না আমার সঙ্গে, মহারাজ নন্দকুমারের অন্নসত্রে পেট ভ'রে খেতে পাবে।

বক্রেশ্বর। চল—চল—

জোনাকী। দেখ্‌লি মুখপোড়া, আমার খ্যাংরা হ'তেই একটা হিল্লে হ'লো!

বক্রেশ্বর। তোমার হিল্লেকারিণী ভাগ্যবিধায়নী সম্মার্জ্জনী দেবীকে কোটি কোটি নমস্কার!

চন্দন। তবে এসো—

বক্রেশ্বর। চল—চল—

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বনপথ

দ্রুতপদে মীরকাসিম ও ফতেমার প্রবেশ

মীরকাসিম। একটু পা চালিয়ে এসো ফতেমা. দস্যুহস্তে যথাসর্ব্বস্ব হারিয়েছি, তাতে দুঃখ নেই; তোমায় নিয়ে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আস্‌তে পেরেছি—এই যথেষ্ট!

ফতেমা। আমার কিন্তু সন্দেহ হয় জনাব—

মীরকাসিম। কিসের সন্দেহ ফতেমা?

ফতেমা। আমার সন্দেহ হয়, আমরা দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই নি।

মীরকাসিম। তবে?

ফতেমা। আমার মনে হয়, এটা পরস্বলোলুপ সুজাউদ্দৌলার হীন চক্রান্ত।

মীরকাসিম। সুজাউদ্দৌলার? কেন, সন্দেহের কোন কারণ আছে কি?

ফতেমা। কারণ আছে জনাব, আমাদের অশ্বযান যখন সুজা-উদ্দৌলার প্রাসাদ-সম্মুখে অপেক্ষা করছিল, তারই একজন অনুচর কয়েকজন লোকের সঙ্গে কি পরামর্শ করছিল; সব কথা শুনতে না পেলেও তাদের একজনের মুখ থেকে শুনেছি তোমার নাম,—এইটাই আমার সন্দেহের কারণ জাঁহাপনা!

মীরকাসিম। সুজাউদ্দৌলার কাছে আমি যে ব্যবহার পেয়েছি, তাতে তোমার সন্দেহ অমূলক ব'লে মনে হয় না। ওকি ফতেমা, তুমি অমন করছো কেন? তুমি কি ক্লান্ত হয়েছ?

[মীরকাসিম ফতেমার দিকে হাত বাড়াইবার পূর্ব্বেই পশ্চাৎ হইতে কতিপয় অস্ত্রধারী সৈনিকপুরুষ আসিয়া মীর-কাসিমকে ধরিল এবং তাহার হাত দু'খানা একটা রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিল।]

১ম সৈনিক। [পিস্তল উদ্যত করিয়া পরুষকণ্ঠে কহিল] এখনও তোমাদের কাছে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সোনা-দানা—বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে ওগুলিও খুলে দিতে হবে।

মীরকাসিম। তা দিচ্ছি, কিন্তু আমার তো দ্বিতীয় পরিধেয় বস্ত্র নেই ভাই!

১ম সৈনিক। সোনা-দানাগুলো?

মীরকাসিম। হাত বাঁধা—খুলে দিতে পারবো না, তোমরাই খুলে নাও। ফতেমা, তুমি তোমার অলঙ্কারগুলো খুলে দাও।

[ফতেমা একে একে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিল—একজন সৈনিক মীরকাসিমের মুক্তাহার, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি খুলিয়া লইল।]

২য় সৈনিক। বড়ী খুবসুরৎ আওরাৎ দোস্ত!

মীরকাসিম। খবরদার! ওকথা আর দ্বিতীয়বার মুখ দিয়ে উচ্চারণ ক'রো না।

১ম সৈনিক। হাঃ-হাঃ-হাঃ! স্পর্দ্ধা বটে! এখন আর তুমি নবাব নও দোস্ত যে, নবাবী চাল দেখাবে! নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত শুধু আস্ফালন করাই সার হবে। এমন খুবসুরৎ আওরাৎ কর্ত্তার কাছে নজর দিলে প্রচুর ইনাম পাওয়া যাবে।

মীরকাসিম। এতক্ষণে চিনেছি তোমাদের! তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল, কিন্তু স্বরূপ কোনদিন দেখি নি,—আজ তার আসল রূপ দেখ্‌তে পেলুম। সুজাউদ্দৌলা! দোস্ত! তুমি অধঃপতনের এত নীচে নেমে গিয়েছ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! বিশ্বাস কর ভাই, আমি তোমার প্রভুর বন্ধু—আমিও একদিন ছিলাম বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব—আজ আমি দীনহীন পথের ভিক্ষুক—তোমাদের আর বেশী কিছু বল্‌বার নেই—প্রভুর বন্ধু ব'লে না পারো, বাঙ্গলার নবাব ব'লে না পারো—দীনহীন কাঙ্গাল ব'লে দয়া কর। আমার যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছ, নাও,—আমি এতটুকু দুঃখ করবো না—একটি বারের জন্যও অভিশাপ দেবো না—ভুল ক'রেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌বো না,—তোমরা আমার ফতেমাকে কেড়ে নিও না। বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আজ তোমাদের কাছে নতজানু হ'য়ে তোমাদের দয়া ভিক্ষা করছে, তাকে দয়া কর—

১ম সৈনিক। নবাব বাহাদুর দয়া ভিক্ষে করছেন—হাঃ-হাঃ-হাঃ—নে, আর দেরী করিস্‌ নি, নিয়ে চল—

[দ্বিতীয় সৈনিক ফতেমাকে ধরিতে গেল। মীরকাসিম পূর্ব্ব হইতেই রজ্জু-বন্ধন খুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, হঠাৎ বন্ধনটী শিথিল হইয়া যাওয়ায় সৈনিক ফতেমাকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহা খুলিয়া ফেলিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে সৈনিকের উদ্যত পিস্তল কাড়িয়া লইয়া গুলি করিলেন। গুলি সৈনিককে না লাগিয়া ফতেমার বক্ষ বিদ্ধ করিল। ফতেমা আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপতিত হইতে যাইতেছিল, নিমেষে মীরকাসিম তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ; সৈনিকগণ ছুটিয়া পলাইল।]

মীরকাসিম। বেশ হয়েছে—খাসা হয়েছে—সব ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে! বেইমানের দেশে বেইমানীর তপ্ত হাওয়া আর তুমি সইতে পাচ্ছিলে না ব'লেই আমি তোমায় মুক্তি দিয়েছি। দুঃখ ক'রো না ফতেমা, মাটির নীচে পবিত্র স্নিগ্ধতায় তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোবে চল, আমি তোমায় নবাবী পরিচ্ছদের সুকোমল শয্যা পেতে দেবো। এসো—এসো প্রিয়তমে—

[ফতেমাকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নদীতীরবর্ত্তী কবরভূমি

[অর্দ্ধোন্মাদের ন্যায় মীরকাসিমের প্রবেশ ; তাঁহার রুক্ষ কেশপাশ অবিন্যস্ত, পরিধানে ছিন্ন মলিন বেশ দীনহীন ভিক্ষুকের মত। মীরকাসিম প্রবেশ-পথ হইতেই আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছিলেন "ফতেমা—ফতেমা" ! সহসা তাঁহার কি মনে হইল, তিনি অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দপদসঞ্চারে ফতেমার কবরের নিকট গেলেন ।]

মীরকাসিম। ভুল করেছি—ভুল করেছি ! চীৎকার ক'রে ডেকেছি, তাই বড় ভয় হয়েছিল, হয়তো তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটী দিনের জন্যও তো সে ঘুমাতে পারে নি ! বেইমানের দেশ—বেইমানীর আবহাওয়ার মাঝে ঘুম হবে কেন ? হ'তে পারে না। যেখানে গেছে, সেখানে বেইমানও নেই, বেইমানীর আবহাওয়াও নেই, তাই তো সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছে ! আহা, ঘুমুক্—ঘুমুক্, তাকে আর বিরক্ত কর্‌বো না ! কিন্তু আমি যে না ডেকে থাক্‌তে পাচ্ছি নে—আমি যে তাকে কতদিন দেখি নি ! সেও তো একটা মুহূর্ত্ত আমায় না দেখে থাক্‌তে পার্‌তো না ? আমি তাকে জোর ক'রে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছি—তাকে আমি হত্যা করেছি—নিজের হৃৎপিণ্ড নিজের হাতে উপ্‌ড়ে ফেলে

দিয়েছি। কি করেছি—কি করেছি! ফতেমা—ফতেমা! প্রিয়তমে! নেই—নেই, ফতেমা আমার নেই—আমি যে তাকে স্বহস্তে গুলি ক'রে মেরেছি! মীরকাসিম, আর কি রইলো তোমার? অর্থ গেল, মান গেল, নবাবী গেল, দেশ গেল, শেষে ফতেমাও চ'লে গেল! কেউ রইলো না কিছু রইলো না—রইলে তুমি একা! শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা বুকে নিয়ে লক্ষ্যহীন ধুমকেতুর মত তোমায় এই দুনিয়ার বুকের উপর ছুটে বেড়াতে হবে—কতদিন? কত যুগ?

অদূরে নজাফ খাঁর প্রবেশ।

নজাফ। নির্জ্জন বনভূমিতে তাদের বিশ্রাম কর্‌তে ব'লে আহার্য্য সংগ্রহ কর্‌তে গেলুম, ফিরে এসে আর তাদের দেখ্‌তে পেলুম না। সেই দিন থেকে অক্লান্ত চেষ্টায় খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের! কি হ'লো? কোথায় গেল তারা?

মীরকাসিম। কে আসে? আসুক—আর কিছুই নেই, এলেও পাবে না—শুধু হাতে হতাশ হ'য়ে ফিরে যেতে হবে! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

নজাফ। কবরভূমিতে দানোর মত অট্টহাসি হাস্‌লে কে? একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অর্দ্ধ উলঙ্গ—কে ও? [অগ্রসর হইলেন।]

মীরকাসিম। মিছে আস্‌ছো কিছু নেই—কিছু নেই—হাঃ—হাঃ—হাঃ—[অট্টহাস্য]

নজাফ। মুখখানা যেন চেনা—চেনা—

মীরকাসিম। কি বল্‌লে? চেনা মুখ? চিন্‌তে পেরেছ? এখনও চেনা যায়?

নজাফ। একি! জাঁহাপনা? এক অহোরাত্রে এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! জাঁহাপনা!

মীরকাসিম। চুপ্ ও সম্ভাষণ মুখে এনো না। এখনি তাহ'লে আবার সেই দস্যুদল ছুটে আস্‌বে। কিছু না পেলে রাগ ক'রে কবর খুঁড়ে আমার ফতেমাকে নিয়ে যাবে। তাদের ভয়েই তো আমি দিনরাত তাকে পাহাড়া দিচ্ছি !

নজাফ। আমি তো আততায়ী নই জাঁহাপনা, আমি জনাবের গোলামের গোলাম নজাফ খাঁ—

মীরকাসিম। কে, নজাফ খাঁ ? এখন আমার কারো সঙ্গে দেখা কর্‌বার ফুরসৎ নেই। নালিস থাকে, আর্জ্জি পেশ কর—

নজাফ। এখন আর্জ্জি পেশ করতে হ'লে খোদাতালার কাছেই পেশ করতে হবে। জাঁহাপনা। আমি নজাফ খাঁ, এখনও আপনি আমায় চিন্‌তে পার্‌লেন না ?

মীরকাসিম। নজাফ খাঁ—র'সো, ভেবে দেখি ! না, চিন্‌তে তো পাচ্ছি নে। বেইমানদের দলের লোক হ'লে ঠিক চিন্‌তে পার্‌তুম। তারাও আমায় চেনে, আমিও তাদের চিনি।

নজাফ। না, চিন্‌তে পার্‌লেন না। আমি কেন চিন্‌লুম ? না চিন্‌লে এ দশা চোখে দেখতে হ'তো না ! ওঃ, খোদা ! এই কি তোমার ন্যায়বিচার ?

মীরকাসিম। শুন্‌ছো—শুন্‌ছো ? শোন, এসেছো যখন দু'টো ফুল না পাও, নিদেন দুফোঁটা অশ্রু আমার ফতেমাকে উপহার দিয়ে যাও। জানো, আমি নিজের হাতে তাকে হত্যা করেছি !

নজাফ। [স্বগত] এইতো সুযোগ ! দেখি, যদি কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি হয় ! [প্রকাশ্যে] তুমি তো কৈ একটাও ফুল দাও নি ?

মীরকাসিম। কোথায় ফুল পাবো ? আমায় দেখ্‌লে ফুলের গাছ পর্য্যন্ত শুকিয়ে যায়, ফুল তো দূরের কথা ! কে আমায় দেবে ফুল ?

নজাফ। আমি দিতে পারি—যত চাও।

মীরকাসিম। তুমি দিতে পারো? যত চাইবো তত দেবে?

নজাফ। দেবো, যদি আমার সঙ্গে যাও।

মীরকাসিম। কিন্তু আমার ফতেমাকে পাহারা দেবে কে? তুমি জানো না, দস্যুর চর আশে পাশে ঘুর্‌ছে!

নজাফ। আমি সে ব্যবস্থা কর্‌বো।

মীরকাসিম। তা'হলে আমি যাবো—তোমার সঙ্গেই যাবো, এক রাশ ফুল আন্‌বো—আমার প্রিয়তমাকে ফুলদিয়ে ঢেকে দেবো—

নজাফ। তাহ'লে এসো আমার সঙ্গে।

মীরকাসিম। চল—চল, এক রাশ ফুল আন্‌বো—এক রাশ ফুল আন্‌বো—

[নজাফ খাঁর সহিত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী যাইবার পথ—পার্শ্ববর্ত্তী জীর্ণ মসজিদ সম্মুখ

নাজামউদ্দৌলার প্রবেশ

নাজাম। উদয়নালা থেকে আহত হ'য়ে ফিরেছিলুম! খোদার দোয়ায় সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌তে বেশী বিলম্ব হ'লো না। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাত কর্‌তে মুঙ্গেরে গেলুম', সেখানে গিয়ে শুন্‌লুম—নবাব অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছে গেছেন আশয়প্রার্থী হয়ে। সেখানেও তাঁর সাক্ষাত মিল্‌লো না; তবে এইটুকু জান্‌তে পার্‌লুম, দু'দিন আগে তিনি দিল্লী

যাত্রা করেছেন। সঙ্গে বেগম আছেন, নজাফ খাঁ আছেন। আমার অনুমান হয়, এখান থেকে বেশী দূর তাঁরা যেতে পারেন নি। দু'দিনের পথ অতিক্রম ক'রে এসেছি, তাঁরা নিকটে কোথাও আছেন সুনিশ্চয়। ঐ তো একটা মসজিদ, নমাজ পড়বারও সময় হয়েছে ; যত জরুরী কাজই থাক্, প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমাজ পড়া তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। যাই একবার ঘুরে আসি মসজিদের ভিতর থেকে যদি তাঁর দেখা পাই !

[মসজিদে চলিয়া গেল।

দ্রুতপদে মীরকাসিমের প্রবেশ।

মীরকাসিম। আমার প্রিয়তমা ফতেমাকে ঘুম পড়িয়ে রেখে একটু চোখের আড়াল হয়েছি—অমনি সব হারিয়ে গেছে ! আমি হারিয়ে গেছি—প্রিয়া হারিয়ে গেছে—দুনিয়ায় আমার যা কিছু ছিল, সব হারিয়ে গেছে !

জনৈক লোকের প্রবেশ

মীরকাসিম। তুমি বুঝি কবরভূমিতে যাচ্ছো ?

লোক। বাঃ, চমৎকার ! অমন বড় বড় দুটো চোখ রয়েছে কি জন্যে ? মস্‌জিদকে বলছো কবরভূমি ? উন্মাদ ! [প্রস্থান।

মীরকাসিম। এখানেও ভুল ! দেখি, খুঁজে দেখি—

নজাফ খাঁর প্রবেশ।

নজাফ। এই যে, আবার এখানে পালিয়ে এসেছেন ?

মীরকাসিম। হ্যাঁ—খুঁজ্‌ছি।

নজাফ। কি খুঁজ্‌ছেন ?

মীরকাসিম। কবর।

নজাফ। আপনাকে আর যেতে দেবো না। নজাফ খাঁ চিরদিন নবাবের নেমক খেয়ে এসেছে, নেমকহারামী সে করবে না।

মীরকাসিম। কি নাম বল্‌লে ? নজাফ খাঁ ? র'সো—দেখি, ভেবে দেখি! নজাফ খাঁ—হ্যাঁ, ছিল বটে একজন পরম বিশ্বাসী, পরম শুভানুধ্যায়ী, নবাবের সুখ-দুঃখের সঙ্গী—কখনো সে বেইমানী করে নি। কেমন, ঠিক চিনেছি—না ?

নজাফ। আমিই সেই গোলাম জনাবালি !

মীরকাসিম। না, বিশ্বাস হয় না। সুজাউদ্দৌলা আত্মীয়, বন্ধু—সেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ! তুমিও যে করবে না, তার কিছু প্রমাণ আছে বেইমান ?

[মীরকাসিম নজাফ খাঁর কণ্ঠদেশ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কয়েক বার নাড়াচাড়া করিল, নজাফ খাঁ কোনরূপ ব্যধা দিল না, শুধু যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিল মাত্র। নাজামউদ্দৌলা মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় দেখিতে পাইয়া নজাফ খাঁকে চিনিতে পারিল এবং নজাফ খাঁ একটা দুর্ব্বত্তের হাতে বুঝি মারা যাইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া যখন সে নজাফ খাঁর নিকটবর্ত্তী হইল, তখনও মীরকাসিমকে চিনিতে পারিল না। নজাফ খাঁকে উন্মাদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটু দূর হইতেই মীরকাসিমকে গুলি করিল। মীরকাসিম একটা আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপতিত হইলেন। নাজাম ছুটিয়া আসিল।]

নাজাম। খোদার মেহেরবানীতে যে আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি, এইটাই পরম সৌভাগ্য।

নজাফ। কে—নাজামউদ্দৌলা? আমায় বাঁচাতে গিয়ে কি করেছ জানো?

নাজাম। কি করেছি?

নজাফ। বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব মীরকাসিমকে হত্যা করেছ। একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে তুমি ঠিকই করেছ। মীর-জাফরের পুত্র তুমি—পিতার যোগ্য সন্তানের কাজ করেছ।

মীরকাসিম। ওঃ—আর একটা পরিচিত নাম—নাজামউদ্দৌলা, এরা দু'জনেই কি বেঁচে আছে? নজাফ খাঁ আর নাজামউদ্দৌলা?

নাজাম। আছি বৈকি জনাবালি! কিন্তু এ আমি কি করলুম। জনাবালীকে চিন্‌তে না পেরে—ওঃ—

মীরকাসিম। চিন্‌তে পারো নি ব'লেই মেরেছ! ঠিক করেছ বন্ধু, আমায় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছ! স্মৃতি হারিয়ে বিস্মৃতি নিয়ে থাকা যায়, কিন্তু লুপ্ত স্মৃতি ফিরে পেয়ে বেঁচে থাকা যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তা তোমরা ধারণা করতে পারবে না। নাজামউদ্দৌলা, তুমি আমায় মৃত্যু দাও নি, তুমি আমায় বাঁচিয়েছ।

নাজাম। প্রভুহন্তাকে শাস্তি দিন নজাফ খাঁ, আমায় বধ করুন।

মীরকাসিম। না—না, নাজামউদ্দৌলা, তোমাকে আর নজাফ-খাঁকে বাঁচতেই হবে। আমার মন ভেঙ্গে গেছে, দেহ ভেঙ্গে গেছে, বুকও ভেঙ্গে গেছে, মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। দেখ্‌তে পাচ্ছি, যেন একটা বিপুল রক্তস্রোত প্রমত্ত তাণ্ডবে আমার দিকে ধেয়ে আস্‌ছে আমায় গ্রাস করতে—শত সহস্র চেষ্টাতেও কেউ রাখ্‌তে পারবে না। তাই যাবার সময় ব'লে যাচ্ছি—তোমরা রইলে আর বঙ্গজননী রইলো;

নির্য্যাতিতা, নিপীড়িতা পরাধীনা হতভাগিনীকে পারো যদি মুক্ত ক'রো, আর—

নজাফ। আর কি জাঁহাপনা?

মীরকাসিম। আর ফতেমার সমাধির পাশে আমাকেও সমাধিস্থ ক'রো। আমায় এইবার নিয়ে চল নজাফ খাঁ, সেই নদীতীরে—যেখানে আমার ফতেমার কবরভূমি—আমার পবিত্র তীর্থ।

নজাফ। আজ সত্যই বাংলার দুর্দ্দিন—বাংলা আজ শুধু শ্রীহীনা নয়, তার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত।

মীরকাসিম। [নজাফ খাঁর স্কন্ধে ভর দিয়া যাইতে যাইতে] ও কথা ব'লো না—ও কথা ব'লো না, তোমরা রইলে আর আমার বাঙ্গলা মা রইলো—তোমরাই দেখো। তবে খুব সাবধান, এ বেইমানের দেশ—আগে মানুষ চেন্‌বার চেষ্টা ক'রো, তার পর কাজ—ঃ—

[প্রস্থান।

নাজাম। পিতা! রাক্ষসী জননি, এতদিনে তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হ'লো!

[প্রস্থান।

—যবনিকা—

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক.

রক্তমুকুট শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরা পার্টিতে অভিনীত হইতেছে। অযোধ্যার সম্রাট বৃকপুত্র তালজঙ্ঘ ও বাহুর ভীষণ সংঘর্ষ। মূল্য ২॥০ টাকা।

বাংলার মেয়ে বা বিজয় ডাকাত নট ও নাট্যকার শ্রীপরেশনাথ বন্দোপাধ্যায় রচিত নূতন ঐতিহাসিক নাটক। সগৌরবে "নটবাণীতে" অভিনীত হইতেছে। মহাস্থানাধিপতি নরসিংহের মহত্ত্ব, বিজয় ডাকাতের বীরত্ব ও উদারতা, মোরাদের দেশপ্রেম, দেশদ্রোহী চিন্ময়ের বিশ্বাসঘাতকতা ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন, নবাব ইব্রাহিম ও সুলতান শাহের ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের ছলে বাংলায় অভিযান, মাধবপালের পুত্রস্নেহ, বৌদ্ধরাজকুমার হরনাথের চক্রান্ত রাজারামের সরলতা, মহাকালীর সেবিকা ভৈরবীর দেশ-রক্ষায় উদাত্ত আহ্বান। রাণী শুভ্রা দেবীর প্রজাবাৎসল্য, মাতৃভক্ত কুমার রাজেন্দ্র, বীরাঙ্গনা শীলা, ব্রাহ্মণকন্যা প্রেমিকা চাঁপা, বিশ্বাসঘাতিনী শ্রীমতী, তার সঙ্গে আনন্দময়ের গান, ফকির, ভিখারীর গান। রহস্য-রোমাঞ্চ চমকপ্রদ ঘটনায় ঘাত-প্রতিঘাত। মূল্য ২॥০

কয়েদী উদীয়মান নাট্যকার শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর নাটক। দি ক্যালকাটা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। হুনসম্রাট মিহিরকুলের অত্যাচারে ভারতব্যাপী হাহাকার—পাষাণ কয়েদ ভেঙ্গে চৌদ্দ বৎসরের কয়েদীর পলায়ন, হুন-ভাগ্যাকাশে উল্কার সৃষ্টি, ভারতের মাটি ফুঁড়ে হুনধ্বংসকারী কালোসওয়ারের আবির্ভাব ও ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ—অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য মিহিরকুল কর্ত্তৃক ভাই বারমানের বক্ষে ভীষণ পদাঘাত—প্রতিশোধ গ্রহণে বারমানের বিপক্ষদলে যোগদান ও দেশের কল্যাণে পুত্র বলিদান—বারমানের সাহায্যে কালোসওয়ার কর্ত্তৃক মিহির-কুলের নিধন ও হুনরক্তস্রোতের উপর কয়েদীর ছদ্মবেশ ত্যাগ। মূল্য ২॥০ টাকা।

রঘু ডাকাত শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। বছরের পর বছর অনাবৃষ্টির ফলে দেশ জুড়ে হ'লো অজন্মা—গরীব চাষীসম্প্রদায়ের হাল, গরু, বীজ বিক্রী হ'য়ে গেল পেটের দায়ে—বাকি খাজনা অনাদায়ে চারিদিকে চল্‌লো জমিদারী জুলুম—শ্রীদাম চাষী জীবন দিলে জায়গীরদারের চাবুকে—রঘু দেখ্‌লে চোখের উপর নির্য্যাতিত পিতার মৃত্যু। ধনীর ধনহরণ ব্রতের সংকল্প ক'রে ধনী-সম্প্রদায়ের চোখের উপর বিভীষিকার রূপে গরীব চাষীর ছেলে রঘু দাঁড়ালো রঘু ডাকাত নাম নিয়ে। কে তুলে দিলে তার হাতে ডাকাতের লাঠি? দারিদ্র্যতা আর ধনীর অবিচার। মূল্য ২॥০ টাকা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

মুক্তিপথের যাত্রী শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। এই নাটকে দেখিবেন, কেন স্বর্গদ্বারী জয়-বিজয় অভিশপ্ত অসুরদেহ ধারণ করিয়া ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ব্রহ্মার বরে প্রকারে অমর হইয়া কনিষ্ঠ অসুর হিরণ্যাক্ষ কি ভাবে মাতা দিতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হিংসা-মন্ত্রে স্বর্গজয় করিবাছিল। অহিংসামন্ত্রের উপাসক দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া কারাগারে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল। আরো দেখিবেন, নারায়ণের ছলনায় মায়ামুগ্ধ দানবরাজ হিরণাক্ষ পৃথিবীর প্রতি কামাসক্ত হইয়া তাঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিল, শেষে নারায়ণ বরাহমূর্ত্তিতে দানব বধ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষবেশী বিজয়কে শাপমুক্ত করিয়াছিলেন। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।

কবির কল্পনা শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। এই নাটকে মহাকবি বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য রামায়ণের সীতা উদ্ধার পর্ব্বে—কেন সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত কারণ দেখান হইয়াছে। তারপর শিবদত্ত জাঠাস্ত্র থাকা সত্বেও কি কৌশলে লবণ দৈত্য বধে শত্রুঘ্ন কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, শূদ্র শম্বুক কি ভাবে রামভক্ত হইয়া বিপ্রাচারে বেদপাঠে যজ্ঞ করিয়াছিল, কেন রামরাজ্যে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পতিত হইয়াছিল, কেন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত শম্বুককে নিজহস্তে বধ করিয়াছিলেন এবং পরে সীতার নিন্দা শুনিয়া কেনই বা আদর্শ সতী সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন, সমস্ত কারণ এই নাটকে দর্শানো হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

অনার্য্যনন্দিনী পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। মগধেশ্বর শালিবাহনের মাতৃভক্তি—রাজসিংহাসন ত্যাগ—ছদ্মবেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ—অনার্য্যগুরু আপস্তম্ভের আর্য্যের প্রতি বিদ্বেষহেতু মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। রাজবলি—নরবলি—নারীবলির আয়োজন। মূল্য ২৷৷০ টাকা। **ভাস্কর পণ্ডিত—২৲**

মায়ের দেশ শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত পৌরাণিক নাটক। দেশের গৌরব—দশের প্রিয়—বাংলার আদর্শ আর্য্য অপেরার অপূর্ব্ব গৌরবোজ্জ্বল সুবিরাট সত্যমূর্ত্তি নাটক। সংসারের অতুলনীয় যুদ্ধ-কাহিনী। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।

রামানুজ—শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুল উন্মাদনা—মাতৃহারা লব-কুশের হাহাকার—ছায়াসীতার আকুল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তন—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জ্জন—ঊর্ম্মিলার সকরুণ বিলাপ—গুহক চণ্ডালের দুর্জ্জয় অভিমান—লক্ষ্মণের সরযূপ্রয়াণ প্রভৃতি ঘটনাসম্বলিত। সচিত্র মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।